NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

২ বাংলায় মমতা ব্যানার্জিকে বিসর্জনের আন্দোলন শুরু হয়েছে: অর্জুন সিং

বন্যার কবলে পঞ্জাব, জারি সতর্কতা ৭

কলকাতা ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১৭ ভাদ্র ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৮৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.09.2025, Vol.19, Issue No. 85, 8 Pages, Price 3.00

সেপ্টেম্বরেই শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক শুরু হচ্ছে চলতি সেপ্টেম্বরেই। মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পরীক্ষার নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৮ ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে পরীক্ষা তৃতীয় সেমেস্টার অর্থাৎ উচ্চমাধ্যমিকের পার্ট ওয়ানের পরীক্ষা। চলবে ২২ তারিখ পর্যন্ত।

সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ১০ টায়। চলবে ১১ টা ১৫ পর্যন্ত। তবে মিউজিক, ভিজুয়াল আর্টস ও ভোকেশনাল বিষয়ের পরীক্ষা শুরু হবে ১০ টায়। যা শেষ হবে ১০ টা বেজে ৪৫ মিনিটে। পাশাপাশি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এবার পরীক্ষা দেবে মোট ৬ লক্ষ ৬০ হাজার পড়ুয়া। তাঁদের মধ্যে ছাত্র ৪৩.৯৭ শতাংশ। ছাত্রী ৫৬.০৩ শতাংশ। তবে এবার ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি।

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত

এর পাশাপাশি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফ থেকে এদিন এও জানানো হয়, টোকাটুকি রুখতে এবারও কড়া সংসদ। পরীক্ষা কক্ষে ২০১ অনুপাতে থাকবেন পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষক। প্রতিটি সেন্টারের মূলগেট ও ভেন্যু সুপারভাইজরের কক্ষে থাকবে সিসিটিভি। ক্যালকুলেটর, মোবাইল-সহ কোনও বৈদ্যুতিন গেজেট নিয়েই পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।

প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালেই শেষবারের মতো হয়েছে বার্ষিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হয়েছে সেমেস্টার। মোট চারটি পরীক্ষা হবে। ২০২৪ সালে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীরা এই ব্যবস্থায় পরীক্ষা দিচ্ছে এবছর। ২০২৬ সালে যারা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করবে ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে তাঁদের তৃতীয় সেমেস্টার অর্থাৎ উচ্চমাধ্যমিকের পার্ট ওয়ানের পরীক্ষা। পার্ট ২-এর পরীক্ষা হবে আগামী মার্চে।

‘আমার প্রয়াত মাকেও অপমান করা হল’

কুকথা ইস্যুতে মোদীর তোপে কং-আরজেডি

পাটনা, ২ সেপ্টেম্বর: বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল বিহার থেকে। সেই বিহারেরই এক সমবায় সমিতির উদ্বোধনে এ বার তার জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মা প্রয়াত হিরাবেন মোদীর উদ্দেশে কুকথার প্রসঙ্গে কংগ্রেস এবং আরজেডিকে একহাতও নিলেন।

বিহারে ভোটার তালিকার নিবিড় এবং বিশেষ সংশোধনের প্রতিবাদে ভোটাধিকার যাত্রায় নেমেছিলেন রাহুল গান্ধি। বিহারের দ্বারভাঙায় ওই কর্মসূচি চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীর মায়ের উদ্দেশে কুকথা ভেসে আসে। মঙ্গলবার বিহারে এক সমবায় সমিতির ভার্চুয়াল উদ্বোধনে সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরেন মোদী। মৃত মায়ের নামে কুকথা বলার অভিযোগে সরাসরি নিশানা করলেন কংগ্রেস এবং আরজেডিকে। তিনি বলেন, ‘আমার মা আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন যাতে আমি আপনাদের মতো কোটি কোটি মায়ের সেবা করতে পারি। আপনারা সকলেই জানেন, আমার মা আর জীবিত নেই। ১০০ বছর পূর্ণ করে তিনি আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমার মা, যিনি আর জীবিত নেই, যাঁর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই, আরজেডি-কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে তাঁকে কুকথা বলা হয়েছে।’

মোদী বলেন, ‘আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়তেন, তা-ও কাজ করে যেতেন। তিনি একটা একটা করে পয়সা জমিয়ে আমাদের জামাকাপড় বানিয়ে দিতেন। আমাদের দেশে কোটি কোটি মা আছেন। যে কোনও দেবদেবীর থেকে মায়ের স্থান উঁচুতে।’ এর পরেই কারও নাম না-করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘রাজার ঘরে জন্ম নেওয়া রাজপুত্রেরা একজন দরিদ্র মায়ের এবং তাঁর ছেলের সংগ্রাম বুঝতে পারবেন না। তাঁরা সোনা-রুপোর চামচ হাতে নিয়ে জন্মেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বিহারের ক্ষমতা তাঁদের পরিবারের হাতে রয়েছে। কিন্তু আপনারা এক দরিদ্র মায়ের ছেলেকে প্রধানমন্ত্রী করেছেন। এটা তাঁরা হজম করতে পারছেন না।’

মা আমাদের কাছে পৃথিবীতুল্য। মা আমাদের আত্মসম্মান। কিছুদিন আগে এই বিহারে যা ঘটেছে, তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। আরজেডি-কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে আমার মাকে কুকথা বলা হয়েছে। এই কুকথা শুধুমাত্র আমার মায়ের অপমান নয়। এটি দেশের সকল মা, বোন এবং মেয়ের অপমান।

-- নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘মা আমাদের কাছে পৃথিবীতুল্য। মা আমাদের আত্মসম্মান। কিছুদিন আগে এই বিহারে যা ঘটেছে, তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। আরজেডি-কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে আমার মাকে কুকথা বলা হয়েছে। এই কুকথা শুধুমাত্র আমার মায়ের অপমান নয়। এটি দেশের সকল মা, বোন এবং মেয়ের অপমান। আমি জানি, ওই কথাগুলি শুনে বিহারের প্রতিটি মায়ের কতটা খারাপ লেগেছে। আমি জানি, আমার মনে যে যন্ত্রণা হচ্ছে, বিহারবাসীও সেই একই যন্ত্রণায় ভুগছেন।’

ঘটনাচক্রে, মঙ্গলবার যে সমবায় সমিতির উদ্বোধন করেন মোদী, সেটির মূল লক্ষ্য বিহারের মহিলাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। ভার্চুয়াল ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে যে বিহারবাসীরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন মহিলা। তাঁদের সামনেই এ বার নিজের মায়ের উদ্দেশে কুকথা বলার অভিযোগে কংগ্রেস এবং আরজেডিকে একহাত নিলেন মোদী। প্রয়াত হিরাবেন কী ভাবে কষ্ট করে তাঁদের বড় করেছেন সে কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

আধার নাগরিকত্বের একমাত্র প্রমাণ হতে পারে না: সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর: আধার কার্ড নাগরিকত্বের একমাত্র প্রমাণ হতে পারে না। বিহারের রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচন কমিশনকে এই নিয়ে নির্দেশ দেওয়ার জন্য যে দাবি তুলেছিল, তা মঙ্গলবার খারিজ করতে দেখা গেল শীর্ষ আদালতকে। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, আইন অনুসারে আধারের মর্যাদা নির্ধারিত হয়েছে। সেই মর্যাদা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ ভোটার তালিকা এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় এর আগে জানিয়েছিল, ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য অন্য নথির সঙ্গে আধার কার্ডও পরিচয়পত্র হিসাবে গণ্য করা হতে পারে। সোমবারের শুনানিতে তা আরও স্পষ্ট করে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, যাচাইয়ের জন্য অনেক নথির মধ্যে আধারও একটি নথি হতে পারে। বিহারে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষ লোকের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে মামলা শুনছে শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্ট এর আগে জানিয়েছিল, ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অভিযোগ জানাতে পারবেন ভোটারেরা। তালিকায় নাম বাদ পড়া নিয়ে অভিযোগ জানানোর সময়সীমা বৃদ্ধি করার আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিহারের বিরোধী দলগুলি। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে সেই আবেদন শোনে বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, বিহারে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষ লোকের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে মামলা শুনছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট এর আগে জানায়, ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অভিযোগ জানাতে পারবেন ভোটারেরা। তালিকায় নাম বাদ পড়া নিয়ে অভিযোগ জানানোর সময়সীমা বৃদ্ধি করার আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিহারের বিরোধী দলগুলি। সুপ্রিম কোর্টে সেই আবেদন শোনে বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ। লালুপ্রসাদ যাদবের দল আরজেডির হয়ে শীর্ষ আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। তিনি সওয়াল করে জানান, বিহারে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকলেও আধারকে পরিচয়ের একমাত্র প্রমাণ হিসাবে ধরা হচ্ছে না।

একইসঙ্গে আদালত এও জানায়, আধার আইনের ৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, আধার নম্বর বা অথেনটিকেশন ধারকের নাগরিকত্ব বা বাসস্থলের প্রমাণ হবে না। এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বিহারের বিরোধী দলগুলির আইনজীবীরা বার বার সওয়াল করেছেন, যে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য একমাত্র আধারকেই প্রমাণ হিসেবে ধরা হোক। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, ‘আধারে এত জোর দেওয়া হচ্ছে কেন? নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ আধার, আমরা কখনওই সেই নির্দেশ দেব না।’

ট্র্যাফিক আইন ভাঙার দায়ে সেনার ট্রাক আটকাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে এসে মেয়ো রোডের উপর করা তৃণমূলের ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ খুলেছিল সেনা। আর ঠিক তারপর দিন মঙ্গলবার সেনার ট্রাক আটকাল কলকাতা পুলিশ। মঙ্গলবার বেলা ১১টা নাগাদ মহাকরণের সামনে দিয়ে সেনার একটি ট্রাক বেপরোয়া গতিতে যাওয়ার অভিযোগ তুলে তা আটকে দেয় কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। পাশাপাশি সেনাবাহিনীর ট্রাকের চালকের বিরুদ্ধে করা হয়েছে এফআইআর। হেড কোয়ার্টার ট্রাফিক গার্ডের এক ট্র্যাফিক সার্জেন্টের করা অভিযোগের ভিত্তিতে চালকের বিরুদ্ধে হেয়ারস্ট্রিট থানায় ২৮১ বিএনএস-এ মামলা রুজু করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনে সেনার ট্রাকটি থামায় ট্র্যাফিক কন্ট্রোলাররা। এরপরই খবর দেওয়া হয় হেয়ার স্ট্রিট থানাকে। কিন্তু হঠাৎ করেই কেন সেনা ট্রাককে থামাতে গেল পুলিশ, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, বিপজ্জনক ভাবে আসছিল ট্রাকটি। মানেনি সিগন্যালও। সেই কারণেই ট্র্যাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে ট্রাকটিকে আটকায় কর্মরত ট্র্যাফিক কন্ট্রোলাররা।

এদিকে সূত্রের খবর, ওই ট্রাকের পিছনেই আবার আসছিল কলকাতার নগরপাল মনোজ বর্মার গাড়ি। লালবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন সিপি। তবে নগরপালের গাড়ি যে তাদের ট্রাকের পিছনেই রয়েছে, তা দাবি করা হয়েছে ভারতীয় সেনার তরফ থেকে। পাশাপাশি, কলকাতা পুলিশের তোলা অভিযোগগুলিকেও নস্যাৎ করেন জওয়ানরা। সেনাদের তরফ থেকে এও জানানো হয়, ‘নগরপালের গাড়ি যে পিছনে ছিল, তা আমরা জানতাম না। আর ট্রাক অনেক ধীর গতিতেই চলছিল। এখানে যে একটা বিভাজন বা পার্টিশন রয়েছে, তা বোঝাই যায়নি। রেড লাইট ছিল, কিন্তু আমরা তো অন্যদিকে যাচ্ছিলাম।’ তবে ওই রাস্তায় ডান দিকে গাড়ি ঘোরানো যায় না বলেই জানা গিয়েছে। এমনকি, সেই নিয়ে সতর্ক করতে একটি নো-রাইট টার্ন বোর্ডও লাগানো রয়েছে। আর সিসি ফুটেজে দেখা যায়, সিপির গাড়ি যখন জওয়ানদের গাড়িটিকে পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখনই জওয়ানদের ট্রাকটিকে ডান দিকে ঘুরে যায়। কান ঘেঁষে বেরিয়ে যায় সিপির গাড়ি। এরপরই আটকানো হয় জওয়ানদের ট্রাক।

হেয়ার স্ট্রিট থানায় সেনার ট্রাক নিয়ে আসার পর চলে আসেন সেনা আধিকারিকরাও। ছবি: অদিতি সাহা

তৈরি হওয়া সমস্যা মেটাতে ফোর্ট উইলিয়ামের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ঘটনাস্থলে থাকা জওয়ানরা। তারপর তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছয় দুই সেনা আধিকারিক। সূত্রের খবর, জওয়ানদের বিরুদ্ধে সিপির গাড়ির একেবারে কাছে চলে আসার অভিযোগ করেন কর্মরত ট্র্যাফিক কন্ট্রোলাররা। কিন্তু ঘটনাস্থলে থাকা জওয়ানদের দাবি, এমন কিছু হয়নি।

ব্রাত্যের মন্তব্যে শোরগোল, সাসপেন্ড শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে মঙ্গলবার ভিন রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষের হেনস্থার বিরুদ্ধে আনা সরকারি প্রস্তাবকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সেনা সংক্রান্ত মন্তব্যে আপত্তি জানিয়ে বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দিতে শুরু করেন। তাঁদের নেতৃত্ব দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দীর্ঘ বিরোধ ও স্লোগানের মধ্যে বিধানসভা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেন্দুকে দিনের জন্য সাসপেন্ড করেন।

আলোচনায় ব্রাত্য বসু অভিযোগ করেন, ‘বাংলা ভাষা ও বাঙালির প্রতি বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালানো হচ্ছে।’ তিনি উল্লেখ করেন, অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে ১২ লক্ষ মানুষ আটক রয়েছেন, যার মধ্যে ৭ লক্ষ বাঙালি। মঞ্চ ভাঙার ঘটনা ১৯৭১ সালের ঢাকার হত্যালীলার স্মৃতি জাগিয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বিরোধী দিক থেকে শুভেন্দু অভিযোগ তোলেন, ব্রাত্য সেনাকে অপমান করেছেন এবং আরএসএস প্রাক্তন প্রধান এমএল গোলওয়ালকারকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করেছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্পিকার বাধ্য হয়ে বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড করেন।

পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও দাবি করেন, ‘দেশজুড়ে বাংলাভাষীদের উপর আক্রমণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চালানো হচ্ছে।’ অন্যদিকে সরকারপক্ষের মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ খণ্ডন করে বলেন, ‘তৃণমূল এতদিন ধর্মের নামে বিভাজন সৃষ্টি করেছে। এখন প্রাদেশিক আবেগের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা চলছে।’ এভাবেই প্রথম দিনের আলোচনায় সরকারি প্রস্তাব ও সেনা সংক্রান্ত বিতর্ক কেন্দ্রবিন্দুতে থাকায় বিধানসভা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

‘দাগি’ অযোগ্যদের নয়া মামলায় ‘সহ্য সীমা পার’ কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনেক টালবাহানার পর গত শনিবার রাতে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের অযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকা প্রকাশ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন। এরপর এই তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তালিকায় থাকা ৩৫০ জন। মঙ্গলবার এই মামলার কথা শুনেই কার্যত বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা গেল হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যকে। ‘তালিকা বেরতেই কোর্টে চলে এসেছেন!’ এমন মন্তব্য করেন বিচারপতি। অযোগ্যদের একাংশের আবেদন খারিজ করে কলকাতা হাইকোর্ট।

বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এদিন মামলার পর্যবেক্ষণে অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এদিন প্রশ্ন করেন, ‘মামলাকারিরা কি সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী ৩১ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে চাকরি কন্টিনিউ করছে? উত্তরে মামলাকারী আইনজীবী অনিন্দ্য লাহিড়ীর জবাব দেন, ‘না’। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি পাল্টা প্রশ্ন করেন, ‘তাহলে কিসের ভিত্তিতে এই মামলাকারীরা পরীক্ষায় বসবে?’ যুক্তি স্বরূপ আইনজীবী অনিন্দ্য লাহিড়ীর উত্তর ছিল, ‘আমরা প্যানেলের বাইরের নই। সাদা খাতা আমাদের নয়। ডিভিশন বেঞ্চের রায় অনুযায়ী আমরা মোটেই অযোগ্য নই।’

এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। বলেন, ‘সহ্যের একটা সীমা আছে। এনাফ ইজ এনাফ। পরীক্ষা শুরুর মুহূর্তে এখন এসে বলছে আমি দাগি নই। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট এই অযোগ্যদের চাকরির মেয়াদ বাড়াল না।’ এরপর কেন এই অযোগ্যরা আসেননি বলেও প্রশ্ন করতে শোনা যায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যকে।

এদিকে এক অযোগ্য শিক্ষকের হয়ে এক আইনজীবী শাক্য সেন বলেন, ‘৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার চাকরি বহাল হয়নি। কিন্তু এসএসসি

আমায় পরীক্ষায় বসার জন্য অ্যাডমিট কার্ড দিয়েছিল। এখন হঠাৎ করে বলছে আমি অযোগ্য। অ্যাডমিট কার্ড এখন বাতিল করেছে এসএসসি।’ আর এই প্রেক্ষিতেই ওই অযোগ্য শিক্ষকের আইনজীবীর আর্জি, ‘পৃথকীকরণ সম্ভব হলে তো প্যানেল বাতিল হতো না। পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হোক। পরে যোগ্য-অযোগ্য নির্ধারিত হোক।’

উত্তরে বিচারপতি জানান, ‘সুপ্রিম কোর্টের নজরে রয়েছে নতুন নিয়োগ প্যানেলের পুরো প্রক্রিয়া। শীর্ষ আদালতের আদেশেই এসএসসি দাগি তালিকা প্রকাশ করেছে। এই অবস্থায় হাইকোর্টের একক বেঞ্চের হস্তক্ষেপ সঠিক হবে না। একক বেঞ্চে মামলাকারীদের কাউকেই ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরিতে কন্টিনিউ করতে দেওয়া হয়নি। কাজেই তাঁরা কেউই সুপ্রিম পর্যবেক্ষণে ‘সম্ভাব্য যোগ্য’ বলে বিবেচিত হয়নি। এখনও সুপ্রিম কোর্টের নজরেই বিষয়টি রয়েছে। আমি নিশ্চিত এসএসসি এমন তালিকার পেছনে যুক্তিযুক্ত কারণ আছে।’

প্রসঙ্গত, পরীক্ষায় বসতে চেয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে মামলা করেন ‘অযোগ্য’ তালিকাভুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যর বেঞ্চে দায়ের হওয়া এই মামলায় এসএসসি-র প্রকাশিত ১৮০৬ জনের নাম সম্বলিত ‘দাগি’ তালিকা বহাল রাখারই নির্দেশ দিল আদালত।

মৃতের সংখ্যা চোদ্দশো পার, আফগানে ত্রাণ ভারতের

কাবুল, ২ সেপ্টেম্বর: আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ১৪১১ ছাড়িয়ে গিয়েছে। আহত প্রায় হাজার তিনেক মানুষ। তবে তালিবান শাসিত যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশে মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী দেশের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল ভারত।

রবিবারই নিজের এক্স হ্যান্ডলে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও জানিয়েছেন, আফগানিস্তানকে সর্বতোভাবে মানবিক সাহায্য করতে ভারত প্রস্তুত। সোমবার রাতে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, আফগানিস্তানে ত্রাণ পাঠানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, চালের বস্তা, তাঁবু এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী বোঝাই ট্রাক কাবুলের উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছে।

অন্য দিকে, জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী মৌলবী আমীর খান মুত্তাকির সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। জয়শঙ্কর বলেন, ‘ভূমিকম্পে এতগুলি প্রাণহানির জন্য ওঁকে সমবেদনা জানিয়েছি। ওঁকে জানিয়েছি যে, ভারত আজ কাবুলে ১০০০টি পরিবারের জন্য তাঁবু পাঠিয়েছে। এ ছাড়াও, ১৫ টন খাদ্যসামগ্রী কুনারে পাঠানো হচ্ছে। কাল থেকে ভারত থেকে আরও ত্রাণ পাঠানো শুরু করবে। এই কঠিন সময়ে ভারত আফগানিস্তানের পাশে রয়েছে। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।’

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে আসা হচ্ছে ত্রাণ সামগ্রী।

রাষ্ট্রসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় দপ্তর (ইউএনওসিএইচএ) -এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার রাতের ভূমিকম্পটি পাকিস্তান- আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে নানগরহর প্রদেশে ঘটেছিল। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মূলত কামা জেলা। নানগরহরের পাশাপাশি কুনার, লাঘমান এবং নুরিস্তান প্রদেশও ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রায় ১২,০০০ মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত অন্তত ১৪১১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে মৃতের সংখ্যা আরও অনেক বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। প্রশাসনের আশঙ্কা, ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বহু মানুষ। সে জন্য তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজ চলছে।

বাংলায় মমতা ব্যানার্জিকে বিসর্জনের আন্দোলন শুরু হয়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মেয়ো রোডে গান্ধি মূর্তির সামনে থাকা তৃণমূলের ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ সোমবার খুলে দেয় সেনাবাহিনী। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি এপ্রসঙ্গে দাবি করেছেন, বিজেপির কথায় চলছে সেনাবাহিনী। ২০০-র মতো সেনা নাকি তাঁকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। তাছাড়া মঞ্চ খুলে দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার রাজ্যের ব্লকে ব্লকে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির এহেন মন্তব্যের কড়া প্রতিবাদ জানান ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং।

মঙ্গলবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং বলেন, ভাষা আন্দোলন নয়। ব্লকে ব্লকে মমতা ব্যানার্জিকে বিসর্জনের আন্দোলন শুরু হয়েছে। তাঁর দাবি, বাংলায় বিজেপি সরকার আসছেই। মমতা ব্যানার্জি তাই সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ দেখে ভেদাভেদের রাজনীতি করছেন। কিন্তু সারা বাংলা জুড়ে মমতা ব্যানার্জিকে বিসর্জন দেওয়ার আন্দোলন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

> বিজেপি সরকার আসছেই। মমতা ব্যানার্জি তাই সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ দেখে ভেদাভেদের রাজনীতি করছেন। কিন্তু সারা বাংলা জুড়ে মমতা ব্যানার্জিকে বিসর্জন দেওয়ার আন্দোলন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।
> **অর্জুন সিং**
> ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ

বিজেপি নেতার কথায়, ভারতবর্ষের সেনা এখন পৃথিবীর মধ্যে সেরা। সেই সেনা একটা চোরকে দেখে কি জন্য পালাবে? আসলে মমতা ব্যানার্জি সবসময় মিথ্যা কথা বলে থাকেন। এটা বাংলার মানুষ সবাই জানেন। তিনি জানান, সেনার তরফে তৃণমূলকে দু'দিন কর্মসূচি করার অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু দু'দিনের বেশি সময় ধরে তৃণমূল ওখানে কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছিল। তাই সেনা তৃণমূলের ধর্ণা মঞ্চ খুলে দিয়েছে। পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতার দাবি, তিনদিন কিংবা তার বেশি সময় ওখানে কর্মসূচি করতে গেলে দিল্লির প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অনুমতি নিতে হয়। সেই অনুমতি তৃণমূল নেয়নি। তাঁর দাবি, বাংলায় এসআইআর হবেই। তাছাড়া এসওপির বদলও হবে। এমনকি বুথে রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্ট এবার বসতে পারবে না। সুতরাং ২০২৬ সালে মমতা ব্যানার্জির বিদায় নিশ্চিত। এদিন মহাকরণের সামনে সেনার গাড়ি থামিয়ে দেয় পুলিশ। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, মমতা সরকারের এখন খুব খারাপ সময় চলছে। তার জন্য এসব ভুলভাল কাজ হচ্ছে।

বিধানসভা ভাঙচুরে দোষী সাব্যস্ত হয়েও শাস্তি মকুব পদ্ম বিধায়কদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা ভাঙচুরের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হলেও আপাতত শাস্তি এড়ালেন বিজেপি বিধায়করা। পদ্ম শিবিরের চার বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, মনোজ ওঁরাও, দীপক বর্মন এবং অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে সেদিন বিধানসভায় ভাঙচুর চালান বিজেপি বিধায়করা। মঙ্গলবার বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মোট দশ জন দোষী প্রমাণিত হলেও, তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সতর্ক ও সংযত থাকার বার্তা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

গত ২৩ জুন অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণ নিয়ে তীব্র অশান্তি ছড়ায়। বিতর্কের মাঝেই গ্যালারি ও চেয়ার-টেবিল ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে বিধানসভার প্রধান সচিবকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। দীর্ঘ শুনানি শেষে সদ্য জমা পড়া রিপোর্টে শুধু ওই চারজনই নয়, মোট ১০ জন বিধায়ককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কমিটির কাছে মোট ২১ জন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ঘটনাটি দুঃখজনক। বিধানসভা গণতন্ত্রের মন্দির, এখানে ভাঙচুর কাম্য নয়। তবে আপাতত আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছি না। ভবিষ্যতে যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সে জন্য সংশ্লিষ্ট বিধায়কদের সতর্ক করা হয়েছে।' শাস্তি না-দেওয়া নিয়ে বিরোধী শিবিরের ভেতরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিজেপির একাংশের দাবি, 'তৃণমূল ইচ্ছাকৃত ভাবে বিজেপি বিধায়কদের দোষী সাব্যস্ত করেছে।' অন্যদিকে শাসকদল তৃণমূলের বক্তব্য, 'যা ঘটেছে, তা নজিরবিহীন ও নিন্দনীয়। অধ্যক্ষ উদারতা দেখিয়েছেন।'

উল্লেখযোগ্য ভাবে, বিধানসভায় আগে বহুবার বিক্ষোভ, ওয়াকআউট বা মাইক্রোফোন ছুঁড়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটলেও, সরাসরি ভাঙচুরের অভিযোগ তুলনামূলক বিরল। এই প্রথমবার তদন্ত কমিটির রিপোর্টে একসঙ্গে এতজন বিধায়ককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ঋণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের আওতায় গত অর্থবর্ষে (২০২৪-২৫) ১৯ হাজার ৪৭১ জন ছাত্রছাত্রী ঋণের সুবিধা পেয়েছেন। মঙ্গলবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এই তথ্য জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

বিধায়ক মনোজ কুমার ওরাও প্রশ্ন তুলেছিলেন, রাজ্যে এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যা কত এবং আলিপুরদুয়ার জেলা ও কুমারগ্রাম ব্লকে কতজন ঋণ পেয়েছেন। এর উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, আলিপুরদুয়ার জেলায় এ পর্যন্ত ২৭০ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রকল্পের আওতায় ঋণ নিয়েছেন। এর মধ্যে কুমারগ্রাম ব্লকের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২১ জন।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, উচ্চশিক্ষার জন্য যাতে অর্থাভাবে কোনো মেধাবী ছাত্রছাত্রী পিছিয়ে না পড়েন, সেই লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প চালু হয়েছে। তিনি আরও জানান, এই প্রকল্পে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নেওয়া যায়, যা কম সুদে দীর্ঘমেয়াদে শোধ করার সুযোগ রয়েছে।

পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে মাইক বাজানো নিয়ে বিধানসভায় উদ্বেগ, দূষণ রোধে সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরীক্ষা চলাকালীন স্কুল বা পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে মাইক বাজানো নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার অধিবেশনে তিনি জানান, একাধিক অভিযোগ তাঁর কাছেও এসেছে যে মাইক ব্যবহারের ফলে পরীক্ষার্থীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। অধ্যক্ষের মতে, এই বিষয়ে সকলের সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রীমা ভট্টাচার্যও এদিন গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, 'দূষণ নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ কাজে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।' বিধায়কদের উদ্দেশ্যেও সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি।

মন্ত্রী জানান, সংবিধানে পরিবেশ আলাদা কোনও তালিকাভুক্ত বিষয় নয়। অর্থাৎ এটি না কেন্দ্রের এক্তিয়ারে, না রাজ্যের। তবুও দপ্তর এ নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। পরিবেশ সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ থাকলে নাগরিকেরা সরাসরি জানাতে পারেন দপ্তরের টোল ফ্রি নম্বরে। সেই নম্বর হল *১৮০০৩৪৫৩৩৯০। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আরও জানান, বছরে মাত্র কয়েকটি বিশেষ উৎসবে সীমিত সময়ের জন্য মাইক ও আতশবাজি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। দীপাবলীতে রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত, ছটপুজোয় সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন সকাল ৮টা পর্যন্ত এবং বড়দিনে রাত ১১টা ৫৫ থেকে ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এই ছাড় প্রযোজ্য। এই সময়সীমার বাইরে নিয়মভঙ্গ হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে সতর্ক করেন মন্ত্রী। অধ্যক্ষ থেকে মন্ত্রী, উভয়ের মন্তব্যেই পরিষ্কার, পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে এবং পরিবেশ রক্ষায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার ও বিধানসভা একই সুরে গুরুত্ব দিচ্ছে।

নাইট সার্ভিস আপাতত বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রো রেলের বিশেষ পরীক্ষামূলক নাইট সার্ভিস আপাতত বন্ধ হচ্ছে। আজ থেকে কবি সুভাষ স্টেশনের কাজ বন্ধ থাকার পাশাপাশি নানা প্রযুক্তিগত ও রক্ষণাবেক্ষণজনিত কারণে রাত ১০টা ৪০ মিনিটের পর দমদম ও ক্ষুদিরাম স্টেশন থেকে ব্লু লাইনের ট্রেন চালানো সম্ভব হবে না। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত। যাত্রীদের যে অসুবিধা হবে তার জন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষ দুঃখপ্রকাশ এবং যাত্রীদের সহযোগিতা কামনা করেছে।

ডোমজুড়ে মন্দিরের মূর্তি চুরিতে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে স্বস্তি ফিরে এল মাকড়দহ ঝাউতলা এলাকায়। বেশ কিছু দিন ধরে ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় দিশেহারা স্থানীয়রা মঙ্গলবার রাতে হাতেনাতে পাকড়াও করল এক যুবককে। অভিযোগ, সেই যুবকই এলাকার মন্দির থেকে দামী দেবদেবীর মূর্তি এবং মহাদেবের বাহন নন্দীর পিতলের মূর্তি চুরি করেছিল।

জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে মন্দির থেকে মূর্তি নিখোঁজ হলে সন্দেহ যায় স্থানীয় যুবক সৈকত সাঁতরার ওপর। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করেন চুরি হওয়া নন্দীর মূর্তি। তারপরেই ক্ষুব্ধ জনতা তাকে ধরে বেঁধে রাস্তায় ফেলে রাখেন। খবর পেয়ে ডোমজুড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সৈকত দীর্ঘদিন ধরে দেবদেবীর মূর্তি থেকে শুরু করে সরকারি লোহার বোর্ড পর্যন্ত চুরি করে বিক্রি করছিল। সেই টাকায় কিনত নেশার সামগ্রী। প্রতিদিন চুরির ঘটনা বাড়ায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং পুলিশের ওপর ক্ষোভ বাড়ছিল। মঙ্গলবার রাতে চোর ধরা পড়তেই এলাকায় স্বস্তির হাওয়া।

শতবর্ষ প্রাচীন বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য রক্ষায় উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের শতবর্ষ প্রাচীন বিদ্যালয়গুলিকে চিহ্নিত করে তাঁদের ঐতিহ্য রক্ষায় বিশেষ পরিকল্পনা শুরু করেছে সরকার। মঙ্গলবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক সুকান্ত পালের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, এই সব প্রতিষ্ঠান বাংলার শিক্ষার ইতিহাস ও বিবর্তনের সাক্ষী, তাই এগুলির সংরক্ষণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরকাঠমো সংস্কার ও উন্নয়নে ইতিমধ্যেই আর্থিক সহায়তা দেওয়া শুরু হয়েছে। চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৩,২০৫টিরও বেশি শতাব্দী প্রাচীন বিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে ৬৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বেশি অনুদান।

তবে তিনি স্পষ্ট করেন, এই স্কুলগুলির অধিকাংশই সরকারি নয়, বরং সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত। ফলে প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণে কিছুটা জটিলতা তৈরি হয়েছে।

ব্রাত্য বসু আরও জানান, প্রতিটি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে (ডিআই) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই ধরনের স্কুলগুলিকে চিহ্নিত করে তথ্য সংগ্রহের। সেই সব তথ্য বাংলার শিক্ষা পোর্টালে আপলোড করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষও রাজ্যের শতবর্ষ প্রাচীন বিদ্যালয়গুলির ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি অঞ্জুয়ারা বেগম ২৭/৮/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমি অঞ্জুয়ারা বেগম ও অঞ্জুয়ারা খাতুন ও আমার স্বামী Md Abu Mohsin ও Aabume Hosen উভয়ে একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি আহম্মদ মল্লিক ২৭/৮/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বহরমপুর কোর্টের এফিডেভিটে আমি আহাম্মদ মল্লিক ও হামেজ উদ্দিন সেখ উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

CHANGE OF NAME

I, **RAJENDRA KUMAR BOHRA,** resident of 13 Dr. MD. Ishaque Road, (Formerly Kyd Street), P.O. Park Street, Kolkata-700016, in my AADHAR Card and PAN Card my actual name is recorded as RAJENDRA KUMAR BOHRA, but in some other documents where my name has been recorded as RAJENDRA KUMAR JAIN. I do hereby solemnly confirm that RAJENDRA KUMAR BOHRA and RAJENDRA KUMAR JAIN are one and identical person vide affidavit no. 19916, before the Judicial Magistrate(1st Class), Kolkata dated 30-08-2025

NAME CHANGE

I, Sk. Safikul Alam, S/O Sk Ayub residing at Balgona, Rail Station, Balgona, P.S. Bhatar, Dist. Purba Bardhaman, Pin-713125 do hereby solemnly affirm and declare that my original name is Sk. Safikul Alam, my father name is Sk. Ayub, mother name is Salema Bibi. That Sk. Safikul Alam, S/o Sk. Ayub and Sk. Safikul Alam, S/o Ayub Sk is the same and one identical person and my mother Salema Bibi, Salema Bibi Sk and Salema Bibi Sekh is the same and one identical person vide an affidavit no. 32104, Dt. 27.08.2025 before The Court of Executive Magistrate, Purba Bardhaman.

CHANGE OF NAME

I, **Krishna Ghosh**, W/O Late Nanda Ghosh, residing at Vill. Tegharia, P.O.- Jugberia, P.S.- Ghola, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 700110, W.B., do hereby declare that in my Savings Bank A/c under UCO Bank Bilkanda Branch, my name has been recorded as **"Lakmi Rani Ghosh"** in place of **"Krishna Ghosh". "Krishna Ghosh",** W/O. Late Nanda Ghosh, and **"Laxmi Rani Ghosh",** W/o. Late Nanda Kumar Ghosh are the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Barrackpur Court, North 24 Parganas dt. 20.08.2025.

NAME CHANGE

I, DEBANGSU MUKHOPADHYAY, S/O Bireshwar Mukhopadhyay, residing at 246/1, Netaji Subhas Road, P.S.- Shibpur, Dist. Howrah, Pin-711101 do hereby solemnly affirm and declare that my name is DEBANGSU MUKHOPADHYAY, in advertently in my son's Birth certificate, Aadhar Card, Pan Card, Passport, Voter Card, Educational documents my name is recorded as DEBANGSHU MUKHOPADHYAY in place of DEBANGSU MUKHOPADHYAY. That DEBANGSU MUKHOPADHYAY alias DEBANGSHU MUKHOPADHYAY is the one and same identical person vide an affidavit dated 06.07.2023 before In the Court of Learned Judicial Magistrate, 1st Class at Howrah.

CHANGE OF NAME

SK MD ABDULLAH (old Name) S/o- Mizan Sk Residing at Vill- ANANTPUR. P/O- MOHURUL- ANANTAPUR, P.S- NABAGRAM, DIST-MURSHIDABAD, PIN-742136 West Bengal, I have changed my Name form SR MD ABDULLAH (old Name) TO ABDULLAH SK (New Name) AND Henceforth I shall be known as ABDULLA SK (New Name) and SK MD ABDULLAH (old Name) in all purpose, vide Affidavit sworn before the Notary Public at Lalbag court, date on **13/06/2025** SK MD ABDULLAH (old Name) and ABDULLAH SK (New Name) are same and one identical Person.

নোটিস - আমোক্তারনামা পত্র

শ্রী আলোক কুমার খাটুয়া, পিতা- ৺অতুল চন্দ্র খাটুয়া, সাং+পো: আশাদতল্যা, থানা – নন্দীগ্রাম, জেলা – পূর্ব মেদিনীপুর, রাজ্য – পশ্চিমবঙ্গ, জাতি- হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক, পেশা- কৃষিকার্যাদি,গত ইংরেজি১৬/০৬/১৯৯৪সালে সম্পাদিত নন্দীগ্রাম সাব রেজিস্ট্রার অফিসে (IV)-২৪/১৯৯৪রেজি: আমোক্তারনামা পত্র দলিল মুলে আমাকে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত আমোক্তারনামা পত্র দলিল অনুযায়ী ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিব।এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো হইতেছে যে উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে ৩০দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এন্ড এল.আর.ও নন্দীগ্রাম-2 অফিসে তথ্য প্রমানাদী সহ যোগাযোগ করিবেন।

তাং -02/09/2025

নিবেদন ইতি- **Nibedita Das Adhikary: Advocate,Haldia Court Enrl.No. – F/769/591/2021.**

AFFIDAVIT

I, **JAMUNA BAURI** D/O Pintu Bauri resident of Vill.- Kashiberia, P.O.- Choutalabhagabandh, P.S.- Raghunathpur, Dist.- Purulia (W.B.) do hereby declare vide affidavit Serial No. 4856 dated 04.07.2024 in the Court of the J.M. 1st Class at Raghunathpur, Purulia that my correct name and date of birth has been recorded in my Admit Card being Regd No. 6212-000822 as JAMUNA BAURI D/O Pintu Bauri and date of birth as 18.09.2006. But in my Aadhar Card, my name and date of birth have been wrongly mentioned as ANNA BAURI and 19.04.2006. My name has been wrongly mentioned as YAMUNA BAURI in my ration card. JAMUNA BAURI, ANNA BAURI and YAMUNA BAURI is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Suryakanta Ghosh, S/o Gurucharan Ghosh, residing at Vill. Shimulia Chati, P.O. Shimuliadanga, P.S. Mongalkote, Dist. Purba Bardhaman, Pin-713143, W.B. do hereby solemnly affirm and declare that my original date of birth is 15.05.1994. In my Passport no. P0588508, wherein my date of birth written as 24.11.1993 instead of 15.05.1994. Vide an affidavit no. 32103, dt. 27.08.2025 before The Court of Executive Magistrate, Purba Bardhaman, I want to correct my date of birth in my passport.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **মাসুরা খাতুন** স্বামী মহম্মদ মনিরুল ইসলাম, সাকিম পান্ডুয়া জয়পুর রোড, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়া বিগত ইং ০৬/০৬/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0054/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**মহম্মদ মনিরুল ইসলাম**, পিতা মহম্মদ বরকতুল্লাহ, সাকিম পান্ডুয়া জয়পুর রোড, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৮/০২/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01011/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শোভা মুরমু**, স্বামী বিশু **মুরমু**, সাকিম ধাপাসপাড়া, ছোট বহরখুলি, থানা কালনা, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১৪৬ মহাশয়াকে ৫.৮১ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা শ্রীপালা, ১০৭ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭৮১ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৭৮ নং দাগে, শালি জমি বর্তমানে ভিটি উপযুক্ত, ষোল আনায় ৩০ শতক তন্মধ্যে ৫.৮১ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শোভা মুরমু**, স্বামী বিশু মুরমু, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**মহম্মদ মনিরুল ইসলাম (আমমোক্তার)**

নোটিস

আমার মক্কেল ২) শীলা সরকার (মন্ডল) ৩) সোমা বিশ্বাস (মন্ডল) ৪) গোপা সরকার (মন্ডল) ৫) বিমল বিশ্বাস (৬) বিপ্লব বিশ্বাস (৭) বর্ণালী মৈত্র (৮) ঝর্ণা সরকার বিশ্বাস (৯) বীনা বিশ্বাস ২ নং হইতে ৯ নং বিক্রেতা গণের পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তারদ্বয় ও স্বয়ং গ্রহীতা ১) দিলীপ মন্ডল ২) বিকাশ মন্ডল উভয়ের পিতা মৃত মাখন লাল মন্ডল সাং ও পোষ্ট- ভায়না, থানা- হাঁসখালী জেলা-নদীয়া। দাতা ১) দিলীপ মন্ডল ২) বিকাশ মন্ডল উভয়ের পিতা মৃত মাখন লাল মন্ডল সাং ভায়না হাঁসখালী নদীয়া, গ্রহীতা গৌরাঙ্গ তালুকদার পিতা মৃত দীনেশ তালুকদার সাং হাতীবান্দা পোষ্ট- শান্তিনগর, থানা- হাঁসখালী জেলা নদীয়া। জমির পরিমান ১০ শতক। এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সুমন সাহা
এ্যাডভোকেট)
কৃষ্ণনগর, ২/৯/২৫

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২ রা সেপ্টেম্বর। ১৬ ই ভাদ্র। মঙ্গল বার। দশমী তিথি, জন্মে ধনু রাশি, অষ্টোত্তরী শনি র ও বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দুর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানসিক দুংশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্তোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা মন্ত্র।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩১ বুধবার

খাগড়াবাড়ি-কাণ্ডে উদয়নের নাম বাদ কেন? হাইকোর্টের প্রশ্ন! ক্ষুব্ধ শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি এলাকায় বিরোধী দলনেতার গাড়ির ওপর হামলার ঘটনায় ফের চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। বিজেপি নেতা ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানালেন, রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসন ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে।

শুভেন্দুর অভিযোগ, গত ৫ অগস্ট, ২০২৫-এ রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উদয়ন গুহর নির্দেশে তাঁর গাড়ির ওপর হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। 'পুলিশ একটি স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর দায়ের করলেও কৌশলে উদয়ন গুহর নাম বাদ দেওয়া হয়', অভিযোগ বিরোধী দলনেতার।

এদিন তিনি জানান, নিজের দায়ের করা রিট পিটিশনের ভিত্তিতে সোমবার মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়ের এজলাসে দীর্ঘ শুনানি হয়। শুনানির পর বিচারপতি উত্তরবঙ্গের আইজিকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, কেন তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়নি এবং কেন পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগকে তাঁর অভিযোগের সমতুল্য বলে চালাতে চাইছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, এ বার পুলিশের ব্যাখ্যা দিতে হবে কেন অভিযোগপত্রে উদয়ন গুহর নাম নেই। শুভেন্দু স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, 'আমি অপরাধীদের এত সহজে পার পেতে দেব না। লড়াই জারি আছে।'

যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুনর্বহালের দাবিতে মুখ্যসচিব ও স্পিকারকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির জট খুলতে এবার সরাসরি মুখ্যসচিব ও বিধানসভার স্পিকারের দ্বারস্থ হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক ড. শঙ্কর ঘোষ। এসএসসি ২০১৬ সালের প্যানেলের সমস্ত যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের পুনর্বহালের দাবিতে সোমবার নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের কাছে ডিও চিঠি দেন শুভেন্দু। একইসঙ্গে বিধানসভায় স্পিকারের কাছে লিখিত আবেদন জানান শঙ্কর ঘোষ।

শুভেন্দু অধিকারীর চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সোমবার বিধানসভার দক্ষিণ গেটে তিনটি শিক্ষক সংগঠন, ওয়েস্ট বেঙ্গল যোগ্য শিক্ষক অ্যাসোসিয়েশন, শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ এবং রাষ্ট্রবাদী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমাজ, বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করে। তাঁরা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দ্রুত পুনর্বহালের দাবি জানান।

শুভেন্দুর বক্তব্য, স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ইতিমধ্যেই ১৮০৬ জন দূষিত শিক্ষকের নাম চিহ্নিত ও প্রকাশ করেছে। তাই ধরে নেওয়া হচ্ছে, বাকি সবাই যোগ্য এবং তাঁদের পুনর্বহাল করা উচিত। তিনি মুখ্যসচিবকে অনুরোধ করেছেন, রাজ্য সরকারের তরফে সুপ্রিম কোর্টে প্রস্তাব জমা দিয়ে ১৮০৬ জন দূষিত শিক্ষককে বাদ দিয়ে বাকি যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তাঁদের পূর্ববর্তী পদে ফেরানোর আবেদন জানাতে।

একইদিনে স্পিকারকে দেওয়া ড. শঙ্কর ঘোষের চিঠিতেও একই দাবির কথা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি স্পিকারকে অনুরোধ করেছেন, এই বিষয়ে বিধানসভায় একটি প্রস্তাব আনা হোক, যাতে ১৮০৬ জন দূষিত শিক্ষককে বাদ দিয়ে বাকিদের পুনর্বহালের বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়। বিরোধী দল জানিয়েছে, যোগ্য প্রার্থীদের ন্যায়বিচার দিতে সরকার উদ্যোগী হলে তারা সর্বতো ভাবে সহযোগিতা করবে। তাঁদের দাবি, যাঁরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আজও চাকরিতে ফিরতে পারেননি, তাঁদের জন্য দ্রুত আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

জামিন পেলেন না পার্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবারও জামিন পেলেন না রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন ধরে জেল হেপাজতে রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর আইনজীবীর দাবি, একবারও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। এই প্রেক্ষিতে তদন্তকারী সংস্থা ইচ্ছে করেই ষড়যন্ত্র করছে বলে দাবি তাঁর। কিন্তু এই যুক্তিতেও এদিন জামিন পাননি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৪ সেপ্টেম্বর।

সূত্রের খবর, একই মামলায় অন্য অভিযুক্তরা জামিন পেলেও, পার্থ চট্টোপাধ্যায় এখনও জেলে রয়েছেন। কেন তাঁকে জামিন দেওয়া হবে না সেই প্রশ্নই আবারও তুলে তাঁকে জেলমুক্ত করার আর্জি জানানো হয়। তবে পার্থর আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায়ের আর্জি গ্রহণ করেনি আদালত। আইনজীবীর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের ৯ জুন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মামলা রুজু হয়। এরপর ২৪ জুন ইডি তাঁকে হেপাজতে নেয়। একাধিক মামলায় পার্থ জামিন পেলেও পিএমএলএ মামলায় এখনও মুক্তি মেলেনি। অভিযোগ, ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর গ্রেফতারের পর থেকে কেবল ১৫ অক্টোবর ছাড়া আর কোনও দিনই তাঁকে হেপাজতে জেরা করা হয়নি। অথচ ওই মামলায় ইতিমধ্যেই ১২ জন অভিযুক্তের মধ্যে ১১ জন জামিনে মুক্ত। পার্থর আইনজীবীর অভিযোগ, তাঁর মক্কেলকে 'প্রভাবশালী ব্যক্তি' বলে চিহ্নিত করে জামিন আটকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, আইনের চোখে সবাই সমান।'

নিম্নচাপের জেরে বুধবার ভারী বৃষ্টি কলকাতা-সহ দক্ষিণের কিছু জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূলে ফের নিম্নচাপের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। উত্তর ওড়িশা উপকূলে ও উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে। মঙ্গলবারই এই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার কথা আগেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তার জেরে বুধবার বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শুধু বৃষ্টি নয় হবে ভারী বৃষ্টি। এর জেরে বুধবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে। পাশাপাশি কলকাতা ও শহরতলিতেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর।

বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণের সব জেলাতেই। বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি হবে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে দু'-এক জায়গায়। বাকি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বুধবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।

মঙ্গলবার কলকাতায় সকাল থেকে মেঘলা আকাশ। ছিল আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিও হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এদিকে কলকাতায় মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। সোমবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৩ থেকে ৯৮ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৭ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বৃষ্টি হয়েছে ৩৯.১ মিলিমিটার।

সরকারি আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট কলেজের ডেঙ্গু পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। ছবি: অদিতি সাহা

দুর্ঘটনার মুখে তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার কনভয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্ঘটনার মুখে বিধায়কের কনভয়। কোনও রকমে রক্ষা পেলেন তৃণমূল বিধায়ক* শওকত মোল্লা। কনভয়ে থাকা একটি গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনায় মৃত এক বাইক-আরোহী। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের বামনঘাটা এলাকায়। বাসন্তী হাইওয়ের ওপর। দুর্ঘটনার পর গুরুতর আহত ওই যুবককে উদ্ধার করে পুলিশের সাহায্যে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক। কিন্তু বিকেল তিনটে নাগাদ এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে মৃত্যু হয় ওই আহত যুবকের।

জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম মহম্মদ তাজউদ্দিন। মৃত ওই যুবক কলকাতার ব্রাইট স্ট্রিটের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, লেদার কমপ্লেক্সে কাজ করতেন তাজউদ্দিন। এদিন কাজে যোগ দিতে যাওয়ার সময়ই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ বাসন্তী হাইওয়ে ধরে সায়েন্স সিটির দিকে আসছিল তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার কনভয়। বিধায়ক নিজেও সেই সময় গাড়িতে ছিলেন। কনভয়ের সামনে থাকা পুলিশের একটি গাড়ি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উল্টো দিক থেকে আসা ওই মোটরসাইকেলে ধাক্কা মারে। এর পরে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে পুলিশের গাড়িটি। যান্ত্রিক কোনও সমস্যা নাকি চালকের ভুলে এই দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের ভূমিকায় সন্দেহ প্রকাশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সব নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্ত করছে সিবিআই এবং ইডি। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের মামলাতেও তদন্ত করছে এই কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই। তবে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের ভূমিকায় সন্দেহ প্রকাশ বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর। এই তদন্ত কবে শেষ হবে মঙ্গলবার*সেই প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি চক্রবর্তীকে এও বলতে শোনা যায়, 'এই তদন্ত কবে শেষ হবে, সেটা আমরা কেউই জানি না।'

বিচারপতি চক্রবর্তীর পর্যবেক্ষণ, 'এই তদন্ত শেষ হলে তবেই নির্দিষ্ট করে জানা যাবে যে কারা এই দুর্নীতি করেছিল এবং কারা এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত।' এরই পাশাপাশি বিচারপতি চক্রবর্তী মামলাকারীর আইনজীবী কুমারজ্যোতি তিওয়ারির কাছে জানতে চান, 'যারা ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে,*তারাও যে ওই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সেটা কী ভাবে প্রমাণ করা যাবে?' উত্তরে মামলাকারীর আইনজীবী কুমারজ্যোতি তিওয়ারি জানান, 'এরা সুবিধাভোগী।' মামলাকারীর আইনজীবী সৌম্য মজুমদারের অভিযোগ, নিয়ম মেনে প্যানেল প্রকাশ করেনি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি জানতে চান, কী পদ্ধতিতে প্যানেল প্রকাশ করতে হবে তার নির্দিষ্ট কোনও বিধি রয়েছে কিনা সে ব্যাপারেও।

এই প্রসঙ্গে পর্ষদের আইনজীবী জানান, এ ব্যাপারে বিধিতে নির্দিষ্ট করে কিছু উল্লেখ নেই। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি বলেন,*'তার মানে পর্ষদ নিজের পছন্দ অনুযায়ী পদ্ধতিতে প্যানেল প্রকাশ করতে পারে।'* আর এই প্রসঙ্গেই মামলাকারীর আইনজীবীর* বক্তব্য, 'যদি প্যানেল প্রকাশের কথা বিধিতে নাও বলা হয়ে থাকে, তাহলেও প্যানেল প্রকাশ করতে হবে।'

মামলাকারীর আইনজীবীর প্রশ্ন, প্রশিক্ষিত এবং অপ্রশিক্ষিত প্রার্থীদের জন্য আলাদা করে প্যানেল না তৈরি করা হলে,* কীভাবে প্রশিক্ষিতরা অগ্রাধিকার পাবেন তা নিয়ে। আর এই প্রসঙ্গেই বিচারপতি চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন, এখন যদি আদালত ৩২ হাজার অপ্রশিক্ষিত প্রার্থীর চাকরি বাতিল করা হয়, তা হলে বাকি প্রশিক্ষিত প্রার্থীদের কি ছেড়ে দেওয়া হবে?*কারণ তারা তো একই নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ। তাদেরও তো তাহলে মামলায় যুক্ত করে বক্তব্য শোনা দরকার। আর এই প্রসঙ্গেই মামলাকারীর আইনজীবীর দাবি, প্যানেল পুনর্গঠন করে আবার প্রকাশ করা প্রয়োজন। তবে বিচারপতি প্রশ্ন করেন,*'সেটা কীভাবে সম্ভব? ১ লাখ ২৫ হাজার আবেদনকারী, ৪২ হাজার চাকরিপ্রাপক, এতগুলো পরিবার।'

এছাড়া আরও একটি বিষয় এদিন উল্লেখ করতে দেখা যায় বিচারপতি চক্রবর্তীকে। তিনি এদিন এও জানতে চান, এই সময়ের মধ্যে চাকরির পাঁচ বছর সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন ওই প্যানেলে চাকরিপ্রাপ্তরা। যদি দু'বছর মামলা চলে, তা হলে তারা ৭ বছর সম্পূর্ণ করে ফেলবে। এর ফলে* তারা গ্র্যাচুইটির একটা অংশের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তার তার সমাধান কী হবে সেটাও জানতে চান বিচারপতি। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

রেকর্ড ভিড় মেট্রোয়, একদিনে ৮ লক্ষাধিক যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক দিবসের আগের দিন রেকর্ড ভিড় সামলাল মেট্রো রেল। সোমবার, ১ সেপ্টেম্বর কলকাতা মেট্রোতে মোট যাত্রীসংখ্যা ছাড়িয়েছে ৮.০৭ লক্ষ। এর মধ্যে একা ব্লু লাইনেই যাতায়াত করেছেন প্রায় ৫.৮৪ লক্ষ যাত্রী।

মেট্রো সূত্রের খবর, ওই দিন ব্লু লাইনে সর্বাধিক যাত্রী উঠেছেন দমদম মেট্রো স্টেশন থেকে;সংখ্যা ৬৬ হাজারেরও বেশি। এরপরই রয়েছে এসপ্ল্যানেড, যেখানে যাত্রীসংখ্যা ছাড়িয়েছে ৫৭ হাজার। রবীন্দ্র সদন থেকেও চড়েছেন প্রায় ৪১ হাজার যাত্রী। গ্রিন লাইনে সল্টলেক সেক্টর ভি থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাতায়াত করেছেন ২.০৪ লক্ষের বেশি যাত্রী। এই লাইনে সেলদা মেট্রো স্টেশনে সর্বাধিক, প্রায় ৪৯ হাজার যাত্রী উঠেছেন। হাওড়া মেট্রো স্টেশনে যাত্রীসংখ্যা ৪৮,৭০০ ছাড়িয়েছে। হাওড়া ময়দানে নেমেছেন ২৫,৫০০ জন। অন্যদিকে ইয়েলো, অরেঞ্জ এবং পার্পল লাইনে যাত্রীসংখ্যা ছিল যথাক্রমে প্রায় ৭ হাজার, ৫,৫০০ এবং ৬,৭০০।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, যাত্রীদের সুবিধার জন্য মোবাইল কিউআর টিকিটিং ব্যবস্থাকে আরও জনপ্রিয় করতে বিশেষ প্রচারাভিযান চলছে। পূর্ব রেলের ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের সহযোগিতায় যাত্রীদের সচেতন করা হচ্ছে, যাতে তারা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো এড়াতে পারেন। ক্যাডেটরা যাত্রীদের 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ ডাউনলোড করে টিকিট বুক করার নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছেন।

এর ফলও মিলছে হাতেনাতে। সোমবার একদিনে ৩১ হাজারের বেশি মোবাইল কিউআর টিকিট বুক হয়েছে। ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইনে যথাক্রমে ১৫,৫৮৬ এবং ১৫,৪৫৩ কিউআর টিকিট বুকিং হয়েছে।

বাবুঘাট থেকে অস্ত্র-সহ ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিন কয়েক আগে মুচিপাড়া এলাকায় গুলি চলার ঘটনা ঘটেছিল। তারপরই নড়েচড়ে বসেছিল কলকাতা পুলিশ। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অস্ত্র-সহ দুই দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে পাকড়াও করল তাঁরা। সাফল্য পেয়েছে ময়দান থানার পুলিশ। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার রাত ১২টা ৪০ মিনিট নাগাদ বাবুঘাট বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে দুই যুবককে গ্রেফতার করে ময়দান থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম আয়ুষ কুমার ঝা ও পীযূষ গুপ্ত। তাদের কাছ থেকে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ধৃতরা স্বীকার করে যে, তারা আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি বিক্রির উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় এসেছিল।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দাবি বিজ্ঞপ্তি

জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর এক্ট নং ২) -এর সেকশন ১৩(৩) এবং ১৩(৮) -এর সঙ্গে পঠিত ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিশদ বিবরণে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার আমাদের উদ্দেশ্য নির্দেশ করছি। সারফেইসি আইনের অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের জানানো হচ্ছে। তাদের আমাদের অফিসে পড়ে থাকা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ক্র. নং.	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) বন্ধকদাতার/জামিনদারের নাম গ) শাখার নাম	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	ক) এনপিএ-এর তারিখ খ) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) শ্রী জয়দেব শি (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত অনিল শি ফ্ল্যাট নং ভি-ডি, ৫ম ফ্লোর, পবিত্র আবাসন, হোল্ডিং নং ৫০/১, এ.সি. রোড (দক্ষিণ), বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১। **এছাড়াও-** ১০/১৩, দয়ানাগর রোড, পো.- খাগড়া, থানা- বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০৩। **জামিনদারগণ: ১. প্রয়াত মণি মোহন সাহা ২. তুলসী সাহা এবং ৩. প্রয়াত মৃন্ময় সাহা** **সকলের ঠিকানা-** ৯৫, পিলখানা রোড, পো. ও থানা. বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১। **অ্যাকাউন্ট নং: ৫০১৫৭৯৩৬৯১৩** **খ) কাসিমবাজার শাখা**	**শ্রী জয়দেব শি (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত অনিল শি ত্র নামে বহরমপুর পৌরসভার অধীনে অবস্থিত ফ্ল্যাট সম্পত্তির সকল। ফ্ল্যাটটির নাম পবিত্র আবাসন, ফ্ল্যাট নং ভি-ডি, ৫ম ফ্লোর, হোল্ডিং নং ৫০/১, এ.সি. রোড (দক্ষিণ), বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১। ফ্ল্যাটটির পরিমাপ ৮৬৬ বর্গফুট, জেএল নং ৯৫, খতিয়ান নং সিএস ও আরএস ১০, এলআর ২৪১৯ থেকে ২৪২৪, প্লট নং ৮৯, এলআর ১৩১০, মৌজা - খাগড়া জয়চন্দ্র বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ১০১। **ফ্ল্যাটটির চতুর্সীমা:** উত্তর- মিউনিসিপাল রোড, দক্ষিণ- রাস্তা, পূর্ব- মিউনিসিপাল রোড, পশ্চিম - হাই ড্রেন।	**ক) ২৯.০৮.২০২৫** **খ) ৩০.০৭.২০২৫** **গ) ৭,২১,৭৯৬.০০ টাকা** (সাত লক্ষ একুশ হাজার সাতশো ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র) **০১.০৯.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী এবং উক্ত পরিমাণ টাকার ওপর ০১.০৯.২০২৫ তারিখ থেকে সম্মত হারে আরও সুদ এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।
২.	**ক) ১. মেসার্স পবিত্র ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী তমায়া সাহা দত্ত,** স্বামী- দেব কুমার দত্ত ১৮/এন/৫০, এ.সি. রোড, ইন্দ্রপ্রস্থ, খাগড়া, থানা- বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০৩। **এছাড়াও-** ৭, এ.সি. রোড, জোড়াপুকুর রেসিডেন্সি, ইন্দ্রপ্রস্থ, খাগড়া, থানা.- বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০৩। **এবং এছাড়াও আরও-** পিতা- মণি মোহন সাহা, ৯৫/১ পিলখানা রোড, রানিবাগান, পো. ও থানা.- বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১। **২. শ্রীমতী তমায়া সাহা দত্ত (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার),** স্বামী- দেব কুমার দত্ত ৭, এ.সি. রোড, জোড়াপুকুর রেসিডেন্সি, ইন্দ্রপ্রস্থ, খাগড়া, থানা.- বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০৩। **এছাড়াও-** পিতা- মণি মোহন সাহা, ৯৫/১ পিলখানা রোড, রানিবাগান, পো. ও থানা.- বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১। **অ্যাকাউন্ট নং : ৭৭৬৬৮৭৮২৮০** **খ) কাসিমবাজার শাখা**	সম্পত্তি ১: জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা **তমায়া সাহা দত্তের নামে** পবিত্র আবাসন -এর গ্রাউন্ড ফ্লোরের ফ্ল্যাট জি-এ, যার পরিমাপ ১১৫০ বর্গফুট, যার খতিয়ান নং এলআর ৪৪৬৪, ৪৪৬৫, ৪৪৬৬, ৪৫৬৩/১, দাগ নং এলআর ১৩১০, জেএল নং ৯৫, মৌজা - খাগড়া জয়চন্দ্র, হোল্ডিং নং ৫০/১, এ.সি. রোড, বহরমপুর পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ১৭, পোঃঅঃ- খাগড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ১০৩। **ভবনের চতুর্সীমা (মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী):** উত্তর- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- ১৫ ফুট চওড়া এসি রোড, পূর্ব- ১৫ ফুট চওড়া এসি রোড, পশ্চিম- হাই ড্রেন। **সম্পত্তি ২:** জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা **তমায়া সাহা দত্তের নামে** জোড়াপুকুর রেসিডেন্সির ফ্ল্যাট নং আই-এ, ১ম ফ্লোর, যার পরিমাপ (৬৫৫+২২৮) ৮৮৩ বর্গফুট, যার খতিয়ান নং এলআর ৩৮৪২, ৩৮৪৩, ৩৮৪৪, ৩৮৪৫, দাগ নং এলআর ১০৮ ও ১০৭, জেএল নং ৯৫, মৌজা - খাগড়া জয়চন্দ্র, হোল্ডিং নং-৭, এ.সি. রোড, বহরমপুর পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ১৪, পোঃঅঃ- খাগড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১০৩। **ভবনের চতুর্সীমা (মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী):** উত্তর- খোলা আকাশ, দক্ষিণ- সিঁড়ি এবং লিফট, পূর্ব- খোলা আকাশ, পশ্চিম- খোলা আকাশ।	**ক) ০৫.০৮.২০২৫** **খ) ০৬.০৮.২০২৫** **গ) ৭৯,৭০,৯৫৪.০০ টাকা** (উনআশি লক্ষ সত্তর হাজার নয়শো চুয়ান্ন টাকা মাত্র) (৭৭,২২,৩৯৬.০০ টাকা + এমওআই ২,৪৮,৪৯৪.০০ টাকা) **০৬.০৮.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী এবং উক্ত পরিমাণের ওপর ০৬.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে সম্মত হারে আরও সুদ এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।

তারিখ: ০৩.০৯.২০২৫
স্থান: বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং:- ৯৮৭৪৭১৩৫৬৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৯(১) -এর শর্তাবলী দেখুন যা বিধি ৮(৬) -এর সাথে পঠিতব্য]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) ''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', ''সেখানে যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৪.০৯.২০২৫ (ক্র. নং ১ এবং ২)
সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং ১

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে যা বিক্রি করা হবে **২৪.০৯.২০২৫** তারিখে বকেয়া **২৯,৪৭,৬৬১.০০ টাকা (উনত্রিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শো একষট্টি টাকা মাত্র) ২৪.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ১০.০১.২০২৫ তারিখ থেকে ভবিষ্যৎ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে **শ্রীমতি স্নেহা চন্দা,** স্বামী- শ্রী মৃন্ময় চন্দা, এবং **শ্রী মৃন্ময় চন্দা,** পিতা- শ্রী মনতোষ চন্দা, **উভয়ের ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং-১সি/১ডি, ১ম ফ্লোর, ব্লক বি, ৬০৩, শরৎ বোস রোড, পো.- রবীন্দ্রনগর, দম দম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা - ৭০০ ০৬৫। **এছাড়াও-** ফ্ল্যাট নং-৪বি, ৪র্থ ফ্লোর, আর্য অ্যাপার্টমেন্ট হোল্ডিং নং- ২৩৮, শরৎ বোস রোড, থানা- দম দম, কলকাতা - ৭০০ ০৬৫ এবং **শ্রীমতী স্নেহা চন্দা,** ঠিকানা- প্রযত্নে রক্ষদা সুন্দরী জিএসএফপি স্কুল, ওয়ার্ড নং-৩, দক্ষিণ দম দম, কলকাতা-৭০০ ০৬৫। **শ্রী মৃন্ময় চন্দা,** ঠিকানা- প্রযত্নে মোর রিটেল প্রা. লি., ১৫/এ, গুষ্টিয়া স্কুল রোড, বাদু, মধ্যমগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১২৮ -এর বকেয়া আছে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা, যদি কিছু থাকে, সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪বি, পাঁচতলায় দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **১০২০ বর্গফুট** কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি, উক্ত ভবন পরিচিত **''আর্য্য অ্যাপার্টমেন্ট''**, হোল্ডিং নং ২৩৮, শরৎ বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০৬৫, ওয়ার্ড নং ৫, স্থানীয় দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন, এ এস এস আর ও -কাশীপুর দম দম অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এবং জমির যথাযথ ভাগ অংশ। ফ্ল্যাট অবস্থিত উক্ত বাস্তু জমির পরিমাপ **৪ কাঠা ৮ ছটাক ৪০ বর্গফুট** কমবেশি জি+৪ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা -দিগলা, থানা : দম দম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, জেএল নং ১৮, আরএস নং ১৬১, তৌজি নং ১৭৩, খতিয়ান নং ১২২৭, দাগ নং ২২১০, আরএস দাগ নং ২২১০/৩২৪৯, হোল্ডিং নং পুরানো : ১৭১, নতুন ২৩৮, শরৎ বোস রোড, ওয়ার্ড নং ৬, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৬-২০২১, পৃষ্ঠা ৫৩০১০৫ থেকে ৫৩০১৩২, **দলিল নং ১৫০৬১২৫৪৩-২০২১ সালের।** **সম্পত্তি শ্রীমতি স্নেহ চন্দ** স্বামী শ্রী মিরিন্ময় চন্দ এবং **শ্রী মৃন্ময় চন্দ** পিতা শ্রী মনোতোষ চন্দ **-এর নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল নং আই-১২৫৪৩/২০২১ অনুযায়ী) :** উত্তরে : শঙ্কর কুমার ঘোষ এবং অন্যান্যর প্রেমিসেস; দক্ষিণে : হীরালাল রায় এর প্রেমিসেস; পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক; পশ্চিমে : সামসের রহিম খানের প্রেমিসেস।	ক) ৩৫,৭০,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৫৭,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি পরিদর্শন : তারিখ : ১৭.০৯.২০২৫, সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৫.০০ টা	যোগাযোগ নং ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬

ক্র. নং ২

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে যা বিক্রি করা হবে **২৪.০৯.২০২৫** তারিখে বকেয়া **৩২,৮৫,৬৬৭.০০ টাকা ৩১.১২.২০২৪ অনুযায়ী** পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে **১) শ্রী সত্য নারায়ণ খৈতান এবং ২) শ্রীমতী সুধা খৈতান,** উভয়ের ঠিকানা- ১০৯, দ্বারিক জঙ্গল রোড, পো.- ভদ্রকালী, থানা-উত্তরপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২৩২-এর বকেয়া আছে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা, যদি কিছু থাকে, সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোজাইক ফ্ল্যাট নং সি৩, অবস্থিত তিনতলায় জি+৪ তলা ভবনে, লিফটের সংস্থান সামনের অংশে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৪০০ বর্গফুট , ৪ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ২ টয়লেট, ডব্লু সি সহ, ১ কিচেন এবং ১ বারান্দা এবং অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ , সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ ফিক্সচার এবং ফিটিংস, বৈদ্যুতিক সংস্থাপন, অনুমোদিত ভবন প্ল্যান নং ১৯৯-২০০৬-০৭ তারিখ ২৪.০৩.২০০৭ অনুযায়ী নির্মিত, অনুমোদিত চন্দননগর পুরসভা কর্তৃক ওয়ার্ড নং ৩, হোল্ডিং নং পূর্বতন ১৩০/এ এবং পরে ১৪৮/এ, এবং বর্তমানে ১৬২, জি টি রোড, (পশ্চিম), পিন : ৭১২১৩৬। **সম্পত্তি শ্রী সত্য নারায়ণ খৈতান এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং আই-০২২৫৫ -২০১৬ সালের।**	ক) ৩০,৭৪,০০০.০০ টাকা খ) ৩,০৭,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি পরিদর্শন : তারিখ : ১৭.০৯.২০২৫, সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৫.০০ টা	যোগাযোগ নং ৯৮৩০৯৮২৯৯১

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০ -তে।

তারিখ: ০৩.০৯.২০২৫
স্থান: কলকাতা

কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয়

মহামারী রুখতে অলাভজনক করা হোক চিকিৎসা পরিষেবা

ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ ও ক্যান্সার। নিঃশব্দে ভারতের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ছে এই তিন রোগ। অবিলম্বে রাশ টানতে না পারলে দ্রুত মহামারীর আকার নিতে পারে তিন রোগ। এর ভয়াবহতার সামনে কোভিড অতিমারীকে শিশু মনে হবে। দেশজুড়ে প্রতিদিন যত মৃত্যু হয়, তার ৬৬ শতাংশই হয় এই তিন রোগে। এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করে হুঁশিয়ারি দিলেন দেশের একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তালিকায় রয়েছেন পদ্মশ্রী ডাঃ ডিএস রানা, পদ্মশ্রী ডাঃ প্রবীণ চন্দ্র, পদ্মশ্রী অনুপ মিশ্ররা। এরমধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে চলেছে ক্যান্সার।বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ২০৪০-এর মধ্যে দেশে ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা ৫৭ শতাংশেরও বেশি বাড়তে পারে। ২০২২ সালে ভারতে ১৫ লক্ষেরও বেশি ক্যান্সার আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। তথ্য বলছে, এদের বেশিরভাগই তামাকজাত দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত ছিলেন। এ নিয়ে সতর্ক করে তাঁরা এক কঠিন বাস্তবের দিকে আঙুল তুলেছেন। যা এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি পদক্ষেপ হতে পারে। তাঁদের পরামর্শ, ক্যান্সারের মত ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ জোগাতে অবিলম্বে দেশের সব হাসপাতালকে অলাভজনক করা হোক। তবেই এই চিকিৎসা পরিষেবা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। আধুনিক ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা যে আজ দেশের প্রিভিলেজ ক্লাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। এর জেরে ভবিষ্যতে ভুগতে হবে দেশকেই। একটি সমীক্ষা বলছে, ২০৩০-এর মধ্যে এই ত্রিফলা আক্রমণে ভারতের প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের আর্থিক ক্ষতি হতে চলেছে। ৬২ শতাংশ পরিবারকে ক্যান্সারের চিকিৎসা করাতে সর্বস্ব বিক্রি করতে হতে পারে। মোদি সরকারের স্বাস্থ্য ও জীবনবীমায় জিএসটি কমানোর উদ্যোগকে ইতিবাচক বলেই মনে করছেন তাঁরা। রোগকে আটকানোর পাশাপাশি পর্যাপ্ত চিকিৎকসা মিললেও অনেকে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন, বেঁচে যেতে পারে অনেক পরিবার। সরকারের কাছে এটাই এখন ফার্স্ট প্রায়োরিটি হওয়া উচিত। নাহলে, হাতের বাইরে চলে যেতে পারে গোটা পরিস্থিতি। যা কাম্য নয়।

শব্দবাণ-৩৭৭

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. আকাশের উত্তর দিক ৫. আপোশ, মীমাংসা ৬. রচনা ৭. যুবক,যুবা ৮. অনেকে মিলে খাওয়াদাওয়া ১০. জীর্ণসংস্কার।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. শূন্য ২. উৎসর্গ, নিবেদন ৩. রজনী ৪. তির ছোড়া ৯. আড্ডা ১১. মূল কারণ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৭৬

পাশাপাশি: ১. তল্লাশি ৩. বন্ধন ৫. ওদন ৬. কীর্তন ৭. ঢলানি ৯. ঘুঙুর ১১. তামাম ১২. সিন্দুক।

উপর-নীচ: ১. তলাও ২. শিফন ৩. বন্ধকী ৪. নয়ন ৭. ঢলতা ৮. নিয়ম ৯. ঘুপসি ১০. রসিক।

জন্মদিন

আজকের দিন

উত্তমকুমার

১৯২৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমারের জন্মদিন।
১৯৫৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ স্বপন দাশগুপ্তের জন্মদিন।
১৯৭৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বিবেক ওবেরয়ের জন্মদিন।

আপাতত ‘চোর’ বদনাম ঘোচানোই দায়!

অশোক অধিকারী

১৯৪৭সালের ১৫আগস্ট রাত বারোটা বাজার প্রাক মুহূর্তে রাধাকৃষ্ণন জাতির উদ্দেশে দেওয়া তাঁর ভাষণে বলেন, ত্যদি আমরা প্রশাসনের উচ্চস্তরে দুর্নীতি নির্মূল করতে না পারি,সকল প্রকার স্বজনপোষণ নিশ্চিহ্ন করতে না পারি, ক্ষমতার মোহ, মুনাফা লিপ্সা, কালোবাজারি সমূলে উৎপাটন করতে না পারি, সেই সাথে জনজীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করতে না পারি তাহলে আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের লক্ষ্যে কোনোদিনই পৌঁছাতে পারব নাদ একটি মাত্র শব্দ ‘দাগি’, যা সচরাচর বস্তু-সামগ্রীর গুণ বিচারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা যখন তথাকথিত ‘মেধা’র ভালো-মন্দ যাচাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়,তখন যে বাঙালি অস্মিতা নিয়ে কিছুদিন যাবৎ বাক-বিতন্ডা চলছে তাতে বহুলালিত শ্লাঘায় যে ‘চোনা’পড়ল তাতে সন্দেহ নেই। একটি জনকল্যাণমুখী সরকার যখন মানুষের ভালো করার প্রভূত দায় নিয়ে একচ্ছত্র ভাবে ক্ষমতায় আসে তখন মানুষই তাঁদের যে এই দায়িত্ব দিয়েছে তা শিরা ফুলিয়ে বলাই যায়।আবার সেই মানুষই যখন দেখেন যে,তাঁদের রায় নিয়ে মসনদে বসা সরকারটি জনকল্যানমুখী কিছু কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে বেশিরভাগ কাজ সমাজের অকল্যাণের জন্য করে চলেছে তখন তাঁদের মনে রায়দান নিয়ে একটি প্রচ্ছন্ন অভিমান (!) ভেতরে ভেতরে ডাল পালা ছড়ালেও সরকারকে সমঝে দেওয়ার তৎক্ষনাৎ সুযোগ তাঁদের থাকে না। বাঙালি বিস্মৃত জাতি; পরের নির্বাচন আসতে আসতে তাঁরা ভুলেই বসেন তাঁদের করণীয় কী!আর যাঁদের ভাবার কথা তাঁরা তখন স্মৃতির গভীরে ডুব দিয়ে পূর্বের সরকারের দোষ ত্রুটিগুলিকে ভাবতে ভাবতে ভোটের লাইনে দাঁড়ান। কারণ, শাসক আগেই জানিয়ে দিয়েছেন এবারেও তাঁরা রেকর্ড আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবেন আর পেছনের যা কিছু নোংরা আবর্জনা জেতার সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে।তাহলে আর ভোট নষ্ট করা কেন! কিন্তু, এ প্রশ্ন কী উঠছে যে একটি সরকার তার জন কল্যাণের বিবিধ পরিসংখ্যান দিয়ে জনমানসে তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখার যখন লিস্ট বানিয়ে বড়ো বড়ো বই বের করেন,তখন সেই সরকারই আবার শিক্ষক হওয়ার চাকরি চুরির ১৮০৪ জনের (নিন্দুকেরা বলছেন এই সংখ্যা বাড়তে পারে) লিস্টি প্রকাশ্যে আনতে পারেন এ ঘটনা ইতিহাসে বিরল! একদিকে উন্নয়নের বই আর অন্যদিকে দাগি চাকরি প্রাপকদের বই একই সরকারের হাত দিয়ে যখন প্রকাশিত হয়,তখন সেই বই জনমানসের কোথায় স্থান পাবে তা ভাবলে রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ হয়ে আমাদের লজ্জায় মুখ ঢাকতে হয়।

নবজাগরণও তো বাভালির অস্মিতা। নতুন ভাবনা ও উদ্ভাবনের যে উতল হাওয়ায় মথিত হয়ে রেনেসাঁ জন্ম দিয়েছিল নব্য মনীষার এবং সেই মনীষার আলোয় আলোকিত হয়েছিল জীবন অন্বেষা সেই অন্বেষা যদি কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করে বসে,বাঙালির মধ্যে রেনেসাঁর উত্তরাধিকার আছে জানতাম কিন্তু এত চোর ছিল তা তো জানা ছিল না! চুরির যে ইতিহাস তাতে বলা হচ্ছে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে ৪০রকম দুর্নীতির কথা বলা আছে, আর এখানে শিক্ষক নিয়োগে ১৭রকম উপায়ে দুর্নীতি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখছেন, ‘ব্যবসাদারের কাছে লোকে বস্তু কিনিতে পারে, কিন্তু তাহার পণ্য তালিকার মধ্যে স্নেহ, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের সামগ্রী থাকিবে এমন কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না।’ হৃদয় যখন একটি সংখ্যা ছাড়া কিছুই নয় তখন অর্থসম্পদের উজাড় করা ভালোবাসাই প্রাধান্য পায় অমানবিকতার কাছে। আমাদের রাজ্যের অতীত প্রধান মুখগুলি যখন বিধান রায় থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পর্যন্ত বহমান। সেখানে সবটাই ভুলত্রুটি মুক্ত ছিল এমনটা ভাবারও কোনো কারণ নেই, সেখানে সবটাই বিতর্কের ঊর্ধ্বে এমনটিও নয়,কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকারের রাজ্য পরিচালনার যে অভিমুখ তাতে দুর্নীতি যে প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবু, অতীতে সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় তার উপযুক্ত সমাধানের জন্য তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমানের রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে যদি এক জায়গায় বসানো সম্ভব হয় তাহলে শিক্ষার দুর্নীতির প্রসঙ্গে যখন বারবার রাজ্য সরকার নিচের স্তরে হারছেন এবং আমাদের করের টাকায় সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন,সমাধান অধরা থেকে যাচ্ছে, প্রিয় ছাত্র ছাত্রীদের বয়স তক্কে তক্কে বাড়ছে, তখন কি শাসকদলের এমন কেউ ছিলেন না যিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বুঝিয়ে এই দুর্নীতি মামলার অন্যতম মুখ আইনজীবি বিকাশ ভট্টাচার্য সহ তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে এই মামলার ভুলত্রুটি সমাধানের উপায় নিয়ে (মুখ্যমন্ত্রী নিজে না গেলেও) প্রতিনিধি পাঠিয়ে কথা বলার! তাতে না হয় সমাধান সূত্র বেরত না। সিঙ্গুরেও তো বেরিয়েও আলোর মুখ দেখেনি শুধু মুখ্যমন্ত্রীর বায়বীয় ইগোর জন্য। কিন্তু বসাটা হয়েছিল।অন্তত আলোচনাটা চলতে পারত।আইনের উর্ধ্বে গিয়ে এই আলোচনা সম্ভব কি না তা আইন বলতে পারবে। তবু উজ্জ্বল কেরিয়ারের ছেলে-মেয়েরা যারা স্টাফরুম আলো করতে পারত তাদের এই অন্ধকার গাথার নতুন ইতিহাস আজ রচিত হত না। একটি নির্বাচিত সরকারকে (সুপ্রিম কোর্ট এই দুর্নীতির দায় এসএসসি,রাজ্য সরকার ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বলে জানিয়েছে) এভাবে ‘দাগি’দের তালিকা সমক্ষে এনে মুখ পোড়াতে হত না। অন্যদিকে সামাজিকতার দিক দিয়ে দাগিদের পরিবার গুলিকে সমাজ বাঁকা চোখে দেখার সুযোগ পেত না।পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির মাথায় বসে এ প্রক্রিয়া হয়ত সম্ভব ছিল না তাই ও পথে না গিয়ে শুধু বলে যাওয়া,‘আমি তো চাকরি দিতে চাই।দিতে গেলেই কেস করে দিচ্ছে।’ পণ্য ও পণ্যমুখী ব্যবস্থা ও মানসিকতার কাছে যখন রাজ্যের মেধারা হারিয়ে যায় তখন সম্পদ আর সম্পদ থাকে না।তা দ্রব্যে পরিণত হয়।তাই আলোচনার টেবিলে বসার ন্যূনতম আগ্রহ না দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যরা সদলবলে মিছিলে মিটিংয়ে লাগাতার আইনজীবী ও বিরোধীপক্ষকে গালমন্দ করে যেতে লাগলেন কাজের কাজটি না করে। অথচ, একটি নির্বাচিত সরকার যে একক গরিষ্ঠতা প্রমাণ করে ক্ষমতায় এসেছিল তার ভালো কাজ করার অনেক সুযোগ ছিল। কারণ মানুষ তার জয়যাত্রার সওয়ারি হয়েছিল সেদিন। কিন্তু ক্ষমতার মোহ ও তাকে আষ্টেপৃষ্টে ব্যবহার করার কৌশলে হাতিয়ার হিসাবে তারা ঘোষিত এজেন্ডায় এনেছিল নৈরাজ্য আর দুর্নীতি। ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিল পরিষেবার যাবতীয় বিষয়গুলিকে। অগ্রাধিকারের জায়গায় এনেছিল শিক্ষাকে। কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে শুরু করেছিল চাকরি কেনা বেচা।শূন্য খাতা পূর্ণ হয়েছিল সংখ্যার যাদুমন্ত্রে।মেধায় পূর্ণ খাতা চলে গিয়েছিল শূন্যের ঘরে। মনন চর্চায় নেমেছিল সুগভীর শূন্যতা। বুনিয়াদ তৈরীর শিক্ষাসত্র গুলি ভরে উঠেছিল ভুয়ো শিক্ষকে। স্টাফরুমে চক ডাস্টার হাতে যে আচার্যদের অস্তিত্ব মেলার কথা তার জায়গায় স্থান করে নিয়েছিল অংক,ইংরেজি, ভূগোল ইতিহাস, বাংলা ভুল ব্যবহারের পণ্যবাহী শিক্ষার জাহাজ। যে জাহাজে চড়ে আমাদের প্রজন্মের যে কত সর্বনাশ হয়ে গেল যার মাশুল গুনতে হবে আগামী কয়েক দশক। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে আরও একটি অন্যায়কে মান্যতা দিতে চাইছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ততদিনে রাস্তায় বসে থাকা মেধার অকালমৃত্যু আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।এখনও যারা ভুয়ো নিয়োগ পেয়ে চাকুরি করছিলেন তাদেরও কেউ কেউ মৃত্যুর হাতছানি উপেক্ষা করতে না পেরে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। দুটি মৃত্যুই কাম্য ছিল না।সরকারের পরিকল্পিত ও প্রাতিষ্ঠানিক ঘোষণার (তৃণমূলের ছেলেরাই চাকরি পাবে, কেন পাবে, কিভাবে পাবে...) কফিনে সেদিনই শেষ পেরেক ঠোকা হয়ে গিয়েছিল।‘আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়’শুধু কথার কথা নয়। সর্বনাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে অনৈতিকতাকে চোখের জলে মান্যতা দিতে চাইছেন তাতে ‘তোমার অন্যায়ে যেন এ অন্যায় হয়েছে প্রবল।’ প্রশ্ন একটাই রাতে কি নিরুপদ্রব ঘুম হচ্ছে তাঁর!দুঃস্বপ্নের আঁধারে তিনি কি চমকে উঠে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছেন দেওয়ালের লিখন,‘চাকরি দিন, নয়ত মৃত্যু দিন।’ তবু আত্মগ্লানি, আত্মধিক্কার আর কুয়াশায় আচ্ছাদিত সকালের সূর্যের দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করি,‘এ আমার পাপ, তোমার পাপ।’ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অমানবিক কথন ফুটে উঠছে মোবাইলের পর্দায়,‘স্কুলে ফিরে যান। গরমে কেন বসে আছেন। নিশ্চিন্তে কাজ করুন। কিছুজন রিজিড আছে। যোগ্য-অযোগ্য তালিকা চাইছে। আপনার কি যায় আসে। আপনার দেখার তো প্রয়োজন নেই কে যোগ্য আর কে অযোগ্য। ওটা সরকার দেখবে। আপনি চাকরি করেন, আপনার চাকরিটা আছে কি না, দেখা দরকার। বেতন পাচ্ছেন কি না দেখা দরকার।’ আমরা জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন দেখেছি। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির বাইরে জলে দাঁড়িয়ে ভিজছেন ডাক্তাররা। দূরে দরোজায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তারদের উদ্দেশে বলছেন, আপনারা ভিতরে আসুন। জলে ভিজবেন না। শরীর খারাপ করবে। কী অদ্ভুত সমাপতন লক্ষ্য করুন। এখানে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের বলা হচ্ছে,আপনারা স্কুলে ফিরে যান-আর সেদিন বলেছিলেন, আপনারা ভিতরে আসুন। এই স্কুলের ভিতরে ও বাড়ির ভিতরে আসার আমন্ত্রণের মধ্যে যে আন্দোলনে জল ঢালার ব্যবস্থা হয়েছিল তা আংশিক হলেও আজ প্রমাণিত। আমাদের প্রশ্ন, সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির দায় কেন যোগ্যদের ঘাড়ে পড়বে। কেন যোগ্য ও বৈধরা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শিক্ষকতা করার পর নতুন চাকরির পরীক্ষায় বসবে। তবু,এটাই সত্য যে আগামী সেপ্টেম্বরের ৭ ও ১৪ তারিখে তাদের পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে। এদিকে সুলুক সন্ধান চালু হয়ে গেছে ১৮০৪ জনের তালিকায় কতজন নেতা, মন্ত্রীর বাড়ির অথবা তাঁদের আশীর্বাদী হাতের স্পর্শে চাকরি পেয়েছেন। এবং, তা বেরিয়েও আসছে।

দুর্নীতিকে যখন আমরা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে দেখি এবং ঘুষ ও দুর্নীতি আগাছার মতো সব ভালো গাছকে মেরে ফেলতে চায় তখন দুর্নীতির প্রতিরোধ হিসাবে ডাচ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ বার্নার্ড ম্যান্ডাভিল (১৭১৪)-র লেখা একটি কথা সামনে চলে আসে। যেখানে তিনি লিখছেন, ‘একজন দক্ষ ও সৎ রাজনীতিকের হাতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পড়লে ব্যক্তির অসততাকে তিনি কখনো কখনো সমষ্টির জন্য হিতকর করেও তুলতে পারেন।’ আজ থেকে অতগুলো বছর আগে মান্ডাভিলের লিখে যাওয়া কথাগুলো আজ যে কত বড় সত্য তা এই দেশ ও আমাদের রাজ্যের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সৎ ও দক্ষ শব্দ যুগলের যে মাহাত্ম্য তা বুঝে ওঠার ক্ষমতা থাকলে রাষ্ট্র পরিচালনায় দেশের সরকার মানব সম্পদকে যথার্থ গুরুত্ব দিতেন দেশের উন্নয়নে। অমর্ত্য সেন তাঁর ‘নীতি ও ন্যায্যতা’য় বলছেন, ত্যুক্তির বহুত্বকে স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তাটিও প্রাসঙ্গিক। কোনো কিছুর মূল্যায়নে যুক্তির বহুত্বকে বিচক্ষণতার সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে। কোনও একটি বিশেষ মূল্যায়নে বিভিন্ন যুক্তি আমাদের বিভিন্ন দিকে টানতে পারে। তারা যখন পরস্পরবিরোধী মতামত হাজির করে,তখন সেগুলির প্রত্যেকটিকে বিচার করে একটি প্রামাণ্য সিদ্ধান্তে আসা সত্যই সমস্যা।’ রাজ্যের ক্ষেত্রে গোটা প্রক্রিয়াটি যখন ‘টেন্টেড’, তখন পরস্পরবিরোধিতার জাঁতাকলে পিষ্ট মেধার অবমননা ঘটাই স্বাভাবিক। এবং তাই ঘটেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, চক ডাস্টার হাতে শ্রেণিকক্ষে গিয়ে দাগীরা এতদিন যে ভুল অঙ্ক শেখালো, ভুল ইংরাজি শিখিয়ে গেল, প্রার্থনা সভায় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের ‘জনগণমন’ গান কোরাসে গেয়ে গেল এবং বিদ্যাসাগরের ‘ভুবনের মাসী’র গল্প শুনিয়ে গেল তাদের তালিকার দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করতে ইচ্ছে হয় সুকান্তর কবিতার লাইন, ‘তোমার অন্যায়ে জেনো, এ অন্যায় হয়েছে প্রবল।’

তখনও বাতাস ভারী করে দূষণ ছড়াচ্ছে নেতাজি ইন্ডোরে মুখ্যমন্ত্রীর বলা কথা,‘আগে আমাকে যোগ্যদের ঠিক করতে দিন, তারপর অযোগ্যদেরটা দেখব, টোটালই দেখবো।’ শিক্ষার হতদরিদ্র চেহারা দিনের আলোর মতো আজ প্রকট। যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অধীন পার্শ্ব শিক্ষক, এসএসকে, এমএসকে, বৃত্তিমূলক শিক্ষক ও প্রশিক্ষক, অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজার, মাদ্রাসা,পৌরসভার শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাবন্ধু এনসিএলপি,স্পেশাল এডুকেটররা দাবী আদায়ের লড়াইয়ে রাস্তায়। বাংলাভাষার আন্দোলনে সরকার যখন বদ্ধপরিকর তখন আট হাজারের ওপর স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া, স্কুলগুলি ছাত্র ও শিক্ষকবিহীন হয়ে যাওয়া, নতুন শিক্ষকদের নিয়োগে অধোগতির মধ্যে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা যে ব্যবস্থার দৌলতেই কমছে তা কী সরকার ভেবে দেখছেন! আপাতত,বাঙালি হিসাবে চোর বদনাম ঘোচানোটাই আমাদের একমাত্র দায়!

পরিযায়ী শ্রমিক কি এখন তাহলে রাজনীতির পুতুল!

সুপ্রিয় দেবরায়

সম্প্রতি বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে ‘পুশ-ব্যাক’, ‘পরিযায়ী শ্রমিকের হেনস্থা’, ‘বাংলা, বাঙালি; গেল, গেল হাহাকার’, ইত্যাদি শব্দের বা বাক্যাংশের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাত, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ-সহ নানা রাজ্য থেকে বাংলা বলার অপরাধে বিপন্ন হচ্ছেন মানুষ, বিতাড়িত হচ্ছেন নিজের অঞ্চল থেকে, ফেরত পাঠানো হচ্ছে বাংলাদেশে; এই ধরনের খবর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রাধান্য পাচ্ছে। সত্যিই কি রাজনৈতিক নেতারা মানবিকতার খাতিরে এই ধরণের উক্তি করছেন, নাকি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে উস্কে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ জনগণের মধ্যে! অবশ্যই এই ধরণের কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটছে, আগেও ঘটেছে, এখনও ঘটছে। বিগত দু’দশকের উপর কর্মসূত্রে গুজরাত নিবাসী, নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতা তাই ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছে থেকে এই নিবন্ধটির উপস্থাপনা। পেশায় মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে কর্মরত। বেশ কিছু নির্মাণস্থল আমার অধীনে। বেশিরভাগ শ্রমিক, দক্ষ এবং অদক্ষ, উভয়ই আসেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, মিদনাপুর, ইত্যাদি অঞ্চল থেকে এবং কিছু ওড়িশা, বিহার এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে। এদেরকে নিয়ে আসেন সাইটের কনস্ট্রাকশন ম্যানেজার। এদের এক-একটি ১৫-২০ জনের গ্রুপ থাকে এবং কনস্ট্রাকশন ম্যানেজার-এর সাথে এক সাইট থেকে আরেক সাইটে ঘুরে বেড়ান। যখন কাজ থাকে না, নিজের রাজ্যে ফিরে যান এবং একটি ফোন পেলেই দলে দলে এসে উপস্থিত হন। যতদূর জানি, এদের জন্য কোনও প্লেসমেন্ট বা মধ্যস্থতাকারী এজেন্সি নেই। পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে এদের অনেকেই নথিবদ্ধ নন। এদের যোগাযোগ পুরোটাই ব্যক্তিনির্ভর। কোম্পানির থেকে এদের জন্য আসা-যাওয়ার খরচ, থাকার জায়গা, রান্না করার গ্যাস-বাসনপত্র, নিখরচায় চিকিৎসা; সমস্তকিছু সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, এদের উপর, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যারা এসেছেন, কোনও হামলা হয়নি। এবং এরা নিজের রাজ্যে ফিরেও যেতে চান না। সমস্ত খরচা সামলে, মাসে প্রায় ১০ থেকে ৩০ হাজার টাকা সঞ্চয় করতে পারেন। কিছুদিন আমি ফেব্রিকেশন ইন্ডাস্ট্রির সাথেও যুক্ত ছিলাম। সেখানেও প্রায় একই চিত্র হলেও, নিয়োগ পদ্ধতিটা একটু ভিন্ন। বিভিন্ন ঠিকাদারের মাধ্যমে তাঁরা নিযুক্ত হন। অর্থাৎ এখানে কিন্তু চেনাজানা ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে নয়, প্লেসমেন্ট এজেন্সি বা ঠিকাদারের মধ্যস্থতার মাধ্যমে অন্য রাজ্যে কাজের খবর পান। এই মধ্যস্থতাকারী এজেন্সির তথ্য কিন্তু রাজ্য সরকারের কাছে আছে। যে পরিযায়ী শ্রমিক ‘কর্মসাথী’ প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন, সেই শ্রমিককে ‘সেলফ সার্টিফিকেট’ ছাড়া যে রাজ্যে বা জেলায় কাজ করতে যাচ্ছেন, সেখানকার নির্দিষ্ট এজেন্সির বা ঠিকাদারের একটি সার্টিফিকেট আপলোড করতে হয়। না হলে রেজিস্ট্রেশন অসম্পূর্ণ থাকে। পরিযায়ী শ্রমিক যদি কেউ নিগ্রহ হন, রাজ্য সরকার অবশ্যই মধ্যস্থকারী এজেন্সি বা ঠিকাদারকে চেপে ধরতে পারেন। কিন্তু সেই ধরণের কোনও খবর এখন পর্যন্ত কোনও সংবাদপত্রে চোখে পড়েনি। অবশ্যই এদের সবার কাছেই কিন্তু পরিচয় পত্র হিসেবে আধার এবং ভোটার কার্ড আছে এবং অনেকেই ভোটের সময় নিজের রাজ্যে ছুটি নিয়ে ঘুরে আসেন। এরা কি কেউ নিজের রাজ্যে ফিরে যাবেন, ‘শ্রমশ্রী’ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে? এখন পর্যন্ত সেই ধরণের সংবাদ আমার কোনও নির্মাণ সাইট থেকে আসেনি। এমনকি আমার পরিচিত কয়েকজন ঠিকাদার, যারা যুক্ত ফেব্রিকেশন ইন্ডাস্ট্রির সাথে, যোগাযোগ করলে সেরকম কোনও খবর দেননি।

আমি যে শহরে থাকি, প্রাতঃভ্রমণ শেষে একটি চায়ের দোকানে চা পান করি। তার পাশে সারি দিয়ে গোটা কুড়ি দোকান, মুদিখানা-ওষুধ, ইত্যাদির। অত সকালে সব দোকানে শাটার ফেলা থাকে। সামনে লম্বা প্রায় ৬০ -৭০ মিটার সিমেন্টের চাতাল, উপরে শেড। চাতালের উপর খাটিয়া কিংবা চাদর-কম্বল বিছিয়ে শুয়ে থাকেন বেশ কিছু পরিবার। কয়েকজনের সাথে পরিচয়ও হয়েছে। কিছু লোকাল অর্থাৎ গুজরাতি, বেশির ভাগ পশ্চিমবঙ্গ কিংবা বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে। ‘দিন আনি, দিন খাই’ ধরণের শ্রমজীবী মানুষ। পরিচয়ের মাধ্যমে জেনেছি, এদের প্রায় সবার কাছেই আধার কার্ড, ভোটার কার্ড আছে। জানতে ইচ্ছে হলেও, জিজ্ঞেস করিনি কী করে পেয়েছেন, হয়তো সঠিক উত্তর দিতে বিব্রত বোধ করবেন। এখন পর্যন্ত শুনিনি, এদের উপর কোনও হামলা হয়েছে। তাদের তো থাকার জায়গা ওই চাতাল, রাতে মাথা গোঁজার জন্য। সকালে দেখেছি, চায়ের দোকানের পাশে যে এক চিলতে জায়গা রয়েছে, সেখানে স্টোভ কিংবা চুলা জ্বালিয়ে চা-রুটি বানান।

বরোদা এমনিতে শান্তিপ্রিয় জায়গা। রাতে নিশ্চিন্তে মহিলারা একা ঘুরে বেড়াতে পারেন। দু’একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা যে ঘটে না, তা নয়, তবে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বেশ কয়েকবছর ধরে অবশ্য খবরে প্রকাশ, কিছু খালি বাড়িতে চুরি বা পথচারীদের চেইন ছিনতাই বা প্রবীণ নাগরিকদের বাড়িতে হামলা, ইত্যাদি। এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই যারা ধরা পড়েছে, অনুপ্রবেশকারী হিসেবে পরিচিত। আমি সাংবাদিক নই, ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করিনি, লোকমুখে এবং লোকাল সংবাদপত্রে পাওয়া খবর থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি।

রাজ্য সরকারের ‘কর্মসাথী’ প্রকল্পের পোর্টালে নথিভুক্তির হিসেবে বাংলা থেকে ভিন্ রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ২২ লক্ষ ৪০ হাজার। কিন্তু কয়েক বছর আগে কোভিড-কালে অন্যান্য রাজ্য থেকে ৪০ লক্ষের বেশি পরিযায়ী শ্রমিক বাংলায় ফেরত এসেছেন বলে জানানো হয়েছিল রাজ্য সরকার থেকে। দু’দিন আগে একটি দৈনিকে পড়লাম, প্রায় তিন হাজার পরিযায়ী শ্রমিক নতুন পোর্টাল ‘শ্রমশ্রী’তে নাম নথিভুক্ত করেছেন। এই রাজ্যে বেকার যুবকেরা কাজ পাচ্ছেন না বলেই ভিন্ রাজ্যে যাচ্ছেন। এখন তাঁরা সেই কাজ ও রোজগার ছেড়ে কেন বাংলায় ফিরবেন? তার ওপর প্রস্তাব অনুযায়ী মাসিক পাঁচ হাজার টাকা ভাতা মাত্র এক বছরের জন্য। তারপর তাঁদের কী হবে? একজন ভারতীয় নাগরিকের ভারতের যে কোনও রাজ্য বা প্রান্তে গিয়ে কাজ করার অধিকার আছে। এই অধিকার ভারতের সংবিধান তাঁকে দিয়েছে। ‘ইন্টার-স্টেট মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কমেন অ্যাক্ট, ১৯৭৯’ অনুযায়ী পরিযায়ী শ্রমিকরা যাতে ভিন্ন রাজ্যে নিরাপদে কাজ করতে পারেন, সেই সব রাজ্যের এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে উদ্যোগ না নিয়ে, পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলায় ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে; এতে হয়তো শাসকদলের ভোটের স্বার্থ চরিতার্থ করলেও করতে পারে, কিন্তু একবছর পর এই পরিযায়ী শ্রমিকরা কোথায় যাবেন? যেখানে এটি সর্বজনবিদিত এই বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রায় অসম্ভব। এটা বুঝতে কোনও পাণ্ডিত্যের দরকার হয় না। নিরাপদে থাকতে হলে রাজ্যে ফিরতে হবে, এটা সরকারের বার্তা হতে পারে না। সরকারের কর্তব্য, যে কোনও রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। তা না করে, পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে শাসকদল এখন সস্তার রাজনীতি করছেন। এখন এই নতুন ‘পুতুলনাচ’-এর পরিচালক শাসকদল আর ক্রীড়নক পরিযায়ী শ্রমিক, রাজনীতির পুতুল।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পাণ্ডবেশ্বরে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে ক্লোরিন গ্যাস লিক, অসুস্থ ৮ জন, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: সোমবার রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ পাণ্ডবেশ্বরের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে ক্লোরিন গ্যাস লিক করে আতঙ্ক ছড়ায়। গ্যাস এলাকায় আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এলাকার বহু মানুষ। ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ ৮ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একজনের মৃত্যু হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। ওই ঘটনার পর থেকেই মঙ্গলবারেও এলাকায় রয়েছে আতঙ্ক। ভয়ে এলাকার ট্যাপ থেকে জল নিচ্ছেন না স্থানীয়রা।

উল্লেখ্য, পাণ্ডবেশ্বর এলাকায় জল সরবরাহের জন্য সরকারের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের দপ্তরটি রয়েছে। সেই দপ্তরে হঠাৎ করে ক্লোরিন গ্যাস লিক হওয়ায় আশেপাশের বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূলের কেন্দ্রা অঞ্চল সভাপতি যমুনা ধীবর জানান, খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে চলে আসেন তিনি। এসে দেখেন রাস্তার উপর এখানে সেখানে বেশ কয়েকজন মানুষ অচৈতন্য অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পাণ্ডবেশ্বর বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় অনেককে দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতালেও স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশের সঙ্গে দমকলের একটা ইঞ্জিন এসে এলাকাকে বিপদ মুক্ত করার চেষ্টা চালায়। পাণ্ডবেশ্বরের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের কর্মী চিরঞ্জিত রায় জানিয়েছেন, এই দুর্ঘটনা খতিয়ে দেখতে কলকাতা থেকে উচ্চতর আধিকারিকরা এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবেন।

পাড়ায় সমাধান শিবির, ব্রাত্য বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এবার 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্পের বিষয় বিজেপির প্রতীকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যাকে না জানানোর অভিযোগে উঠল। বাঁকুড়া-২ ব্লকের বিকনা গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমাঘাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্যাম্প চলাকালীন সেখানে গিয়ে স্থানীয় পুড়ারা বুথ থেকে বিজেপির প্রতীকে নির্বাচিত চুমকি মাঝি প্রতিহার নামে এক পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী বিমান প্রতিহার গিয়ে এবিষয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন রীতিমতো 'ভাইরাল'। যদিও তৃণমূলের তরফে ওই পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে 'মাতাল' বলে দাবি করা হয়েছে। চুমকি মাঝি প্রতিহার নামে বিজেপির ওই পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী বিমান প্রতিহারের দাবি, তাঁর স্ত্রীকে এই ক্যাম্পের বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি। তারপরেও 'টিফিন টাইমে' তিনি স্থানীয়দের নিয়ে কাজের প্রস্তাব জমা দিতে এসেছিলেন। কিন্তু '১১টা পেরিয়ে গেছে' এই অজুহাত দেখিয়ে তাদের প্রস্তাব জমা নেওয়া হয়নি। ওই ক্যাম্পে স্থানীয় তৃণমূল নেতা কর্মীরাই বসেছিলেন বলে দাবি করেন তিনি। অন্যদিকে, তৃণমূলের স্থানীয় নেতা অভিষেক পাত্রের দাবি, 'শান্তিপূর্ণভাবে ক্যাম্প চলছিল। বিজেপির ওই পঞ্চায়েত স্বামী দুপুর দু'টোর সময় 'মদ্যপ' অবস্থায় এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। উপস্থিত মহিলারাই তাঁকে ক্যাম্প থেকে বের করে দেন।'

সংশোধনী

উল্লেখ্য **'একদিন'** সংবাদপত্রের ০২.০৯.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত দখল নোটিশে ২য় ঋণগ্রহীতা **নূর নেওয়াজ হক মন্ডল** এর পরিবর্তে, পড়তে হবে **সতী নন্দী**। অবশিষ্ট অংশ অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

তারিখ : ০১.০৯.২০২৫

প্রতি

১. **শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ, ২৫, গোবিন্দপুর রোড, লেক গার্ডেনস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০০৪৫।
আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং এ, ২য়তল, ওয়েসিস অ্যাপার্টমেন্ট, ১৮৮/৮২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০০৪৫।

২. **শ্রীমতি সুনীতা ঘোষ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২৫, গোবিন্দপুর রোড, লেক গার্ডেনস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০০৪৫।
আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং এ, ২য়তল, ওয়েসিস অ্যাপার্টমেন্ট, ১৮৮/৮২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০০৪৫।

২২.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে স্বত্বদখলীকৃত ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত প্রেমিসেসের ভেতরে দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য অবহিতকরণ

স্বত্ব দখলীকৃত প্রেমিসেস ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং এ, ২য়তল, ওয়েসিস অ্যাপার্টমেন্ট , ১৮৮/৮২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০০৪৫, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সি আর এভিনিউ শাখা) এর অনুমোদিত অফিসারের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে ডব্লু বি সি এস এগজিকিউটিভ, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা কর্তৃক ২২.০৮.২০২৫ তারিখে।**

২২.০৮.২০২৫ তারিখে স্বত্ব দখলের দিন ইতিমধ্যেই আপনার যাবতীয় দ্রব্যাদি পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, আপনার তরফে এব্যাপারে কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। এই পত্র মারফত আপনাকে আরও একবার উল্লিখিত তালিকা/পঞ্চনামা অনুযায়ী ২২.০৮.২০২৫ তারিখে নথি অনুযায়ী নির্ধারিত সম্পত্তি থেকে আপনার (অস্থাবর) দ্রব্যাদি পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে অপসারণের অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে ডব্লু বি সি এস এগজিকিউটিভ এর সমক্ষে ২২.০৮.২০২৫ তারিখে তৈরি তালিকা অনুযায়ী আপনার কোনও আগ্রহ নেই বলে গণ্য হবে।

আপনার তরফে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ না করা হলে অর্থাৎ ১৭.০৯.২০২৫ তারিখের মধ্যে আপনার মূল শাখায় (সি আর এভিনিউ), আপনার সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি সম্পর্কে কোনও (গৃহস্থলীর ব্যবহারের দ্রব্যাদি) আগ্রহ নেই, এবং সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

সংশ্লিষ্ট এই পত্রের একটি কপি সংবাদপত্রে (ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন) ০৩.০৯.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হবে। কোনও কারণে আপনি আপনার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে চাইলে অনুগ্রহ করে ১৭.০৯.২০২৫ তারিখের মধ্যে শাখায় যোগাযোগ করুন।

২২.০৮.২০২৫ তারিখে হেফাজতে নেওয়া বন্ধকদত্ত সম্পদের বিবরণ/বিস্তারিত
বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট দক্ষিণ-পূর্ব দিকে , দোতলায় পরিমাপ আনুমানিক ৯২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং এক কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ আনুমানিক ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি উক্ত জি-৩ তলা ভবনে নাম ওয়েসিস অ্যাপার্টমেন্ট এবং অবিভক্ত সম্পত্তি জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখল এর অধিকার সিঁড়ি, চাতাল, জলভান্ডার, একতলায় এবং উপরের ট্যাঙ্কের, বৈদ্যুতিক বোর্ড, কেএমসি জল পাইপলাইন, নিকাশি, লিফট এবং লিফট মেশিন রুম, সংশ্লিষ্ট সকল সরঞ্জাম , সেপটিক ট্যাঙ্ক, খালি জায়গা একতলায় প্রধান প্রবেশ পথ, উক্ত প্রেমিসেসে নং ১৮৮/৮২ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, থানা : লেক , কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৩, কলকাতা : ৭০০০৪৫, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নির্মিত বাস্তু জমির পরিমাপ ৩ কাঠা ৬ ছটাক ২৬ বর্গফুট জি-৩ তলা ভবন তদস্থিত অবস্থিত মৌজা : অর্কপুর, পরগনা : খাসপুর, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ১৫১, আরএস নং ৪২, খতিয়ান নং ৮১৮/৭২০ এবং ৫৬১ পুরসভা প্রেমিসেস নং ১৮৮/৮২ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, থানা : লেক, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৩, কলকাতা : ৭০০০৪৫, অ্যাসেসি নং ২১-০৯৩-০৯-৩৩৯-৫, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০১৮, পৃষ্ঠা ২২২৮৫৭ থেকে ২২২৯০০, দলিল নং ১৬০৫৫০৬৯৫৪ -২০১৮ সলের, **সম্পত্তি শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং শ্রীমতি সুনীতা ঘোষ (যৌথভাবে) মালিকানাধীন। এবং চৌহদ্দি :** উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক; দক্ষিণে : প্লট নং ৪৫, পূর্বে : প্লট নং ৬১, পশ্চিমে : প্লট নং ৫৯ এবং অংশত প্লট নং ৪৩।

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সি আর এভিনিউ শাখা

আজ আরামবাগের মাটিতে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও আরামবাগের মাটিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার আরামবাগ মহকুমার খানাকুলে এক প্রতিবাদ সভা এবং তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত মহিলাদের সঙ্গে কথা বলবেন। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্য রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠছে। বিশেষ করে আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভাই রাজনৈতিকভাবে তপ্ত হয়ে উঠছে। এই চারটি বিধানসভাই বর্তমানে বিজেপির দখলে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল এই চারটি বিধানসভা দখল করার চেষ্টা করলেও এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। তাই রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব আরামবাগে জনসংযোগ বাড়াতে তৎপর। জানা গেছে, খানাকুলের নতিবপুর ২ নং অঞ্চলের বলপাই গ্রামে এসসি মহিলাদের ওপর তৃণমূলী হামলার প্রতিবাদে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে জনগর্জন মিছিল ও পরিবর্তন সংকল্পে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমে তিনি বলপাই এলাকায় অত্যাচারিত মা বোনদের সঙ্গে কথা বলবেন। পরে রাজহাটি মধ্যারঙ্গ থেকে মহামিছিলে সামিল হবেন। এমনটাই জানান

খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে খানাকুল বিধানসভায় তৃণমূল যে ভাল ফল করতে পারবে না তা সহজেই অনুমেয় বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। তাদের দাবি, বর্তমান খানাকুলের তৃণমূল নেতৃত্বের কার্যকলাপ জনমানসে কোনও প্রভাব পড়ছে না বলে অভিযোগ। কয়েকদিন আগে বিজেপির ডাকা বনধ সফল হয়। তাছাড়া খানাকুল দুই নম্বর ব্লকে তৃণমূলের কোনও দাপুটে নেতা নেই। ঘরে বসে সোশ্যাল মিডিয়ায় অশ্লীল বক্তব্য রাখা ছাড়া কোনও নেতাকে পথে নেমে আন্দোলন করতে দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ তৃণমূলেরই একাংশের। এইরকম পরিস্থিতিতে বিজেপি নেতৃত্ব খানাকুলে শক্ত ভিত তৈরি করেছে। সবমিলিয়ে খানাকুলের মাটিতে বুধবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আসার কারণে ফলে আরও উজ্জীবিত বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তপন কুমার রায়, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং- ০৮০০১২০৭৮১১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৯.০৯.২০২৫
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	**ঋণগ্রহীতা (গণ): সুমিত কুমার বোস,** পিতা-সুনীল কুমার বোস **এবং শ্রীমতি রাখি কুণ্ডু,** স্বামী- শ্রী সুমিত কুমার বোস **সকলের ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ব্লক-২, ৩য় ফ্লোর, কেশব ধাম কমপ্লেক্স, ৮০, আলা বাবু সায়ার রোড, বেলুড়মঠ, হাওড়া-৭১১২০২ **এছাড়াও-** ১১/৩/বি, ধর্মতলা রোড, বেলুড়মঠ, হাওড়া-৭১১২০২	"কেশব ধাম কমপ্লেক্স" নামক আবাসিক কমপ্লেক্সের মধ্যে ৩য় ফ্লোরে, ব্লক-২ এর উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং "৩০৩" -এর সকল। ফ্ল্যাটটিতে দুটি শয়নকক্ষ, একটি রান্নাঘর, দুটি শৌচাগার, একটি হল এবং একটি বারান্দা রয়েছে, যা উপরের প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমির চিহ্নিত অংশের উপর নির্মিত । এর পরিমাপ প্রায় ৭৫০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ এলাকা সহ সামান্য বেশি বা কম হতে পারে)। সেই সঙ্গে ভবন এবং জমির অবিভাজ্য আনুপাতিক শেয়ার সহ। সম্পত্তিটি বালি মিউনিসিপ্যালিটি প্রেমিসেস নং ৮০, লালা বাবু সায়ার রোড, পো.- বেলুর মঠ, থানা- বালি, জেলা - হাওড়া - ৭১১২০২, ওয়ার্ড নং ১২ এর মধ্যে অবস্থিত। **চতুর্সীমা:-** উত্তর- সাধারণ স্থান, দক্ষিণ- সিঁড়ি এবং লবি, পূর্ব- সাধারণ প্যাসেজ, পশ্চিম- ফ্ল্যাট নং ৩০২। সম্পত্তিটি **শ্রী সুমিত কুমার বোস এবং শ্রীমতি রাখি কুণ্ডুর** নামে রয়েছে। এটি ২০১০ সালের **ডিড নং ০৩৭৪৭** এর মাধ্যমে রেজিস্টার করা হয়, যা বুক-১, সিডি ভলিউম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১২০ থেকে ১২৪-এ এডিএসআর, হাওড়ায় নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলে রয়েছে**	**১৯,০৩,৮৮০.০০ টাকা (উনিশ লক্ষ তিন হাজার আটশো আশি টাকা মাত্র) ২৬.১০.২০২৩** অনুযায়ী এবং ২৭.১০.২০২৩ তারিখ থেকে আরও সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ এবং তার ওপর খরচ।	ক) ২১,০২,০০০.০০ টাকা খ) ২,১০,২০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগ ব্যক্তি** ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ **পরিদর্শনের তারিখ: ১২.০৯.২০২৫**

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৩.০৯.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলকাতা-৭০০০০১

দখল নোটিশ(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১১.০৬.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **ঋণগ্রহীতা ১. মেসার্স মাহাত সফট ড্রিঙ্কস (স্বত্বা : শ্রী শিব পদ মাহাত, পিতা শ্রী সোনা লাল মাহাত)- ঋণগ্রহীতা, ঠিকানা : ৩ সি৭-১৫৭/নিউ, সন্তোষপুর স্টেশন রোড, পো : বড়তলা, থানা : রবীন্দ্রনগর, কলকাতা- ৭০০০১৮, আরও ঠিকানা : সিডব্লু-৪৬/বি, রবীন্দ্রনগর, পো : বড়তলা, কলকাতা- ৭০০০১৮, ২. শ্রী শিব পদ মাহাত, পিতা সোনা লাল মাহাত , (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা), ঠিকানা : ৩ সি৭-১৫৭/নিউ, সন্তোষপুর স্টেশন রোড, পো : বড়তলা, থানা : রবীন্দ্রনগর, কলকাতা- ৭০০০১৮, আরও ঠিকানা : সিডব্লু-৪৬/বি, রবীন্দ্রনগর, পো : বড়তলা, কলকাতা- ৭০০০১৮, ৩. শ্রীমতি মঞ্জু দেবী মাহাত, স্বামী শ্রী শিব পদ মাহাত (জামিনদাতা), ঠিকানা : ৩ সি৭-১৫৭/নিউ, সন্তোষপুর স্টেশন রোড, পো : বড়তলা, থানা : রবীন্দ্রনগর, কলকাতা- ৭০০০১৮, আরও ঠিকানা : সিডব্লু-৪৬/বি, রবীন্দ্রনগর, পো : বড়তলা, কলকাতা- ৭০০০১৮,** আলিপুর শাখা থেকে **১,৬৬,৬৮,৩৭১.০০ টাকা** (এক কোটি ছেষট্টি লাখ আটষট্টি হাজার তিনশো একাত্তর টাকা) **১০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী এবং ১১.০৬.২০২৫ থেকে সুদ** সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **১,৬৬,৬৮,৩৭১.০০ টাকা (এক কোটি ছেষট্টি লাখ আটষট্টি হাজার তিনশ একাত্তর টাকা) ১০.০৬.২০২৫** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ। এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পত্তি	মালিক/বন্ধকদাতা
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এরিয়া ০১ কাঠা ০৭ ছটাক, প্লট নং ১৬৭ (অংশ), মৌজা : আকরা, জেএল নং ০১, খতিয়ান নং ৩১৪/১, দাগ নং ৩২৭, ওয়ার্ড নং ৭, মহেশতলা পুরসভা অধীন, থানা : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০০১৮, তদস্থিত তিনতলা বসবাসের ভবন, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী দিলীপ মজুমদারের সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** ২০ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক; **পূর্বে :** বিবেকানন্দ পার্ক; **পশ্চিমে :** বুলা মজুমদারের সম্পত্তি।	শ্রী শিব প্রসাদ মাহাত।

তারিখ : ০১.০৯.২০২৫, স্থান : কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পুয়াড়া অঞ্চল দূষণমুক্তির দাবি, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুয়াড়া অঞ্চল দূষণ বিরোধী নাগরিক কমিটির অভিযোগের ভিত্তিতে এবং আন্দোলনের চাপে ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড কলকাতায় মঙ্গলবার এক বৈঠকের আহ্বান করেছিল। 'বিজোয়া স্পঞ্জ অ্যাণ্ড ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড' এবং 'পুয়াড়া অঞ্চল দূষণ বিরোধী নাগরিক কমিটি'র সদস্যরা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকেন। কলকাতায় পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের পরিবেশ ভবনে এই বৈঠক সম্পন্ন হয়। দূষণ বিরোধী কমিটির পক্ষ থেকে ৮ জন প্রতিনিধি এই মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেন। কারখানার দূষণের ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়। এমনকি বিগত ১৫ বছরে ধান চাষে দূষণের কারণে ক্ষতির ফলে কী (বছরে প্রায় দেড় কোটি) পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, তা তুলে ধরা হয় এবং এই অর্থ কারখানার মালিককে চাষিদের দিতে হবে বলে দাবি করা হয়। এছাড়াও গবাদিপশু, মাছ, সবজি চাষে মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে, এমনকি মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বলেও তুলে ধরা হয়। এছাড়াও দূষণমুক্ত ভাবে কারখানা চালাতে হবে অন্যথায় এই কারখানা বন্ধ করে অন্য কারখানা স্থাপন করার দাবি তোলা হয়। ইএসআর ফান্ড যথাযথভাবে খরচ করা এবং শ্রমিকদের যথাযথ পিপিই দেওয়ার দাবি তোলা হয়। কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক দিবাকর তাবেদার ও স্বদেশ প্রিয় মাহাতো বলেন, 'আমরা মনে করি কারখানার মালিক কমিটির মুখোমুখি বসতে ভয় পেয়েছে। তাঁরা সুকৌশলে মিটিং এভোয়েড করেছে। আমরা দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদের কাছে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রেখেছি। আমাদের দাবি না মানলে আমরা আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব। যদিও আমাদের বক্তব্যের প্রতি সহমত পোষণ করেছেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।'

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

সারফেসি আইন অধীনে আগ্রহী বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১ শহিদ সূর্য সেন রোড, পো - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পব) ইমেল : cs8283@pnb.co.in

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এর ধারা ১৩(৪) এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে নোটিশ
মাননীয় মহাশয়,
অনুগ্রহ করে অবগত হোন নিম্নস্বাক্ষরকারী/পিএনবি, সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এর ধারা ১৩(২) এবং দখল নোটিশ নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত নিম্নোক্ত সম্পদের দখল নেওয়ার সময়ে অনুযায়ী।

ক্রম নং ১

CO/MSD/Intended Sale Notice/817-818/2025-26 — শাখা - বহরমপুর (০২২৯২০) — তারিখ : ১৭.০৬.২০২৫

ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/ অংশীদার/বন্ধকদাতা নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
দেবাশিস চক্রবর্তী, পিতা জীবানন্দ চক্রবর্তী, ভাকুরি, ঠাকুরপাড়া, পো : চলতিয়া, থানা : বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৬৫। রীনা চক্রবর্তী (জামিনদাতা) স্বামী দেবাশিস চক্রবর্তী, ভাকুরি, ঠাকুরপাড়া, পো : চলতিয়া, থানা : বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৬৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস ইউনিট নং ২/৫ একতলায়, জি-৫ তলা আরসিসি কাঠামোর ভবনের নাম গোধুলি আবাসন, এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২১৯ বর্গফুট(আনুমানিক)হোল্ডিং নং ৫৭, বিবেকানন্দ পল্লি, ভাকুরি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, অবস্থিত মৌজা : গোরাবাজার, জেএল নং ৯০, সিএস প্লট নং ২৬৪১, এলআর প্লট নং ৬৬৭৩, আরএস প্লট নং ২৭৮০, সিএস খতিয়ান নং ১২১২,এলআর খতিয়ান নং ১৩০৬২, আরএস খতিয়ান নং ১৮১৮, জমির শ্রেণি-ভিটা, মোট পরিমাপ এরিয়া ১.১৬৫ একর, এর মধ্যে ০.৬৬ একর নির্দিষ্ট তার মধ্যে ০.২৮০৫ একর বিক্রয় দলিল নং ১৮৩২-২০১৬ অনুযায়ী; পো এবং থানা : বহরমপুর,জেলা : মুর্শিদাবাদ। স্বত্বাধিকারী : দেবাশিস চক্রবর্তী, পিতা জীবানন্দ চক্রবর্তী এর নামে। ভাকুরি, ঠাকুরপাড়া, পো : চালতিয়া, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৬৫। চৌহদ্দি : উত্তরে : গুরুকৃপা ইমিটেশন কসমেটিকস; দক্ষিণে : নীল ইলেক্ট্রনিকস;পূর্বে : তালবাগান রোড; পশ্চিমে : অংশ গোধুলী আবাসন।	ক) ০৭.০১.২০২২, খ) ২১.০৪.২০২২, গ) ৬,৫৬,৭৯০.১৯ টাকা (ছয় লাখ ছাপ্পান্ন হাজার সাতশো নব্বই টাকা এবং উনিশ পয়সা) ০৭.০১.২০২২ অনুযায়ী এবং ৩১.১২.২০২১ পর্যন্ত সুদ।

ক্রম নং ২

CO/MSD/Intended Sale Notice/1010-1011/2025-26 — শাখা - নগর (০৪২১২০) — তারিখ : ০৬.০৮.২০২৫

ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/ অংশীদার/বন্ধকদাতা নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
গোলাম রসুল মন্ডল, পিতা খোদাবক্স মন্ডল, গ্রাম : নিউ বাজারপাড়া, কীর্তিপুর, পো : নাগর, থানা : খারগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৫৬। নাসিমা কবীর, স্বামী গোলাম রসুল মন্ডল, গ্রাম : নিউ বাজারপাড়া, কীর্তিপুর, পো : নাগর, থানা : খারগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৫৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত প্লট নং ২৬৩০, খতিয়ান নং ৩৬০৯ এবং ৩৬১০, মৌজা : আতাই, জেএল নং ১২, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পরিমাপ আনুমানিক ৫.১৭ ডেসিমেল , সম্পত্তি গোলাম রসুল মন্ডল, পিতা খোদাবক্স মন্ডল এবং নাসিমা কবীর স্বামী গোলাম রসুল মন্ডলের নামে। স্বত্বাধিকারী : ১. গোলাম রসুল মন্ডল, পিতা খোদাবক্স মন্ডল, ২. নাসিমা কবীর, স্বামী গোলামপ রসুল মন্ডল, গ্রাম-নিউ বাজারপাড়া, কীর্তিপুর, পো : নাগর, থানা : খারগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৫৬। চৌহদ্দি : উত্তরে : রাজকুমার সেন; দক্ষিণে : মহসিন মোমিন; পূর্বে : সামরুল শেখ; পশ্চিমে : মহমেনা বিবি।	ক) ১৫.০২.২০২০, খ) ০৮.০৬.২০২০, গ) ৮,৬৬,৫৪১.০০ টাকা (আট লাখ ছেষট্টি হাজার পাঁচশো একচল্লিশ টাকা) ৩১.০১.২০২০ অনুযায়ী এবং ৩১.০১.২০২০ পর্যন্ত ধার্য সুদ।

ক্রম নং ৩

CO/MSD/Intended Sale Notice/800-801/2025-26 — শাখা - বহরমপুর (০২২৯২০) — তারিখ : ১৭.০৬.২০২৫

ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/ অংশীদার/বন্ধকদাতা নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
মেসার্স নিউ রানি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা অজয় কুমার সাহা, গ্রাম : পোপারা, পো এবং থানা : সাগরদিঘি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২২৬। অজয় কুমার সাহা, পিতা অজিত কুমার সাহা, গ্রাম : পোপারা, পো এবং থানা : সাগরদিঘি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং দোতলা ভবন, অবস্থিত মৌজা : পোপারা, জেএল নং ৮৮, প্লট নং আরএস এবং এলআর ২৩০৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৫২৩, এরিয়া পরিমাপ ০.০৪ একর, জমির শ্রেণি : বাড়ি, সাগরদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পোপারা, থানা : সাগরদিঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২২৬, দান দলিল নং ৩৩১৯-২০০৪ সালের অনুযায়ী, রেজি. এডিএসআর, সাগরদিঘি সমীপে। চৌহদ্দি : উত্তরে : অজিত কুমার সাহার খালি জমি; দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া কংক্রিট রোড; পূর্বে : দেবনারায়ণ সাহার সম্পত্তি; পশ্চিমে : বিদেন্দু কুমার সাহার ভবন।	ক) ২৪.০৫.২০২২, খ) ০৭.০৯.২০২২, গ) ৩,৪৪,৯৬৭.৮৩ টাকা (তিন লাখ চোয়াল্লিশ হাজার নয়শো সাতষট্টি টাকা এবং তিরাশি পয়সা) পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ।

ক্রম নং ৪

CO/MSD/Intended Sale Notice/2109-2110/2025-26 — শাখা - বরতনাবাদ (১৩০২২০) — তারিখ : ২০.০৮.২০২৫

ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/ অংশীদার/বন্ধকদাতা নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
মেসার্স প্রিন্স মেডিকেল সেন্টার, (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বা : সাহাবুল ইসলাম, পিতা আবদুল মজিদ শেখ, গ্রাম : জুরানপুর, পো : জুরানপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৪০৬, পব। আবদুল মজিদ শেখ (জামিনদাতা), গ্রাম : জুরানপুর, পো : জুরানপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৪০৬, পব।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত দাগ/প্লট নং এলআর -১১৮৩, ১১৮৪,খতিয়ান নং এলআর ১৭৬৮/১, মৌজা : জুরানপুর, জেএল নং ৬৭, জেলা : মুর্শিদাবাদ, এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ২৬.০০ ডেসিমেল। স্বত্বাধিকারী : আবদুল মজিদ শেখ। চৌহদ্দি : উত্তরে : আজিজুল ইসলাম; দক্ষিণে : আবদুল আজিজ; পূর্বে : আবদুল রসিদ; পশ্চিমে : সড়ক।	ক) ১১.১২.২০১৭, খ) ১৩.০৩.২০১৮ গ) ৭,৭৫,০০০.০০ টাকা (সাত লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা) পরবর্তী সুদ এবং শুল্ক সহ।

ক্রম নং ৫

CO/MSD/Intended Sale Notice/767-770/2025-26 — শাখা - আমতলা (০৭৮৯২০) — তারিখ : ১০.০৬.২০২৫

ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/ অংশীদার/বন্ধকদাতা নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
শেরফুল ইসলাম, পিতা মহ ফজলুল হক, গ্রাম : বাদশাহনগর, পো : সোনাটিকুরি, থানা : নওদা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৭৫। **আবদুর রহমান,** পিতা প্রয়াত জঙ্গলী শেখ, গ্রাম : বাদশাহনগর, পো : সোনাটিকুরি, থানা : নওদা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৭৫। **মহ ফজলুল হক,** পিতা প্রয়াত জঙ্গলী শেখ, গ্রাম : বাদশাহনগর, পো : সোনাটিকুরি, থানা : নওদা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৭৫। **রেজাউল হক,** পিতা প্রয়াত জঙ্গলী শেখ, গ্রাম : বাদশাহনগর, পো : সোনাটিকুরি, থানা : নওদা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৭৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং দোতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : সোনাটিকুরি, জেএল নং ১৪, এলআর প্লট নং ৪০৯৫, এলআর খতিয়ান নং ১৮৭০, জমির শ্রেণি -ভিটা, এরিয়া পরিমাপ ০.১০ একর, সারবাঙ্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : নওদা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ১৫৪৫ এবং ৮১০-১৯৭৬ সালের অনুযায়ী, রেজি. এডিএসআর আমতলা মুর্শিদাবাদ সমীপে। স্বত্বাধিকারী : ক) আবদুর রহমান, খ) মহ ফজলুল হক, গ) রেজাউল হক, সকলের পিতা প্রয়াত জঙ্গলী শেখ, গ্রাম : বাদশাহনগর, পো : সোনাটিকুরি, থানা : নওদা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৭৫। চৌহদ্দি : উত্তরে : ফজলু রহমানের ভবন; দক্ষিণে : সড়ক; পূর্বে : মোড়াম রোড; পশ্চিমে : রেজাউল হকের ভবন।	ক) ১৮.০২.২০২২ খ) ১৫.০৬.২০২২ গ) ৯,৪৮,৭৮১.২৪ টাকা (নয় লাখ আটচল্লিশ হাজার সাতশো একাশি টাকা এবং চব্বিশ পয়সা) ১৮.০২.২০২২ অনুযায়ী এবং ১৩.০৯.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, উক্ত নোটিশে উল্লিখিত মতে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ এবং শুল্ক নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি দখল এবং পরবর্তীতে তা সংরক্ষণ এর জন্য ব্যয় সহ সমুদয় বকেয়া পরিশোধ করতে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে। কোনও কারণে উক্ত বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় দিতে ব্যর্থ হলে, নিম্নস্বাক্ষরকারী বকেয়া আদায়ের জন্য উক্ত সম্পদ বিক্রি করতে বাধ্য হবেন এবং উক্ত আইন এবং রুলস সংস্থান অধীনে প্রয়োজন বোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

তারিখ : ০১.০৯.২০২৫
স্থান : বহরমপুর
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
জামিন অধীনে ঋণদাতা

মারো গ্রামে মহিলা খুনে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: রবিবার সন্ধ্যায় বুদবুদের মারো গ্রামের রাস্তায় মহিলার গলা কাটা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বুদবুদ থানার পুলিশ হারু বাগদি নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বাড়ি বুদবুদের কসবা এলাকায়। বুদবুদ থানার পুলিশ ধৃতকে মঙ্গলবার মহকুমা আদালতে পেশ করলে বিচারক তাকে ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতা জ্যোৎসনা বাগদির বিয়ে হয়েছিল মারো গ্রামে। কয়েকবছর আগে তাঁর স্বামী মারা যান। তিনি দুই সন্তান নিয়ে একাই থাকতেন। মৃতার বাপের বাড়ি বুদবুদের কসবা গ্রামে। সেই সূত্রে দু'জনের সঙ্গে আলাপ এবং দু'জনেই সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। রবিবার দু'জনে কোনও হোটেলে সময় কাটিয়ে বুদবুদ থেকে সন্ধ্যায় টোটো করে মহিলা বাড়ি ফিরছিলেন। সেই টোটোতেই দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল। রাস্তার মাঝে দুজনের মধ্যে অশান্তি চরমে উঠলে সেই সময় হারু ধারালো অস্ত্র দিয়ে মহিলার গলায় কোপ বসিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জোৎসনা বাগদির।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

পরিশিষ্ট ৪ (সংযুক্তি ৩)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

চাকদহ শাখা
এস. পি. মুখার্জি রোড, অনন্ত অমিয় সুপার মার্কেট, চাকদহ
নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২২২

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) -এর অধীন]

যেহেতু :
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার **২৩.০৬.২০২৫ তারিখে** একটি **ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে :

১. মেসার্স ঘোষ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- চিত্তরঞ্জন ঘোষ, রামনগর, পো. - চাকদহ, নদিয়া, পিন - ৭৪১ ২২২, পশ্চিমবঙ্গ।
২. শ্রী চিত্তরঞ্জন ঘোষ (ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী এবং বন্ধকদাতা), পিতা- প্রয়াত নিত্য গোপাল ঘোষ, রামনগর, পো. - চাকদহ, নদিয়া, পিন - ৭৪১ ২২২।
৩. শ্রী সুদীপ ঘোষ (জামিনদার), পিতা- চিত্তরঞ্জন ঘোষ, রামনগর, পো. - চাকদহ, নদিয়া, পিন - ৭৪১ ২২২, পশ্চিমবঙ্গ।

আমাদের **চাকদহ শাখার** সঙ্গে -কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **২৬,৬৬,৮৮২.০০ টাকা** (ছাব্বিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশো বিরাশি টাকা মাত্র) **২৩.০৬.২০২৫** অনুযায়ী পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন **২৮ অগাস্ট, ২০২৫** তারিখে ।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেনে **২৬,৬৬,৮৮২.০০ টাকা** (ছাব্বিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশো বিরাশি টাকা মাত্র) **২৩.০৬.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।

"আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্তকরার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: জেএল নং ১১, মৌজা - ধনিচা, ১৮ শতক বা ০.১৮ একর পরিমাপের একটি জমি যার উপরে ভবন ও দোকানের ঘর রয়েছে, প্লট নং আরএস ও এলআর ৭০১/৯১০, খতিয়ান নং আরএস-৫৬, ২৪১,৩১৪,৬০৩, এলআর-৩৯, ৭৬২, বর্তমান এলআর-১২৪৭ এর অধীনে। এটি গ্রাম-ধনিচা, চাকদহ, এডিএসআরও-চাকদহ, নদিয়া, থানা-চাকদহ, টাটলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ভিলি (বাণিজ্যিক) এবং চাতাল (বাণিজ্যিক)-এ রূপান্তরিত হয়েছে। **উপরিউক্ত সম্পত্তিটির চতুর্সীমা:-** উত্তর- রাস্তা, দক্ষিণ- মদন মোহন বৈষ্ণব ও অন্যান্যদের সম্পত্তি, পূর্ব- বিশ্বজিৎ সাহার সম্পত্তি, পশ্চিম-সুভাস সরকারের সম্পত্তি।

তারিখ: ২৮.০৮.২০২৫
স্থান: চাকদহ
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI এসবিআই এইচএলসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল, ৯ কে, জি টি রোড, উত্তরপাড়া
হুগলি - ৭১২২৩২, ইমেল : sbi.64100@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c. Nos. 32153000032 (HBL) & 35701110757 (Top-Up)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২২.০৫.২০২৫** তারিখে ইস্যুকৃত দাবি নোটিশ অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি সোমা ঘোষ মালাকার,** স্বামী প্রয়াত তাপস মালাকার, **শ্রী অভ্রক মালাকার,** পিতা প্রয়াত তাপস মালাকার, মাস্টার অঙ্কুর মালাকার (নাবালক), পিতা প্রয়াত তাপস মালাকার, নাবালক হওয়ায় **আইনি অভিভাবক শ্রীমতি সোমা ঘোষ মালাকার, তাপস মালাকার(প্রয়াত) এর সকল আইনি উত্তরাধিকারীগণ, সহ-ঋণগ্রহীতা-তথা-জামিনদাতা শ্রীমতি সোমা ঘোষ মালাকার, স্বামী প্রয়াত তাপস মালাকার, উভয়ের একই ঠিকানা : ডি-১৮, ডানকুনি হাউসিং এস্টেট, দুর্গাপুর এক্সপ্রেস এর নিকট, থানা : ডানকুনি, জেলা : হুগলি, ৭১২৩১১, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ১৫,২২,৪৯৭.০০ টাকা (পনেরো লাখ বাইশ হাজার চারশো সাতানব্বই টাকা)** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতাকে উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি উত্তরপাড়া** নিকট বকেয়া **১৫,২২,৪৯৭.০০ টাকা (পনেরো লাখ বাইশ হাজার চারশো সাতানব্বই টাকা) ২২.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ। **ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের মার্বেল **ফ্ল্যাট নং ৩০৪,** ৩য়তলে, উত্তর-পশ্চিম দিকে, ফেজ-১, ভবন নাম সানি টাওয়ার কমপ্লেক্স, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫০.৭৭ বর্গফুট কমবেশি (২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ঢাকা এরিয়া সমপরিমাণ ৭০৮.৯৮ বর্গফুট) মৌজা : মনোহরপুর, জেএল নং ৯৮, আরএস নং ১৭৭২, মৌজা : মৃগলা,জেএল নং ১০২, আরএস নং ১৭৭৩, ওয়ার্ড নং ১২, ডানকুনি পুরসভা অধীন, টি এন মুখার্জি রোড ক্রসিং, উত্তর সুভাষ পল্লি,মনোহরপুর, থানা : ডানকুনি, জেলা : হুগলি, দলিল ন ং ০১০১৯, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৩, পৃষ্ঠা ৩২৮৬ এথকে ৩৩১১-২০১২ সালের, এডিএসআরও জনাই, জেলা : হুগলি।
সম্পত্তি তাপস মালাকার এর নামে।
ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি : উত্তরে : সানি টাওয়ার প্রকল্পের জমির খালি স্পেস; **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট নং ৩০৩, **পূর্বে :** ৬ ফুট চওড়া করিডর; **পশ্চিমে :** সানি টাওয়ার প্রকল্প জমির খালি স্পেস।

তারিখ : ০২.০৯.২০২৫
স্থান : উত্তরপাড়া, হুগলি
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

হায়দরাবাদে পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হায়দরাবাদে কাজ করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হলো মালদার এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মঙ্গলবার দেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে আসা হয় মালদার বাড়িতে। রহস্যজনকভাবে সেই শ্রমিকের দেহ ফেলে পালানোর চেষ্টা চালায় অ্যাম্বুলেন্স চালক বলে অভিযোগ। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা সেই অ্যাম্বুলেন্সকে আটকে রাখে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ওই গাড়ির চালক। এরপর ওই শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যুর বিষয়টি নিয়ে ইংরেজবাজার থানার দ্বারস্থ হয়েছেন মৃতের পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মাধবনগর নিমতলা এলাকায়।

মৃতের পরিবার পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছে, অসংগতি রয়েছে ঠিকাদার সংস্থা ও অ্যাম্বুল্যান্স চালকের কথায়। ঠিকাদার না-আসা পর্যন্ত অ্যাম্বুল্যান্স আটকে রাখেন মৃতের পরিজনেরা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম, জগন্নাথ চৌধুরী (৪০)। স্ত্রী অঞ্জলি চৌধুরী। পরিবারের রয়েছে দুই কন্যা সন্তান। বাড়ি মাধবনগর নিমতলা এলাকায়। মৃতের স্ত্রী অঞ্জলি চৌধুরী বলেন, 'চার মাস আগে হায়দ্রাবাদে একটি কোম্পানিতে কাজ করার জন্য তার স্বামী গিয়েছিলেন। মানিকচকের এক ঠিকাদার তপেস মণ্ডল আমার স্বামীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে স্বামী সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর উনি মালদার বাড়িতে ফিরে আসার চেষ্টা চালায়। কিন্তু স্বামীকে আসতে দেওয়া হয় নি। এরপরের দিন আচমকা অ্যাম্বুলেন্স করে দেহ নিয়ে হাজির হন চালক। আমরা বিষয়টি জানার আগেই গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় ওই চালক। তাতে আমাদের ধারণা স্বামীর মৃত্যুর পিছনে অনেক অসংগতি রয়েছে। হয়তো বাড়ি আসতে চাওয়ায় স্বামীকে মারধর করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখিয়ে ওই অ্যাম্বুলেন্সটি আটক করে রাখে। মৃতের এক প্রতিবেশী অভিজিৎ পাঠক বলেন, জগন্নাথ যে অসুস্থ ছিল সেটা বেশ কিছুদিন আগে জানতে পেরেছিলাম। ও চিকিৎসার জন্য মালদায় আসতে চেয়েছিল। কিন্তু কোনো কারণে ও আসতে পারছিল না। এরপর এদিন হঠাৎ করে জানতে পারি জগন্নাথ মারা গিয়েছে। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

উত্তরপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, সুব্রত মুখার্জি, উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি-সহ অন্যান্য কাউন্সিলর এবং তৃণমূল কর্মীরা। --- বনস্পতি দে

পুজোর আগে শান্তিপুরে নদীর পাড় ভাঙনে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আসছে পুজো, ভাঙছে নদীর পাড়। শারদীয়া উৎসবের আগে ভিটেবাড়ি ছাড়ার আতঙ্কে গঙ্গা তীরবর্তী এলাকার মানুষ। নদীয়ার শান্তিপুর বেলঘড়িয়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিহারিয়া মঠপাড়া নদী তীরবর্তী এলাকায় রয়েছে শতাধিক বসবাসকারী। নদীর পাড় বস্তা দিয়ে বাঁধিয়ে করা হয়েছিল সুন্দর্যায়ন। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এসে এই সৌন্দর্যতা উপভোগ করতেন। যার কারণে অনেকের হয়ে উঠেছিল রুটি রোজগারের একটি নতুন দিশা। কিন্তু এক রাতেই সব শেষ। গভীর রাতে নদীর হুংকার ঘুম কেড়ে নেয় নদীর তীরবর্তী এলাকার মানুষের। বিকট শব্দে হুড়মুড়িয়ে শুরু হয় নদীর পাড় ভাঙন। স্থানীয়দের দাবি, এইভাবে যদি ভাঙতে থাকে তাহলে এবার মনে হয় পুজোর আগে ভিটেবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হবে এই বিহারিয়া মঠপাড়া এলাকার মানুষের। এই ভাঙন নতুন কিছু নয়, বেশ কয়েক বছর আগে ভাঙনের চেহারা নিয়েছিল অতি ভয়ঙ্কর। সম্প্রীতি সময়ে শতাধিক পরিবারকে ভিটেবাড়ি ছেড়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, মৃত্যু হয়েছিল গবাদি পশুর, শুরু হয়েছিল ভিটেমাটি চলে যাওয়া মানুষের বুক চাপা কান্না। গভীর রাতে আবারও একইভাবে ভাঙনের ভয়ংকর রূপ অতীতকে যেন আরও একবার মনে করিয়ে দিল। যদিও ভাঙন প্রতিরোধ কিভাবে করা যায় এই নিয়ে প্রশাসনকে জানানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বেলঘড়িয়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান বর্ণালী দে।

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড

CIN L27120WB1947PLC015767

রেজিস্টার্ড অফিস : "ট্রিনিটি প্লাজা", ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬

বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের অবহিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তগুলি (এনএসডিএল-এর) দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট ভোটিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।

১৯.০৯.২০২৫ (কাট-অফ তারিখ) তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের উপর ভোটাধিকার গণনা করা হবে এবং এই ধরনের সদস্যরা ই-ভোটিং অথবা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দেওয়ার মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। ই-ভোটদানকারী সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারবেন তবে আবারও তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ই-ভোটিং ২৩.০৯.২০২৫, সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং ২৫.০৯.২০২৫, বিকেল ৫ টায় শেষ হবে। এর পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশটি ০২.০৯.২০২৫ তারিখে সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং এটি এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট, কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hul.net.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে। যেসব সদস্য তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা ডিপোজিটরি/আরটিএ-তে এটি করতে পারেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পরে কিন্তু শেষ তারিখের আগে কোম্পানির সদস্য হওয়া ব্যক্তিরা Evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় অথবা ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য কোম্পানির কাছে kkg@hul.net.in ঠিকানায় লিখতে পারেন। এনএসডিএল-এর সাথে ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত সদস্যরা তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল ই-ভোটিং টিমের সাথে ০২২-৪৮৮৬-৭০০০ নম্বরে অথবা evoting@nsdl.co.in ই-মেইল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ২০.০৯.২০২৫ থেকে ২৬.০৯.২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেডের পক্ষে
শিখা বাজাজ
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০২.০৯.২০২৫

জীবনরাম শেওদুত্তারাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L17111WB1997PLC085533

রেজিস্টার্ড অফিস : ৩০ডি, জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০২৬

কর্পোরেট অফিস : মডিউল ৩০১, শিল্পাঙ্গন, ফেজ-১, এলবি-১, সল্ট লেক, সেক্টর-৩, কলকাতা-৭০০০৯৮

ফোন নং : ০৩৩-৪০১৬৯৫০০ ফ্যাক্স : ০৩৩-৪০১৬৯৫০২ ই-মেইল cs@jiwan.co.in

২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এবং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, জীবনরাম শেওদুত্তারাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (**"কোম্পানি"**) এর ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (**"এজিএম"**) ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.৩০ টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (**"ভিসি/ওএভিএম"**) এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ (**"আইন"**) এর বিধান মেনে ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২৪, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, ২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার (**"এমসিএ সার্কুলার"**) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (**"সেবি"**) সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/ CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪ (**"সেবি সার্কুলার"**) এবং সেবি কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার সহ পঠিত ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত বিষয়সমূহ পরিচালনার জন্য।

২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কেবলমাত্র সেই সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত/আপডেট করেছেন। ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.jiwanramgroup.com, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (**"সিডিএসএল"**)-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এ পাওয়া যাবে।

কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য ভিসি/ওএভিএম সুবিধা প্রদানের জন্য সিডিএসএল কে নিযুক্ত করেছে এবং বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য একটি পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবেও নিযুক্ত করেছে। ভিসি/ওএভিএমএর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের জন্য গণনা করা হবে।

কোম্পানির এমন কোনও শেয়ারহোল্ডার নেই যারা ভৌতভাবে শেয়ার ধারণ করছেন, তাই এই সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে ভৌতভাবে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের জন্য কোনও নির্দেশনা দেওয়া হয়নি।

আইনের ১০৮ ধারা এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ অনুসারে, সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে

১) ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত কাজ কেবলমাত্র ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে, অর্থাৎ, বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং এবং/অথবা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে;

২) রিমোট ই-ভোটিং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার সকাল ৯টা (আইএসটি) শুরু হবে এবং ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বুধবার বিকেল ৫টা (আইএসটি) তে শেষ হবে;

৩) রিমোট ই-ভোটিং ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বুধবার বিকেল ৫টা (আইএসটি) তে বন্ধ থাকবে এবং এরপর কোনও সদস্যকে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না;

৪) একবার কোনও সদস্য কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, তিনি পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে বা পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না;

৫) একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করার পরেও বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় ভোটদানের অনুমতি পাবেন না;

৬) যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, আরটিএ/ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে, কেবল তিনিই বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।

৭) নোটিশ পাঠানোর পর যে ব্যক্তি শেয়ার কিনেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তারা helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় ইমেল লিখে অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১ ০৯৯১১ (সিডিএসএল) এ যোগাযোগ করে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন;

৮) বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের ভোটদানের জন্য কোম্পানি কীভাবে ব্যবস্থা করবে তা বার্ষিক সাধারণ সভায় নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে;

৯) পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স জ্ঞানেন্দ্র নাহার অ্যান্ড কোং, কোম্পানি সেক্রেটারিদের সিএস জ্ঞানেন্দ্র নাহার (সদস্যপদ নং ৭১১৯৬ এবং সিপি নং ২৬৬৩৭) কে বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

১০) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল), সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩-এর কাছে পাঠাতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ কল করতে পারেন।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
জীবনরাম শেওদুত্তারাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
করিশমা আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ : ০৩/০৯/২০২৫
স্থান : কলকাতা

হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেড

hindware home innovation limited

CIN : L74999WB2017PLC222970

রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ফোন: +৯১ -৩৩-২২৪৮ ৭৪০৪/০৭

ইমেল: investors@hindwarehomes.com

ওয়েবসাইট: www.hindwarehomes.com

৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং সম্পর্কে তথ্য সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ৮ ম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') বুধবার, ২৪.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ টায় (আইএসটি)অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') /অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') সুবিধার মাধ্যমে কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানগুলি মেনে, ১২.০৮.২০২৫ তারিখে ৮ ম এজিএম-এর নোটিশে নির্ধারিত বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য, ২০১৩ ("অ্যাক্ট") এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ সার্কুলার") জারি করা এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি সার্কুলার") জারিকৃত অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। উপরে উল্লিখিত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার মেনে, কোম্পানি ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য তার বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ৬ আগস্ট, ২০২৪-এ সমস্ত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে কোম্পানির ৮ম এজিএম-এর নোটিশ পাঠিয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")/ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গণ) ("ডিপি") এর সাথে নিবন্ধিত। এই নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.hindwarehomes.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটগুলি যেমন www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ('সিডিএসএল') ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় www.evotingindia.com -এ।

কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত) এবং তালিকা প্রবিধানের প্রবিধান ৪৪-এর বিধি ২০ সহ পড়া আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে, কোম্পানি দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সিডিএসএল-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে কোম্পানির ৮ম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত রেজোলিউশনগুলিতে এর সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেবেন।

অধিকন্তু, তালিকাভুক্তি বিধিমালার বিধি ৩৬(১)(বি) এর বিধান মেনে, বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার জন্য একটি ওয়েব-লিঙ্ক প্রদানকারী একটি চিঠি, সঠিক পথ সহ, সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি।

দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল রবিবার, ২১.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ৯টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২৩.০৯.২০২৫ তারিখ বিকাল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ বুধবার, ১৭.০৯.২০২৫ তারিখ দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি তারপরে ভোট দেওয়ার জন্য সিডিএসএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে সকল সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে রেজুলেশনে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সদস্যরা এজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে/অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যে কোনো ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত। যদি কোনও ব্যক্তি এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন তবে ই-ভোটিং-এর কাট-অফ তারিখে বা তার আগে, তিনি এই পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ্য নিয়ম মতে।

রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া, এজিএমে যোগদান এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর বিস্তারিত নির্দেশনা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগদানকারী সদস্যদের আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

যেসকল সদস্যদের ই-মেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বর কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস (ডিপি) এর সাথে নিবন্ধিত নয়, তাদেরকে নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী অনুযায়ী দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য লগইন শংসাপত্র পাওয়ার জন্য উল্লিখিত বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে

১. ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য- আপনাকে একটি বাতিল চেকের পাতা সহ আপনার ব্যাঙ্কারের দ্বারা প্রত্যায়িত ধারকদের স্বাক্ষর সহ যথাযথভাবে সম্পূর্ণ আইএসআর ১, আইএসআর ২ এবং মনোনয়নের পছন্দ (https://mdpl.in/form) পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আপনার নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএসসি কোড তাতে মুদ্রিত। চেকের পাতায় আপনার নাম ছাপা না থাকলে, আপনাকে আপনার নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএসসি কোড দেখানো আপনার পাস বই/ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের অতিরিক্ত ব্যাঙ্ক প্রত্যায়িত কপি পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্য mdpldc@yahoo.com-এ আরটিএ-তে একটি ই-মেইল পাঠাতে পারেন।

২. ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য- অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি)-র সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ডিপির পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন।

কোম্পানি একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য শ্রী প্রবীণ কুমার দ্রোলিয়া, কলকাতার সর্বক্ষণের জন্য কোম্পানি সচিব (সদস্য সংখ্যা এফ২৩৬৬, সিপি ১৩৬২) নিযুক্ত করেছে।

স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে ই-ভোটিং ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেমন www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.hindwarehomes.com এবং সিডিএসএল এর ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হবে অর্থাৎ www.evotingindia.com চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা লিখিতভাবে অনুমোদিত অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা ফলাফল ঘোষণার পরপরই।

সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম-এ যোগদান এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, www.evotingindia.com-এ পাওয়া প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলি ("এফএকিউএস") এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সহায়তা বিভাগের অধীনে বা লিখতে পারেন helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল বা যোগাযোগ করুন শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এনএম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১৩ বা ০২২-২৩০৫৮৫৩৮/৪২/৪৩ বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ যোগাযোগ করতে পারেন।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
পায়েল এম পুরি
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং A16068

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০২.০৯.২০২৫

এসপিএস স্টিলস রোলিং মিলস লিমিটেড

CIN : L51909WB198111PLC034409

রেজি. অফিস : ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৪১এ, এ জেসি বোস রোড, ৮ম তল, রুম নং ৭০১, কলকাতা-৭০০০১৭

ওয়েবসাইট : www.spsgroup.co.in, ইমেল : compliance@shakambharigroup.in, ফোন ০৩৩-৬৬২৫ ৫২৫২

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, এসপিএস স্টিলস রোলিং মিলস লিমিটেড এর সদস্যগণের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে শনিবার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০ টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস - ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৪১এ, এ জে সি বোস রোড ,৮মতল, রুম নং ৭১০, কলকাতা- ৭০০০১৭ ঠিকানায়।

আরও অবগত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির ৪৩তম এজিএম নোটিশ, উপস্থিতির স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং কোম্পানির সদস্যগণের বার্ষিক প্রতিবেদন ইতিমধ্যেই বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি এবং ডিপোজিটরিজের নিকট নথিভুক্ত রয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কোম্পানির এজিএম নোটিশ, ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া উল্লেখকারী এবং ছাপা উপস্থিতির স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম ডাউনলোড করা যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে।

এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণের জন্য কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে শনিবার, রবিবার এবং ছুটির দিন ব্যতীত সকল কাজের দিন সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা এজিএম তারিখ পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

৪৩তম এজিএম নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাব সমূহ রিমোট ই-ভোটিং (অর্থাৎ এজিএম স্থল ব্যতীত অন্য স্থান থেকে ভোট দানের সুবিধা) মাধ্যমে সম্পাদন করা যাবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮ এবং তৎসহ ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ অধীনে এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ সংস্থান অধীনে। ন্যাশনাল সিটিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) কে ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম এর ব্যবস্থার জন্য কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত করা হয়েছে। কোম্পানি এজিএম স্থলে ব্যালট/পোলিং পত্র মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধাও প্রদান করবে এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট দিতে পারেননি কিন্তু সভা উপস্থিত থাকবেন তাদের ব্যালট /পোলিং পত্র মারফত ভোট দেবার সুবিধা পাবেন।

যেসব সদস্যের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে লিপিবদ্ধ থাকবে, তারা রিমোট ই-ভোটিং অথবা বার্ষিক সাধারণ সভাস্থলে ব্যালট/পোলিং পেপারের মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত। বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশ প্রেরণের পর এবং ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (কাট-অফ তারিখ) বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হওয়া যেকোনো ব্যক্তিকে বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশে উল্লিখিত ই-ভোটিং নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে, যা কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

এছাড়াও, এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে সদস্যদের নিবন্ধন ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে।

রিমোট ই-ভোটিং এর সময়কাল বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ শুক্রবার বিকাল ৫ টায় শেষ হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় যোগ দিতে পারবেন তবে পুনরায় সভায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে এনএসডিএল হেল্পডেস্কে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ নম্বরে কল করতে পারেন।

ভোটের ফলাফল ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা শেষ হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল এবং স্ক্রুটিনারের রিপোর্ট অবিলম্বে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.spsgroup.co.in এবং এনএসডিএল এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এই জাতীয় ফলাফল কোম্পানি কর্তৃক কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডেও পাঠানো হবে।

এসপিএস স্টিলস রোলিং মিলস লিমিটেডের পক্ষে
দীপক কুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০০৬৪৬১৫৩

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০২.০৯.২০২৫

সস্তাসুন্দর ভেঞ্চার্স লিমিটেড

CIN : L65993WB1989PLC047002

রেজিস্টার্ড অফিস : আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি (পূর্বতন ক্যামাক স্ট্রিট), কলকাতা - ৭০০০১৭ ফোন : (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩০

ই-মেল : investors@sastasundar.com ●ওয়েবসাইট : www.sastasundarventures.com

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড (ক্ষকোম্পানিক্ষ) এর ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শুক্রবার বিকাল ৩টায় (আইএসটি) ভিডিও-কনফারেন্স ('ভিসি')/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫, সাধারণ সার্কুলার নং - এর সাথে পঠিত প্রযোজ্য বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে। ০৯/২০২৪ তারিখের ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাথে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সাধারণ সার্কুলার (এখন থেকে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের জারি করা সার্কুলার, বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আহ্বানের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার (সেবি সার্কুলার) সহ পঠিত। সভায় অংশগ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের নোটিশে বলা হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত সার্কুলারগুলি মেনে, সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানিটি ২৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি পাঠিয়েছে। যেসব সদস্যের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়, তাদের জন্য একটি চিঠি ডাকযোগে পাঠানো হয়েছে যেখানে কোম্পানির ওয়েবসাইটে বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে এমন ওয়েব-লিঙ্ক রয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sastasundarventures.com, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, https://instavote.linkintime.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট, অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.nseindia.com-এও পাওয়া যাবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পর এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (কাট-অফ ডেট) শুক্রবার বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হতে চাইলে, কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা kolkata@in.mpms.mufg.com ঠিকানায় আরটিএ, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (এমআইআইপিএল)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সকল সদস্যকে অবহিত করা হচ্ছে যে :

ক) ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে;

খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মঙ্গলবার সকাল ৯টায় শুরু হবে;

গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় শেষ হবে;

ঘ) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অথবা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হল শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫;

ঙ) ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকেল ৫.০০ টার পরে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না;

চ) সদস্যরা মনে রাখবেন যে :

- ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫টার পর এমআইআইপিএল কর্তৃক দূরবর্তী ই-ভোটিং বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং সদস্যদের দ্বারা কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পর, সদস্যরা পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না;
- বার্ষিক সাধারণ সভার সময়ও ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়া যাবে এবং ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার সময় উপস্থিত সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে প্রস্তাবে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন;
- বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়া সদস্যরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না; এবং
- যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে নির্দিষ্ট তারিখে লিপিবদ্ধ আছে, কেবল তিনিই ই-ভোটিং এর সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন;
- ডিমেটিরিয়ালাইজড শেয়ারধারী এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (দের) সাথে এটি আপডেট/নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, এবং বাস্তব শেয়ারধারী সদস্যদের https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html উপলব্ধ ফর্ম আইএসআর-১ সহ তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি আরটিএ-তে আপডেট/নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অথবা kolkata@in.mpms.mufg.com এ এমআইআইপিএল, আরটিএ-এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে;
- কোম্পানিটি ভোটদান প্রক্রিয়া (ই-ভোটিং বা অন্যথায়) সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য যাচাইকারী হিসেবে শ্রী রাজ কুমার বাস্থিয়া, প্র্যাকটিস ইন কোম্পানি সেক্রেটারি (সদস্যপদ নং ১৭১৯০ এবং সিপি নং ১৮৪২৮), মেসার্স এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের অংশীদারকে নিযুক্ত করেছে।

ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভায়, যেখানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে, সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার অধিকারী কোনও সদস্য তার পরিবর্তে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন না।

ই-ভোটিং পদ্ধতি ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং এমআইআইপিএল -এর সদস্যদের কাছে পাঠানো ইমেলে উল্লেখ করা আছে। ই-ভোটিং সম্পর্কিত শেয়ারহোল্ডারদের যদি কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে https://instavote.linkintime.co.in-এ উপলব্ধ এফএকিউএস ("এফএকিউএস") এবং Instavote ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখুন, যা https://instavote.linkintime.co.in-এ সহায়তা বিভাগের অধীনে উপলব্ধ, অথবা kolkata@in.mpms.mufg.com-এ একটি ইমেল লিখুন অথবা ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে কল করুন।

ভোটের ফলাফল ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তির দুই কর্মদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন অবিলম্বে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sastasundarventures.com এবং এমআইআইপিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এই ধরনের ফলাফল কোম্পানি কর্তৃক ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং (বিএসই) লিমিটেড (বিএসই) -তেও পাঠানো হবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড
প্রতাপ সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্য নং - এসিএস ২৪০৮১

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ০২.০৯.২০২৫

বিন্দাওয়ালা বানিজ্য লিমিটেড

CIN : L67120WB1981PLC033799

রেজিস্টার্ড অফিস : রুম নং ২১৪, ৩য় তল

৬৪, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১

ইমেল : info@bindawala.com, **যোগাযোগ নং :** ৯৮৩১১-২৬০৬৩

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে **বিন্দাওয়ালা বাণিজ্য লি.**-এর সদস্যদের ৪৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে রুম নং এম-২১৪, ৩য় তল, ৬৪এ, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১ বৃহস্পতিবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ দুপুর ২টায় অনুষ্ঠিত হবে নিম্নলিখিত ব্যবসা পরিচালনা করতে :

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ এবং বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ২০২৪-২৫ ওয়েবসাইট লিঙ্ক www.bindawala.com-এ উপলব্ধ

এতদ্বারা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বার্ষিক সমাপনী অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) উভয় দিন বন্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪৪ নং প্রবিধান এবং সাধারণ সভার সচিবালয় মানদণ্ডের বিধান মেনে, কোম্পানিটি তার সমস্ত সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাবিত সমস্ত প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের জন্য এনএসডিএল এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভায় ('রিমোট ই-ভোটিং') তারিখের আগে অথবা বার্ষিক সাধারণ সভায় ('ই-ভোটিং') এনএসডিএল দ্বারা প্রদত্ত ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারেন।

সদস্যদের আরও জানানো হচ্ছে যে :

(ক) নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত ব্যবসায়িক আইটেম এনএসডিএল দ্বারা প্রদত্ত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে;

(খ) রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে;

(গ) রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫টায় শেষ হবে;

(ঘ) বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর জন্য কাট-অফ তারিখ ('কাট-অফ তারিখ') হল বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫;

(ঙ) নোটিশ পাঠানোর পর যদি কোনও ব্যক্তি শেয়ার কিনে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তাহলে তিনি কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এস.কে. ইনফোসলিউশনস প্রা লি, ডি/৪২ কাটজুনগর, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩২, (শ্রী দিলীপ ভট্টাচার্য ফোন নং ০৩৩-২২১৯ ৬৭৯৭, ইমেল skcdilip@gmail.com) কাছে অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

(চ) উল্লেখ্য যে :
১) উপরে উল্লিখিত সময় এবং তারিখের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না;
২) যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ব্যবহার করে ভোট দেননি, তাদের এজিএম চলাকালীন এনএসডিএল কর্তৃক প্রদত্ত ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হবে;
৩) একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করার পরেও বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় ভোটদানের অনুমতি পাবেন না;
৪) বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং অথবা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা কেবলমাত্র সেইসব ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধ করা হবে যাদের নাম কাট-অফ তারিখে সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপি এবং আরটিএ কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ থাকবে;
৫) বার্ষিক সাধারণ সভা বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে সদস্যদের নির্দেশাবলী অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(ছ) বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bindawala.com এবং এনএসডিএল ওয়েবসাইট - https://www.evoting.nsdl.com-এ প্রদর্শিত হবে।

(জ) রিমোট ই-ভোটিং / ই-ভোটিং সম্পর্কিত সমস্ত চিঠিপত্র / প্রশ্ন / অভিযোগ বিন্দাওয়ালা বানিজ্য লিমিটেডের কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রী লতেশ মেহতাকে রুম নং এম-২১৪, ৩য় তল, ৬৪এ, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১, ইমেল info@bindawala.com, ফোন ০৩৩-৪০০৩০৯০৯ ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারে।

বিন্দাওয়ালা বানিজ্য লি.-এর পক্ষে
ভগবান দাস বিন্দাওয়ালা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০০৩৪২৬৩৯

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০২.০৯.২০২৫

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

CIN: L92419WB1989PLC046487

রেজিঃ অফিস : "ঝিল মিল", সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি কলকাতা-৭০০১০৬

টেলি: (০৩৩) ৬৫২১৫৫২৮/৫৫১৮/৫৫০৪

ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com ই-মেল: niccopark@niccoparks.com

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্ট লিমিটেড (দ্য "কোম্পানি")-এর ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (দ্য "এজিএম")** সভা আহ্বায়ক নোটিসে (দ্য "নোটিস") প্রদত্তমতো কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য **২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বুধবার বেলা ৩:০০টায় আইএসটি ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") অথবা আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস ("ওএভিএম")** -এর মাধ্যমে হবে বলে নির্ধারিত আছে।

এজিএম পরিচালনার পদ্ধতি কোম্পানি আইন, ২০১৩ (**'অ্যাক্ট'**) এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (**'এমসিএ'**) দ্বারা ইস্যুকৃত জেনারেল সার্কুলার (সমষ্টিগতভাবে **'এমসিএ সার্কুলারস'** হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৪/১৩৩ তারিখ ৩ অক্টোবর ২০২৪ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা ইস্যুকৃত (**'সেবি সার্কুলারস'** হিসাবে উল্লেখিত)। উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে, বার্ষিক রিপোর্টের কোনও ফিজিক্যাল কপি প্রেরণ করা হবে না।

উপরে উল্লিখিত সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনের সফ্ট কপি সহ ৩৬তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, ৩১ মার্চ, ২০২৫ সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং নোটিশ শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এন্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ") অর্থাৎ মেসার্স আর এন্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড এর সাথে নিবন্ধিত এবং শেয়ারহোল্ডার যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নয় তারা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এন্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ") অর্থাৎ, মেসার্স আর এন্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড সাথে যোগাযোগ করুন ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত যে সকল সদস্যকে ফিজিকাল কপি এবং নোটিশ ও বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানো আবশ্যক সে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এজিএম বিজ্ঞপ্তি ও ২০২৪-২০২৫ এর বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.niccoparks.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত, অর্থাৎ www.bseindia.com এবং এনএসডিএলের (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানকারী পরিষেবায় নিযুক্ত এজেন্সি) ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com -তেও উপলব্ধ করা হবে।

ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি

কোম্পানি আইন, ২০১৩ -এর ১০৮ ধারার বিধানাবলি এবং প্রযোজ্য অন্যান্য বিধানাবলি যদি থাকে, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ -এর রুল ২০ এবং সেখানের সমশোধনী-সহ এবং সংশোধিতমতো সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং রেগুলেটরি আবশ্যকতার সঙ্গে অন্যান্য সাদৃশ্য অনুসারে সভায় কার্যাদি নিষ্পন্নের সম্পর্কে বৈদ্যুতিনভাবে তাঁদের ভোট প্রদানে যোগ্য সদস্যদের সক্ষম করার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ও এজিএম চলাকালে ই-ভোটিংয়ের সুবিধা দেওয়ার জন্য কোম্পানি এনএসডিএল-এর পরিষেবাকে নিযুক্ত করেছে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত সময়সীমাকালে :

রিমোট ই-ভোটিং শুরু	২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ রবিবার সকাল ৯:০০টা (আইএসটি)
রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্ত	২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার বিকাল ৫:০০টায় (আইএসটি)
ইভিইএন	১৩৬৩১৮

এই সময়ের মধ্যে যে-সব সদস্য কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার মতো ফিজিক্যাল মোড বা ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণ করেন তারা রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোট দিতে পারবেন। এরপরে ভোটদান বন্ধ করার জন্য এনএসডিএল রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেবে। সদস্যদের ভোটদানের অধিকার গণনা করা হবে উক্ত কাট-অফ ডেট -এ তাঁদের নামে রেজিস্টার্ড শেয়ারের আদায়ীকৃত মূল্যের উপর। কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার ধারণ করেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এই নোটিস প্রেরণের পরে এবং শেয়ার ধারণ করেন কাট-অফ ডেট অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ মতো, তাঁরা evoting@nsdl.co.in বা info@rdinfotech.in বা rahul@niccoparks.com -তে অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সদস্যদের জন্য সভায় ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে। কেবল সেইসব সদস্য যাঁরা ভিসি বা ওএভিএমের মাধ্যমে সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং প্রস্তাবের উপর রিমোট ই-ভোটিংয়ে তাঁদের ভোট দেননি বা তা দেওয়ার জন্য অন্য কোনওভাবে নিষিদ্ধ নন, তাঁরা www.evoting.nsdl.com -এর মাধ্যমে এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং পদ্ধতি মারফত ভোটদানের অনুমতি পাবেন। অবশ্য, সদস্য যদি রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়ে থাকেন তবে তিনি সভায় যোগ দিতে পারেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তা পরিবর্তনের বা এজিএম চলাকালীন পুনরায় ভোটদানের অনুমতি পাবেন না। **কোনও সদস্য যদি ইতিমধ্যেই এনএসডিএল-এ রেজিস্টার্ড হয়ে থাকেন, তবে ই-ভোটিংয়ের জন্য বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।**

সদস্যদের জন্য সাধারণ নির্দেশিকা

ভিসি বা ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান করার সুবিধা এজিএম-এর নির্ধারিত সময়ের অন্তত ৩০ মিনিট আগে খোলা হবে এবং এজিএম-এর নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিটের পরে বন্ধ হতে পারে এবং এই সুবিধাটি কমপক্ষে ১০০০ সদস্যের জন্য ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভড এর জন্য উপলব্ধ করা হবে। সদস্যদের, যাদের এজিএমের আগে বা চলাকালীন কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তারা মিস পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল -কে ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ অথবা evoting@nsdl.co.in -তে অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-১০২০-৯৯০/ ১৮০০-২২৪-৪৩০ কল করুন। সিডিএসএল -এর সাথে ডিমেট মোডে সিকিউরিটিজধারী সদস্যরা (০২২) ২৩০৫৮৭৩৮ /(০২২) ২৩০৫৮৫৪২-৪৩ টেলিফোন নম্বরে কল অথবা ই-মেইল আইডি helpdesk.evoting@cdslindia.com তে মেইল করতে পারেন। আরও সহায়তার জন্য, সদস্যরা মেসার্স আর এন্ড ডি ইনফোটেক (পি)লিমিটেড (কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট) এর শ্রী অনুপ মৈত্রের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন (০৩৩) ২৪১৯২৬৪১ অথবা ই-মেইল আইডি info@rdinfotec.com তে।

প্রশ্ন উত্থাপন / ব্যাখ্যা চাওয়ার পদ্ধতি

যেহেতু ভিসি বা ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএম পরিচালিত হচ্ছে, তাই সদস্যরা তাদের মতামত প্রকাশ করতে বা তাদের প্রশ্ন পাঠাতে পারে বা এজিএম সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নিজেদেরকে স্পিকার হিসাবে নিবন্ধিত করতে পারে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সোমবার বিকাল ৪.০০টা (আইএসটি) বা তার আগে তাদের নাম, ফোলিও নম্বর /ডিমেট অ্যাকাউন্ট নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে rahul@niccoparks.com -তে এবং শুধুমাত্র এই ধরনের প্রশ্ন /জিজ্ঞাসা কোম্পানির দ্বারা প্রাপ্ত এজিএম চলাকালীন উল্লেখিত সময় এবং তারিখে বিবেচনা করা হবে এবং উত্তর দেওয়া হবে। সভার চেয়ারম্যান/কোম্পানির সুষ্ঠু এজিএমের পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য প্রশ্নের সংখ্যা, বরাদ্দকৃত সময় এবং বক্তার সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

সদস্যদের এজিএমে যোগদানের জন্য নোটিসে দেওয়া সমস্ত নোট এবং সঙ্গীয় নির্দেশাবলি মনোযোগ দিয়ে পড়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়াও এজিএমের সময়ে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদান পদ্ধতি ইত্যাদিও পাঠযোগ্য।

এই যোগাযোগ কোম্পানির সকল সদস্যদের সুবিধার জন্য ইস্যুকৃত।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
এগজিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্ল্যায়ান্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০২.০৯.২০২৫

বন্যার কবলে পঞ্জাব, জারি সতর্কতা

চণ্ডীগড়, ২ সেপ্টেম্বর: লাগাতার অতিভারী বৃষ্টির জেরে বন্যার কবলে পঞ্জাব। জলের নিচে চলে গিয়েছে পঞ্জাবের বিস্তীর্ণ এলাকা। রিপোর্ট বলছে, বিগত ৩৭ বছরের মধ্যে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে। যমুনার জলস্তর বৃদ্ধির ফলে জারি হয়েছে সতর্কতা। সোমবার বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে, গুরুগ্রামে ১০০ মিমি-র বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন মোদীর

এতটা গুরুতর পরিস্থিতি কখনও তৈরি হয়নি। বেহাল পঞ্জাবকে সামাল দিতে ব্যস্ত কেন্দ্র। চিন সফর সেরে সোমবার দিল্লি ফিরেই পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে ফোন করে গোটা পরিস্থিতির খোঁজখবর নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে রাজধানী দিল্লি ও হরিয়ানাতেও।

লাগাতার ভারী বৃষ্টির জেরে বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে দিল্লি ও হরিয়ানায়। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে যমুনার জল। মঙ্গলবার সকালে যমুনার জল ২০৫.৩৩ মিটারে পৌঁছায়। যার জেরে দিল্লির নিম্নাঞ্চল, বিশেষ করে নদী তীরবর্তী এলাকায় সতর্কতা জারি হয়েছে। একই অবস্থা হরিয়ানায়। গুরুগ্রাম থেকে যমুনানগর পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যে ২ সেপ্টেম্বরও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে। এই অবস্থায় স্কুল, কলেজ ও সরকারি অফিস বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর।

সূত্রের খবর, দিল্লি ফিরেই পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেন প্রধানমন্ত্রী। অতিবৃষ্টি ও বন্যার জেরে পঞ্জাবের বেহাল অবস্থার বিস্তারিত তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রের তরফে সমস্তরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হবে তাঁকে জানিয়েছেন মোদী। রিপোর্ট বলছে, পঞ্জাবের ভয়াবহ বন্যায় এক হাজারের বেশি গ্রাম জলের নিচে চলে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। গৃহহীন লক্ষাধিক মানুষ। নষ্ট হয়ে গিয়েছে হাজার হাজার একর জমির ফসল। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রকে চিঠি লিখে ৬০ হাজার কোটি টাকা সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন মান। পর্যাপ্ত সংখ্যক এনডিআরএফ বাহিনী এবং সেনা শিবির মোতায়েন করে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে কোনও খামতি রাখা হবে না বলে মানকে আশ্বস্ত করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বন্যায় বেহাল অবস্থা হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ডের।

সুদানে ভূমিধসে মৃত হাজার

খারতৌম, ২ সেপ্টেম্বর: ধস নেমে বিধ্বস্ত সুদানের পশ্চিম প্রান্তের দারফুর এলাকা। ভূমিধসে এখনও পর্যন্ত অন্তত ১০০০ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। জীবিত উদ্ধার করা গিয়েছে মাত্র একজনকে। গত রবিবার সুদানের পশ্চিম ভাগে মারা পাহাড়ের একটি গ্রামে ধস নামে। এই এলাকাটি সুদানের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী 'সুদান লিবারেশন মুভমেন্ট'-এর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সোমবার বিদ্রোহী গোষ্ঠী জানিয়েছে, বিপর্যয়ে অন্তত ১০০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ এবং অন্য আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলির কাছে সাহায্য চেয়েছে তারা।

২০২৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধের ফলে সুদানে খাদ্যসঙ্কট ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করেছে। উত্তর দারফুরের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন। গৃহযুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কত জনের মৃত্যু হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। তবে আমেরিকার সরকারি হিসাব অনুসারে, গৃহযুদ্ধ শুরুর পর থেকে গত বছর পর্যন্ত সুদানে দেড় লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়া হয়েছেন অন্তত ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ। এ অবস্থায় ভারী বৃষ্টির জেরে ধস নামায় সুদানের পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠল।

আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত এই দেশটির পশ্চিম ভাগের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সোমবার ওই বিদ্রোহী গোষ্ঠী জানিয়েছে, একটি গোটা গ্রাম মাটিতে মিশে গিয়েছে। এ অবস্থায় অনেক নারী-পুরুষ ও শিশুর দেহ চাপা পড়ে থাকার আশঙ্কা করছে তারা।

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the **WB/BIR/BSB/KGP/NIET-7/2025-26 Dated 29/08/2025** which is uploaded in the website **http://wbtenders.gov.in.**
Fund Name, OSR
Last date of submission- **10/09/2025 upto 9 A.M**
Visit the Said Website to know more details .
Thanking you.
Sd/- Prodhan
Kankalitala Gram Panchayet

Howrah Municipal Corporation
Borough-III
50, Panchanantala Road, Howrah-711101
Ph: 033-2640-4049/6292299603
TENDER NOTICE
NIT No.: TN/001/AE/B-III/25-26, Date: 02.09.2025
For details of N.I.T. Please refer to notice board of Borough-III & also H.M.C. Wbsite **www.myhmc.in** & **wbtenders.gov.in**. Bid submission starting date : **02.09.2025 at 06.00 P.M. (On-Line).** Bid submission closing date : **10.09.2025 at 06.00 P.M. (On-Line).**
Sd/- Assistant Engineer
Borough-III, H.M.C.

Notice Inviting e-Tender

NIT NO-JOY2/11 of 2025-26 Dt.- 01.09.2025. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-tender of 6 nos. of Work vide **Tender Id: 2025_ZPHD_888353_1 to 2025_ZPHD_888353_6** and last date of bid submission is **12.09.2025.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/268/25-26 Dated 21.08.25	Construction of Surface Drain & Culvert 1)From H/O Tarak Shaw To Boro Thakur Mandir 2)From H/O Anil Chandra To H/O Ashok Sharma 3)From H/O Gunadhar Sarkar To H/O Nirmal Das, 4)From Madam School To H/O Sukesh Via H/O Kaliram, In Ward No-35 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 6,56,591.00

Bid Submission end date is being extended from **01.09.2025 at 11-00 hrs to 08.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/314/25-26 Dated 01.09.25	Repairing & Restoration of road at different places at Ward No-17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.15,61,594.00
WBMAD/ULB/RSM/315/25-26 Dated 01.09.25	Repairing & Restoration Work Of Road At Surya Sen Block, Promod Nagar & Battala Bazar To Payara Bagan In Ward No.- 24 Under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 14,53,579.00
WBMAD/ULB/RSM/316/25-26 Dated 01.09.25	Repairing and Restoration of damage road at K.C. Bose Road,Pragati Pally and Gandhi Para Road at Ward No-19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 18,60,071.00

Bid Submission end date: **18.09.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 44/WS/Eng/25 Dt. 02-09-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

2nd Call 2nd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 26/WS/Eng/25 Dt. 03-06-25
Bid Submission period: 10.09.25 instead of 01.09.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Sahajadapur Gram Panchayat
Dakshin Bijaynagar, Joynagar-II, South 24 Parganas
Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 48 Nos. scheme vide **NIT No: 180/SAHA/APAS/SAN-I/25-26, 181/SAHA/APAS/SAN-II/25-26, 182/SAHA/APAS/SAN-III/25-26, 183/SAHA/APAS/SAN-IV/25-26, 184/SAHA/APAS/SAN-V/25-26 & 185/SAHA/APAS/SAN-VI/25-26, Dated- 01.09.2025.** Documents Downloaded/Sale & Bid Submission Start date : **03.09.2025 from 11:00 AM** and Closing date (Online) : **13.09.2025 up to 12:00 Noon.** Tender opening date(Online): **15.09.2025 on 02:00 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in Tender id: 2025_ZPHD_896890_(1-7), 2025_ZPHD_896927_(1-7), 2025_ZPHD_896983_(1-8), 2025_ZPHD_897054_(1-9), 2025_ZPHD_897395_(1-9) & 2025_ZPHD_897507_(1-8)** also available at undersigned G.P.
Sd/-
Pradhan
Sahajadapur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেপিএ-ইআরএস-ওটি-০৩এ-২৫-২৬ তারিখঃ ৩০.০৮.২০২৫। ডে. চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক ই-টেন্ডারের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নংঃ কেপিএ-ইআরএস-ওটি-০৩এ-২৫-২৬, বিবরণ ঃ** "৩-ফেজ লোকোমোটিভের ই৭০ ব্রেক প্যানেল এবং ব্রেক কন্ট্রোলারের মেরামত/ওভারহলিং, পরিমাণ - ৩৬টি"; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ৭,১২,২৪,০৩৯.০০ কেবলমাত্র জিএসটি এবং অন্যান্য সমস্ত চার্জ সহ; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৯.২০২৫ দুপুর ৩ টায়। **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ**১২ মাস। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিবরণ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www.ireps.gov.in** টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং যদি কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া যায় তবে তা গ্রহণ করা হবে না এবং তা সরাসরিই প্রত্যাখ্যান করা হবে। MISC-188/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work :- **04 nos. water supply scheme on Sinking of deep tube well and installation of sub-mersible pump at ward no. 10, 13, 16 & 17 within Ghatal Municipality as per NIT No. : WBMAD/GHATAL/NIT-6e/2025-26, Tender ID: 2025_MAD_897027_1 to 4 & Supply of electrical Materials for maintenance of Street light of Ghatal Municipality for one Year as per NIT No. : WBMAD/GHATAL/NIT-7e/2025-26, Date: 02.09.2025, Tender ID: 2025_MAD_897425_1.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

---

adventz

ADVENTZ SECURITIES ENTERPRISES LIMITED

CIN : L36993WB1995PLC069510
Regd. Office : Hongkong House, 31, B.B.D. Bagh (S), Kolkata - 700 001
Tel : +91 33 2248 8891/92, **Email :** corp@poddarheritage.com
Website : www.poddarheritage.com

NOTICE OF 41ST ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND INFORMATION ON E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Friday, 26th September, 2025 at 03:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing ("VC") facility / Other Audio Visual Means ('OAVM').

The Annual Report along with the Notice of the Meeting setting out the Ordinary and Special businesses to be transacted thereat together with the Audited Standalone and Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2025, Auditors Report and Directors Report have been sent to the members whose name appears on the Register of Members, electronically to those with registered email ID and physically to the rest on their registered addresses.

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available on the Company's website http://www.poddarheritage.com and www.cdslindia.com along with the website of the Stock Exchanges, i.e., wwwe.msei.in, www.cse-india.com where the Company is listed and copies of the said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays during business hours up to the date of meeting.

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, ('the Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, **the Register of Members will remain closed from Friday, 19th September, 2025 to Friday, 26th September, 2025 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meeting ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, as amended from time to time, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to all its Members to cast their vote on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) provided by CDSL and the business may be transacted through such remote e-voting. **The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date of Thursday, 18th September, 2025.** Any person who is a Member of the Company as on the cut-off date, holding shares in either dematerialized or physical form, is eligible to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM, using remote e-voting.

Commencement of e-Voting	From 9:00 A.M. (IST) on Monday, September 22, 2025
End of e-Voting	Up to 5:00 P.M. (IST) on Thursday, September 25, 2025

During this period, Members may cast their votes electronically. Members who have cast their vote by remote e-Voting, can attend / participate in the AGM through VC / OAVM, but they shall not be entitled to cast their vote again. The facility of e-Voting shall also be made available to the members participating in the AGM through VC / OAVM. Only those members, who are attending the AGM through VC / OAVM facility, and have not cast their vote through remote e-Voting, shall be allowed to vote through e-Voting at the AGM.

A person who has acquired shares and become a member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to CDSL. However if such person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password may be used for casting votes. For any queries / grievances, in relation to remote e-voting, Members may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent at the address / telephone Nos. : Zuari Finserv Limited, Registrar & Share Transfer Agent, (Unit : Adventz Securities Enterprises Limited), Plot No. 2, Zamrudpur Community Centre, Kailash Colony Extension, New Delhi - 110048. Contact No. : (011) 46474000, 48513300 www.zuarimoney.com, E-mail : zfl@adventz.zuarimoney.com with a copy to cs.asel@poddarheritage.com.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself / herself and the Proxy need not be a member of the Company. The Instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

The facility to join the AGM through VC / OAVM shall be opened 15 minutes before the scheduled time of the AGM and shall be kept open throughout the proceedings of the AGM.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at Toll Free No. : 1800 22 55 33.

Further, in pursuance of the Master Circular No. : SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India, members holding shares in physical form are requested to furnish PAN, nomination, contact details (Postal Address with PIN and Mobile Number), Bank Account details and specimen signatures for their corresponding folio number(s).

In case any of the aforesaid documents / details are not available in the records of the Company / STA, members shall not be eligible to lodge grievance or avail any service request from the STA, until they furnish aforesaid KYC details / documents.

For Adventz Securities Enterprises Limited
Sd/-
Devendra Khemka
Manager & Chief Financial Officer

Date : August 28, 2025
Place : Kolkata

KCI

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L24110WB1960PLC024910, ফোন : (০৩৩) ৪০৩১ ৩২০০
রেজিস্টার্ড অফিস: 'কেসিআই প্লাজা', ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ইমেইল- investor@kanoriachem.com ওয়েবসাইট- www.kanoriachem.com

৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হচ্ছে যে, **কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের ৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী **২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫, শুক্রবার, সকাল ১১.০০টায় ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি)**/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় সদস্যদের কোনো সাধারণ স্থানে সশরীরে উপস্থিত থাকা ছাড়াই নোটিশে উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে। সভার স্থান হিসেবে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস, অর্থাৎ 'কেসিআই প্লাজা', ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৯-কেই ধরা হবে। এই সভা কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (ক্ষ্মঅ্যাক্টক্ষ্ম) এবং তার অধীন প্রণীত বিধিমালা, এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস') এবং সেই সঙ্গে কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক ('এমসিএ') ও সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') দ্বারা জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার, যার মধ্যে সবশেষ যথাক্রমে সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং (EBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ০৩রা অক্টোবর, ২০২৪ ('সার্কুলার')-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনুষ্ঠিত হবে।

উপরের সার্কুলারগুলো মেনে, ৬৫তম এজিএম-এর নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ কোম্পানির সব শেয়ারহোল্ডারের ই-মেইল ঠিকানায় ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(স)-এর কাছে নথিভুক্ত আছে। ৬৫তম এজিএম-এর নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট https://a.storyblok.com/f/209888/x/8a434d5b8f/65th-agm-notice.pdf এবং https://a.storyblok.com/f/209886/x/69a9041918/year-2024-25.pdf-এ এবং সেই সঙ্গে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ('এনএসই')-এর ওয়েবসাইট www.nseindia.com-এ এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল')-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাবে।

যে সব সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(স)-এর কাছে নথিভুক্ত করেননি (ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরাও এর মধ্যে পড়েন), তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এই বিজ্ঞাপনের প্রকাশের ৩ দিনের মধ্যে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করার জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশগুলো মেনে চলুন, যাতে তারা বার্ষিক রিপোর্ট এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন তথ্য পেতে পারেন

১. যদি শেয়ার ফিজিক্যাল মোডে থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) ইমেইল করুন রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট, সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি) লিমিটেড-কে rta@cbmsl.com-এ।
২. যদি শেয়ার ডিম্যাট মোডে থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে ডিপিআইডি-সিএলআইডি (১৬ ডিজিটের ডিপিআইডি+সিএলআইডি বা ১৬ ডিজিটের বেনিফিশিয়ারি আইডি), নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা কনসলিডেটেড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের কপি, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) পাঠান রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট, সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি) লিমিটেড-কে rta@cbmsl.com-এ।

অ্যাক্ট-এর ধারা ১০৮ এবং তার অধীন প্রণীত নিয়মাবলী, জেনারেল মিটিং সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস - ২ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪-এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের ৬৫তম এজিএম-এ পেশ করা প্রস্তাবগুলোর উপর রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এর সময় ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা দিতে পেরে আনন্দিত। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়ার এবং রিমোট ই-ভোটিং ও এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া আছে। কোম্পানি এনএসডিএল-কে রিমোট ই-ভোটিং, ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং-এর সুবিধা দেওয়ার জন্য এজেন্সি হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

যে সব সদস্যের নাম কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস-এ বা ডিপোজিটরি দ্বারা রাখা বেনিফিশিয়াল ওনারস-এর রেজিস্টারে কাট-অফ ডেট অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫, শুক্রবার পর্যন্ত থাকবে, শুধুমাত্র তারাই রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে যোগ দিতে এবং ভোট দিতে পারবেন। যে কোনো ব্যক্তি যিনি নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার কেনেন এবং কাট-অফ ডেট অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫, শুক্রবার পর্যন্ত শেয়ার ধরে রাখেন, তিনি evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি তিনি/তিনি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য এনএসডিএল-এর কাছে নথিভুক্ত থাকেন, তাহলে তিনি তার বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোট দিতে পারবেন। যে ব্যক্তি কাট-অফ ডেটে সদস্য নন, তিনি এজিএম-এর নোটিশটি শুধু তথ্যের জন্য বিবেচনা করবেন।

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা https://www.evoting.nsdl.com-এ শেয়ারহোল্ডার/সদস্য লগইনের অধীনে তাদের রিমোট ই-ভোটিং ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করে লগইন করুন। সদস্যরা সভার নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল শুরু হবে ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫, মঙ্গলবার, সকাল ৯.০০টায় এবং শেষ হবে ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫, বৃহস্পতিবার, বিকেল ৫.০০টায়। এর পর এনএসডিএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে সব সদস্য সভায় উপস্থিত থাকবেন, কিন্তু রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তাদের সভায় ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার জন্য এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং-এর সুবিধা দেওয়া হবে।

এছাড়াও, ২২শে আগস্ট, ২০২৫, শুক্রবার, কাট-অফ ডেটে যে সব শেয়ারহোল্ডার তাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি/আরটিএ-এর কাছে নথিভুক্ত করেননি, তাদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে।

যে সব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকার যোগ্য হবেন। তবে, তারা সভায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন না।

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া সব নোট এবং বিশেষ করে এজিএম-এ যোগ দেওয়ার, রিমোট ই-ভোটিং/এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

যে সব সদস্যের এজিএম-এর আগে বা চলাকালীন কোনো সহায়তার প্রয়োজন, তারা টোল ফ্রি নং-০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০-এ কল করতে পারেন অথবা মিসেস পল্লবী মাহত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার-কে evoting@nsdl.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
প্রতিভা জয়সওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং: ACS 33981

তারিখ: ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫
স্থান: কলকাতা

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45209WB1924PLC004969
রেজিঃ অফিস: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপিয়র সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন: ০৩৩-২৩০১ ১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৯ ১৪৬৮
ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com
ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

কোম্পানির ১০৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, মেসার্স সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর সদস্যদের ১০৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টায় ভিডিও কনফারেন্স ('**ভিসি**')/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস ('**ওএভিএম**') সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (দ্য অ্যাক্ট) প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলস এবং জেনারেল সার্কুলার ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইসু করা (সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলারস" হিসেবে উল্লিখিত) এবং সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") তৎসহ পঠিত সেবি সার্কুলার তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর ২০২৩ এবং ৩ অক্টোবর ২০২৪ ("সেবি সার্কুলার") -সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়া অনুষ্ঠিত হবে।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের শর্তাবলী অনুসারে, কোম্পানির এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ, ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের বিবৃতি এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদনসমূহ প্রেরণ বৈদ্যুতিন মোডে পাঠানো হয়েছে ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ কেবলমাত্র সেই সদস্যদের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) -এর সাথে নিবন্ধিত রয়েছে। উপরোক্ত এমসিএ এবং সেবি বিজ্ঞপ্তিগুলির মাধ্যমে এজিএমের নোটিশের ফিজিক্যাল অনুলিপি প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিতরণ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত ডকুমেন্টগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.simplexinfra.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ অর্থাৎ **www.bseindia.com**, **www.nseindia.com**, **www.cse-india.com** এবং এনএসডিএল **www.evoting.nsdl.com** -তে পাওয়া যাবে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েবলিঙ্ক সম্বলিত একটি চিঠি সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) সাথে নিবন্ধিত নয়।

নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এই নোটিশ প্রচারের তারিখ থেকে এজিএমের তারিখ অবধি বৈদ্যুতিন মোডে নিরীক্ষণ করার জন্য উপলব্ধ থাকবে। সদস্যদের অনুরোধ করা হয়েছে উক্ত নথির নিরীক্ষণ করার জন্য কোম্পানিকে **secretarial.legal@simplexinfra.com** -তে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে।

এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটদান এবং ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী

সময়ে সময়ে সংশোধিত মত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ অনুসারে, সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড সাধারণ সভায় দ্য ইন্সিটিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়ার জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ("এসএস-২") সেবি লিস্টিং রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, সংস্থাটি এজিএম-এ লেনদেনের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সদস্যদের ভোট প্রয়োগের সুবিধা কোম্পানি প্রদান করেছে এবং এজন্য সংস্থাটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার্থে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) -কে নিযুক্ত করেছেন। "কাট-অফ ডেট" অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ অনুযায়ী ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালইজেড ফর্মের শেয়ার ধারণকারী সদস্য **www.evoting.nsdl.com** -তে এনএসডিএলের ("রিমোট-ই-ভোটিং") বৈদ্যুতিন ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএমের নোটিশে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে :

ক) এজিএমের নোটিশে বর্ণিত সাধারণ ও বিশেষ ব্যবসায় কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
খ) রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫.০০টায় শেষ হবে, এরপরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি অক্ষম করা হবে ভোটদানের জন্য। কোনও রেজুলেশনে ভোট দেওয়ার পরে সদস্য পরবর্তী সময়ে এটি সংশোধন করতে পারবেন না।
গ) মিটিং এর সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও সরবরাহ করা হবে এবং সভায় অংশ নেওয়া সদস্যগণ যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি তারা সভার সময় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। সদস্যদের ভোটাধিকারটি কাট-অফ তারিখ হিসাবে, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সংস্থার পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনের অংশের সমানুপাতিক হবে।
ঘ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে যে সদস্যরা তাদের ভোট(গুলি) দিয়েছেন তারাও এজিএমে যোগ দিতে পারবেন তবে তারা আবার এজিএমে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
ঙ) যে কোনও ব্যক্তি নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখ অনুসারে শেয়ার রাখার পরে কোম্পানির শেয়ারগুলি অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য তারা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডটি **evoting@nsdl.co.in** -তে একটি অনুরোধ প্রেরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত করতে পারবেন। তবে যদি কোনও ব্যক্তি ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএলে ইতিমধ্যে নিবন্ধভুক্ত থাকেন তবে বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। কাট-অফ তারিখ হিসাবে সদস্য না থাকা কোনও ব্যক্তিকে কেবল তথ্যের জন্য এজিএমের নোটিশটি গ্রহণ করা উচিত। ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত লগইন শংসাপত্রগুলি ভিসি/ওএভিএম -এর মাধ্যমে এজিএমগুলিতে অংশ নিতে ব্যবহৃত হতে পারে।
চ) কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধকরণ এবং স্থানান্তর বই শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে।
ছ) কোম্পানি শ্রী অতুল কুমার লভ -কে, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (এফসিএস - ৪৮৪৮ / সিপি - ৩২৩৮) কলকাতা, কাজ করার জন্য, ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করেছে।
জ) মিটিং চলাকালীন রিমোট ই-ভোটদান এবং ই-ভোটিংয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন /অভিযোগের ক্ষেত্রে আপনি 'ডাউনলোডস' বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং 'ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন **www.evoting.nsdl.com** -তে। সভার আগে/সময় যাদের প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন, এমন সদস্যরা **evoting@nsdl.co.in** -তে একটি অনুরোধ পাঠাতে বা টোল ফ্রি নম্বর ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ ব্যবহার করতে পারেন অথবা যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অমিত বিশাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট/শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার এনএসডিএল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, কমলা মিলস কমপাউন্ড সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বাই - ৪০০ ০১৩ নির্ধারিত ইমেল আইডিতে: **AmitV@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in** বা টেলিফোন নম্বরে ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০।

সদস্য যারা তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত করেননি তাদেরকে নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করতে এবং ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করা সদস্যরা বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে সদস্যের ইমেল আইডি, প্যান কার্ডের স্ক্যানকৃত অনুলিপি এবং কোনও ঠিকানার প্রমাণের (যেমন, আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইত্যাদি) স্ব স্বীকৃত অনুলিপি সহ স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র, ঠিকানা, ফোলিও নং, মোবাইল নং এবং ইমেল আইডি উল্লেখ করে **secretarial.legal@simplexinfra.com** অনুরোধ পাঠিয়ে ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার /আপডেট করতে পারেন বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
বি.এল. বাজোরিয়া
সিনিঃ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৫এফ এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
হেড অফিস: ৩০৪, সাদার্ন পার্ক, সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, সাকেত, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
টেলিফোন নং: ০১১-৪২৬৫ ৪২৬৫
অফিশিয়াল ই-মেইল: investorrelations@ashianahousing.com
ওয়েবসাইট www.ashianahousing.com
CIN : L70109WB1986PLC040864

এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির **৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)** আগামী **২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫, বৃহস্পতিবার, বেলা ১১.৩০ মিনিটে** ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি) বা অন্য কোনো অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভা কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং তার অধীন প্রণীত বিধিমালা, এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সব প্রযোজ্য নিয়ম মেনে চলবে। একই সঙ্গে, এতে কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক (এমসিএ), ভারত সরকার কর্তৃক যথাক্রমে ০৮ই এপ্রিল, ২০২০, ১৩ই এপ্রিল, ২০২০, ০৫ই মে, ২০২০, ১৩ই জানুয়ারি, ২০২১, ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২১, ০৫ই মে, ২০২২, ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩, এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর সাধারণ সার্কুলারগুলো এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক যথাক্রমে ১২ই মে, ২০২০, ১৯শে জানুয়ারি, ২০২১, ১৩ই মে, ২০২২, ০৫ই জানুয়ারি, ২০২৩, ০৭ই অক্টোবর, ২০২৩, ০৩রা অক্টোবর, ২০২৪, এবং ০৫ই জুন, ২০২৫-এর সার্কুলারগুলোও অনুসরণ করা হবে। এই সভায় বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

উপরের সার্কুলারগুলো অনুসারে, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্টের ইলেকট্রনিক কপিগুলো সেই সব সদস্যের ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে, যা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(স)-এর কাছে নথিভুক্ত আছে। এই নোটিশ এবং বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ashianahousing.com**-এ এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ও বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যথাক্রমে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.cm** এও পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে। কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ৯১ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ অনুযায়ী, আপনাদের জানানো হচ্ছে যে, আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য এবং ৩১শে মার্চ, ২০২৫-এ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের ডিভিডেন্ড পাওয়ার যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের রেকর্ড রাখার জন্য (যদি সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন মেলে), কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত (এই দুটি দিনসহ) বন্ধ থাকবে। যে সব শেয়ারহোল্ডারের নাম ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫, বৃহস্পতিবার, ব্যবসার সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত বেনিফিশিয়াল ওনারস হিসেবে বইতে থাকবে, তারাই ডিভিডেন্ড পাওয়ার যোগ্য হবেন। সেবি সার্কুলার অনুসারে, যে সব শেয়ারহোল্ডার অনুরোধ জানাবেন, তাদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্টের ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হবে।

যে সব শেয়ারহোল্ডার তাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে নথিভুক্ত করেননি, অথবা ডিভিডেন্ড পাওয়ার জন্য তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট করেননি, তারা দয়া করে এই নির্দেশগুলো অনুসরণ করুন-

ক) যারা ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধরে রেখেছেন, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা তাদের বিবরণ, ই-মেইল আইডি, ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, মোবাইল নম্বর এবং স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর (প্যান)-এর স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি নথিভুক্ত/আপডেট করার জন্য আমাদের রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে নির্ধারিত ফর্ম আইএসআর ১ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্ম পূরণ করুন। ঠিকানা- বিটাল হাউস, তৃতীয় ফ্লোর, ৯৯ বিহাইন্ড লোকাল শপিং সেন্টার, মাদানগির, দিল্লি-১১০ ০৬২। ফর্ম আইএসআর ১ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত ফর্মের ফরম্যাটগুলো কোম্পানির ওয়েবসাইটে **https://www.ashianahousing.com/real-estate-investors/financial-reports/**-এ পাওয়া যাবে।
খ) যারা ইলেকট্রনিক মোডে শেয়ার ধরে রেখেছেন, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা কোম্পানির কাছ থেকে সব যোগাযোগ ইলেকট্রনিকভাবে পাওয়ার জন্য তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপিএস)-এর কাছে তাদের ই-মেইল আইডি নথিভুক্ত/আপডেট করুন।
গ) শেয়ারহোল্ডার যে ব্যাংক শাখায় ডিভিডেন্ড পেতে চান, সেই শাখার নাম, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ধরন, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমআইসিআর কোড, আইএফএসসি কোড এবং প্রথম ধারকের নামসহ একটি বাতিল চেকের স্ক্যান কপি কোম্পানিকে **investor-relations@ashianahousing.com**-এ অথবা বিকল্পভাবে **beetal@beetalfinancial.com**-এ পাঠান।

ই-ভোটিং সুবিধা:

কোম্পানি তার সব সদস্যকে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলোর ওপর ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার জন্য এনএসডিএল-এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ("রিমোট ই-ভোটিং") দিতে পেরে আনন্দিত। এছাড়াও, কোম্পানি সভার সময়ও রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা রাখবে।

রিমোট ই-ভোটিং ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫, সোমবার, সকাল ০৯.০০টা থেকে শুরু হবে এবং ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫, বুধবার, বিকেল ০৫.০০টায় শেষ হবে।

রিমোট ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য কাট-অফ ডেট হলো ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫, বৃহস্পতিবার। যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ ডেটে রেজিস্টার অফ মেম্বারস বা ডিপিস কর্তৃক রাখা বেনিফিশিয়াল ওনারস-এর রেজিস্টারে থাকবে, শুধুমাত্র তিনিই রিমোট ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং-এর সুবিধা নিতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি:

ক) সদস্যগণ বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে বিস্তারিত পদ্ধতি অনুযায়ী রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেম এবং এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে সভার নির্ধারিত বিষয়গুলোর ওপর তাদের ভোট দিতে পারবেন।
খ) সদস্যগণ উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে তাদের ই-মেইল ঠিকানা সফলভাবে নথিভুক্ত করার পর রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন ক্রেডেনশিয়াল তাদের ই-মেইলে পাঠানো হবে।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫, বুধবার, বিকেল ০৫.০০টার পর রিমোট ই-ভোটিং আর করা যাবে না। যে সব সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন, তারা ভিডিও কনফারেন্স/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারেন, কিন্তু বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে আবার ভোট দিতে পারবেন না।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধার সঙ্গে সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিবরণ বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত আছে।

ফিন্যান্স অ্যাক্ট ২০২০ অনুযায়ী, ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে ডিভিডেন্ড ইনকাম শেয়ারহোল্ডারদের জন্য করযোগ্য। কোম্পানিকে নির্ধারিত হারে শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া ডিভিডেন্ড থেকে উৎসে কর কেটে নিতে হবে। বিভিন্ন ক্যাটাগরির জন্য নির্ধারিত হারের ব্যাপারে জানতে ফিন্যান্স অ্যাক্ট, ২০২০ এবং এর সংশোধনগুলো দেখতে পারেন। শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা তাদের আবাসিক ঠিকানা, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর, আধার এবং প্যান ডিপির কাছে (যদি শেয়ার ইলেকট্রনিক ফর্মে থাকে) এবং আরটিএ অর্থাৎ বিটাল ফিন্যান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে (যদি শেয়ার ফিজিক্যাল ফর্মে থাকে) আপডেট করুন, যাতে টিডিএস-এর নিয়মগুলো মেনে চলা যায়।

পর্ষদের আদেশ অনুসারে
আশিয়ানা হাউজিং লি.-এর পক্ষে
স্বা/- নিতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ০২.০৯.২০২৫

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

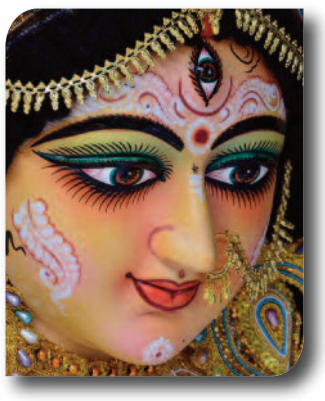

একদিন ঘুরে ট্যুরে

ঘাটশিলা এবং কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ শামসুল হক

হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে মাত্র ঘন্টা চারেকের জার্নি। মাঝ রাতের সময়টুকু মোটামুটি আধ ঘুম অবস্থায় চলন্ত গাড়ির মধ্যে কাটিয়ে ভোরের একটু আগে যখন ঘাটশিলা স্টেশনে পৌঁছালাম তখন ও ঘুম ভাঙেনি সেখানকার মানুষজনের। তার মাঝেই ছোট্ট কোলাহল এবং পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজ শুনতে শুনতে কেটে গিয়েছিল কিছুটা সময়ও। তারপর পুবের আকাশ একটু সাদা হলে একটা অটো ধরে সোজা চলে গিয়েছিলাম আমার অতি প্রত্যাশিত সেই তীর্থভূমি সুবর্ণরেখাই তীরে।

হ্যাঁ, একেবারে সরাসরিই চলে গিয়েছিলাম সেখানে। সঙ্গে তেমন কিছু লটবহর ছিল না বলে কোন রকম অসুবিধার মুখোমুখিও হতে হয়নি। অটো থেকে নেমে সোজা চলে গিয়েসেছিলাম বালুচরে। না, সোনা খোঁজার জন্য নয়। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে সোনার চেয়েও মূল্যবান সেটা বুঝেই কোন রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই সোজা হাজির হয়েছিলাম সেখানে। আর সেটা শুধু আমি কেন, অনুভব করেন ভ্রমণ রসিক যে কোন মানুষজনই। এই ঘাটশিলার কথা, সুবর্ণরেখার কথা মনে পড়লেই মনে পড়ে যায় অমর কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও। এই নদীর স্নিগ্ধ রূপ এবং সেইসঙ্গে তার দুই তীরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতেই তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর অজস্র কথা এবং কাহিনীও। তাঁর আরণ্যক উপন্যাসের কথা মনে পড়লেই মনে পড়ে যায় ফুলডুংরীর কথাও। অতি নির্জন সেই স্থানের আবার দেখা মিলবে মাত্র দুই আড়াই কিলোমিটার দূরত্বেরই মধ্যে। সেখানে আছে শাল, পিয়ালের গহন অরণ্য। পথের দুই ধারে আবার দেখা মেলে হরেক বর্ণের ফুলের সমাহার ও। কিছু চেনা এবং অচেনা ফুলের গাছ যে সেই অঞ্চলের এক অনন্য সম্পদও, সকলে সেটা একবাক্যে স্বীকারও করেন।

একটু দূরেই আছে ধারাগিরি ফলস। তার স্নিগ্ধ জল ধারায় মুগ্ধ ও হতে হবে সকলকে। গ্রীষ্মকালে অবশ্য বদলে যায় তার নিজস্ব রূপ। আর সেটা ঘটে জলের ঘাটতির কারণেই। বর্ষার কিন্তু তার অন্য মূর্তি। তখন তার দুরন্ত গতি এবং দুর্দান্ত ঢেউ দেখে ঝলসে ওঠে কবির কলমও।

কাছাকাছি আছে রুক্মিণী দেবীর মন্দির। ঘাটশিলা গেলে সেখানেও ছুটে যান অনেকে। মন্দির ছাড়াও সেখানকার অন্যতম আকর্ষণ হল পঞ্চপান্ডব পাহাড়।কথিত আছে সেখানে দ্রৌপদী সহ পাণ্ডবদের পাঁচ ভাই সেখানে কিছুদিন ছিলেন। একটা মন্দির আছে সেখানেও। কাছাকাছি আছে পঞ্চপাণ্ডব ঘাট। এখানকার অন্যতম আর এক আকর্ষণ হল গৌরী কুঞ্জ। সেটাকে আবার চিহ্নিত করা হয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা সংগ্ হশালা হিসেবেও। তিনি সেটা নির্মাণ করেছিলেন তাঁর স্ত্রী গৌরী বন্দোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার্থেই। আর তাঁর শেষ জীনটাও কেটেছিল সেখানেই। তার পাশে তৈরি অপুর পাঠশালাও তৈরি হয়েছিল তাঁর ই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে।

ঘাটশিলার বনভূমি এবং সুবর্ণরেখার জলধারা দেখতে দেখতেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছেন অনেক উপন্যাস এবং ভ্রমণ কাহিনীও। তাঁর আমলের অনেক লেখক ও সময় পেলেই ছুটে আসতেন তাঁর কাছে। তাতে মন ও ভালো থাকত তাঁর। আর সেখানে থাকতে থাকতেই ১৯৫০ সালের পয়লা নভেম্বর হঠাৎ হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি এবং বিদায় নেন তাঁর নিজস্ব জগৎ এবং এই পৃথিবী থেকেও। এখানকার পঞ্চপাণ্ডব ঘাটেই সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্যও।

ঘাটশিলায় আছে থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থাও। মেলে সব ধরণের হোটেলও। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশন অতিথিশালার মতো একটা প্রতিষ্ঠান ও যে ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের কাছে অতি আকর্ষণীয় একটা আশ্রয়স্থল, সেটাও স্বীকার করেন সকলে। তাই হাতে দু একদিন সময় থাকলে ঘুরে আসা যেতে পারে সেই মহান সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত সেই স্থানে।

ঐতিহ্য বহনকারী রামেশ্বর মন্দিরে শিবের আরাধনা

আরো খবর প্রতিবেদন: অনেক তো হল পাহাড়, সমুদ্র ও জঙ্গলে ভ্রমণ। এবার তবে চলুন যাওয়া যাক ঝাড়গ্রামের এক প্রাচীন ঐতিহ্য বহনকারী মন্দির রামেশ্বরএ। যেখানে রয়েছে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ। এই মন্দিরের পরতে পরতে কেবলই পাবেন ইতিহাসের ছোঁয়া। বহু প্রাচীন এই মন্দির। এই মন্দিরে একবার আসলে মন ভরে মহাদেবকে নিজের মনের কথা জানানে তা একদিন অবশ্যই পূরণ হবে, এমনই কথা প্রচলিত আছে।

ঝাড়গ্রাম থেকে ৬৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সুবর্ণরেখা নদী। এই নদী পেরিয়েই রয়েছে রামেশ্বর শিব মন্দির। কালের অভাবে সাদা ধবধবে এই মন্দির ইদানিং কালে মন্দিরের দেওয়ালে পড়ে গিয়েছে কালো ছোপ। সুবর্ণরেখা নদীর নাম দেওয়ার মূলে রয়েছে এই নদীর বালিতে নাকি স্বর্ণ রেণু পাওয়া গিয়েছিল। বড্ড মায়াবী পরিবেশ এই মন্দির সংলগ্ন চত্বর। বহু প্রাচীন কাল থেকে এই মন্দির ঐতিহ্য বহন করে আসছে। কথিত আছে রামচন্দ্র যখন ১৪ বছর বনবাসে ছিলেন সেই সময় নাকি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। লোকমুখে এও শোনা যায় শিব চতুর্দশীতে এই মন্দির স্থাপিত হয়। এই মন্দিরের ভিতরে রয়েছে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ। প্রতিবছর শিব চতুর্দশীতে মহা ধুমধাম করে এখানে পূজা পার্বণ হয়ে থাকে। মেলাও বসে। এই মন্দির তৈরি হয়েছে সাদা পাথর দিয়ে। এই মন্দিরের গা ঘেঁষে রয়েছে একটি বিরাট কাঁঠাল গাছ। এই গাছকেও নিয়মিত পুজো করে থাকেন স্থানীয়রা। এই কাঁঠাল গাছের বয়স নাকি ৫০০ বছরেরও বেশি। এই মন্দির চত্বরে রয়েছে ভোগমণ্ডপ ও নাটমন্দির। মন্দিরের মধ্যে রাখা আছে পাথরের তৈরি ষাঁড়। দেবাদিদেব মহাদেব যেখানেই থাকবেন সেই স্থানে গেলে অশান্ত মন আপনা আপনি শান্ত হয়ে উঠবে। ভক্তি এবং নিষ্ঠা ভরে মহাদেবকে পুজো করলে মনের সুপ্ত কামনা পূরণ করেন মহাদেব। এমনই মত প্রচলিত আছে। এই মন্দিরের চারপাশ প্রদক্ষিণ করলেও দেখা যাবে পাথরের তৈরি নানা স্তম্ভ। যাদের ওপর বয়ে রয়েছে পাথরের তৈরি ছোট ছোট ষাঁড়। মন্দিরের সামনে রয়েছে কুণ্ডপুকুর। সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয় এই পুকুরে। এই মন্দিরের পাশেই রয়েছে রামেশ্বর অতিথি নিবাস। যাবেন নাকি? যেতে গেলে আপনাকে ট্রেনে করে পৌঁছে যেতে হবে ঝাড়গ্রাম স্টেশন সেখান থেকে গোপীবল্লভপুর পৌঁছে যান। আর এখান থেকে অটো ধরে পৌঁছে যেতে পারবেন এই মন্দিরে।

রথ টানলে দুর্গা আসে

■ শুভজিৎ বসাক

নীলাক্ষের সাথে অনেকদিন পরে দেখা হল আমাদের ক্লাবের সকলের। কোন একটা কাজে বাইরে গিয়েছিল বেশ কিছুদিনের জন্য। আজ ওকে পেয়েই আমাদের গল্প শোনার ক্ষিদেটা প্রচন্ড পরিমাণে বেড়ে গেল। শুধু কেমন আছিস আর এতদিন আমাদের কথা মনে পড়েছে কিনা এটুকু কোনওমতে জেনে আমরা সবাই আমাদের গল্প শোনানোর আব্দার হোক বা দাবি সেটা একসাথে পেশ করলাম। সে তো আমাদের উচ্ছ্বাস দেখে একটু হেসে বলে উঠল, 'জগন্নাথ দর্শনের গল্প শুনবি?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সেটা আবার কিরকম? রহস্য রোমাঞ্চকতা রয়েছে তো? শুধু আধ্যাত্মিক গল্পের চেয়ে রোমাঞ্চকর গল্পই শুনতে চাই তোর থেকে সবাই'। নীলাক্ষ বলে উঠল, 'আচ্ছা, শোন তো আগে!' আমরা সবাই বাধ্য ছেলের মত ওর গল্প শুনতে আগ্রহী হয়ে বসলাম।

আমরা সুযোগ পেলেই পুরীতে জগন্নাথদেব দর্শনের জন্য ছুটে যাই, উত্তরে বলি যে জগন্নাথদেব টানছেন কিন্তু জগন্নাথদেব কিন্তু একটা বিশেষ পদ্ধতিতে দর্শন করতে হয়। আমিও জানতাম না, আমার কাকার এক বন্ধু কয়েক বছর আগে পুরী থেকে ঘুরে এসেই বিছানা নিলেন। তাঁর জ্বর আর কমে না, শেষে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। সপ্তাহ দুয়েক ভুগে যখন বাড়ি এসেছিলেন শরীর গিয়েছিল শুকিয়ে। একদিন কাকা তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করলেন। বললেন, 'কি হল বল তো তোর? সারাজীবন এত ফিটফাট থেকে সামান্য পুরী থেকে ঘুরে এসেই বিছানা নিলি!' কাকার বন্ধু ইন্দ্রনাথকাকু বলে উঠলেন, 'কি জানি কি হল! বয়সও বিশেষ নয়, এই পঞ্চান্ন হবে সাথে নিয়মিত শরীরচর্চা করি, তোদের সাথে আড্ডা দিই, চিন্তাও বিশেষ করি না। এরপরেও এমন কেন হল জানি না'। কাকা বেশ ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ, সবসময়েই তাঁর থেকে আমরা অনেক কিছু নতুন বিষয়ে জানতে পারি। বলে উঠলেন, 'এটা তোর প্রথম জগন্নাথদেব দর্শন?' 'না, বছর কয়েক আগে একবার গিয়েছিলাম'- ইন্দ্রনাথ উত্তর দিতেই কাকা বলে উঠলেন, 'সেবারে আর এবারে জগন্নাথ দর্শনের মধ্যে পার্থক্য কিছু ছিল?' একটু কেশে তারপরে কিছুটা জল গলায় ঢেলে একটু কিছু মনে করে উত্তরে ইন্দ্রনাথ জানালেন, 'সেবারে গর্ভগৃহে ঢুকতেই পারিনি, দূর থেকে জগন্নাথের বিশালাকায় ঠোঁটটা ছাড়া কিছুই চোখে পড়েনি আর এবারে সম্পূর্ণ দর্শন হয়েছে। কি বলবো! তাঁর চোখের দিকে তাকাতেই কেমন বিভোর হয়ে গেলাম তাতে, যেন মনে হচ্ছিল অনেকদিন ধরে সেইখানে আমি ধ্যানস্থ হয়ে তাতে আটকে আছি। এরপরে আমার স্ত্রীয়ের আলতো টোকায় সম্বিৎ ফিরে আসে। আমার দু'চোখ দিয়ে জল বেয়ে পড়ছিল। গায়ে শিহরণ লেগেছিল। এরপরে বাড়ি আসার পর থেকেই কেমন একটা লাগছিল, জানিস তো! খেতেও ভালো লাগছিল না, শুধুই উদাস লাগছিল। সেই নিয়েই বাড়ি আসি, এরপরে বাকিটা তুই তো জানিস'। কাকা বলে উঠলেন, 'জগন্নাথ দর্শনের নিয়ম আছে, প্রথমবার তুই দেখা পাসনি তাই অসুবিধা হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয়বার নিয়ম মেনে দেখলে এই অবস্থা সম্ভবত হতো না'। কথাটা শুনে অবাক হয়ে ইন্দ্রকাকু বলে উঠেছিলেন,'নিয়ম মেনে মানে? খুলে বল একটু'। এবারে কাকা একটু সময় নিয়ে বলতে থাকলেন, 'পুরীর জগন্নাথদেব আসলে সমস্ত ঈশ্বরের প্রতিভূ হয়ে অবস্থান করছেন। বিশেষ করে তাঁর ঐ চোখদুটো, কেমন বড়, গোলাকার দেখেছিস? সেরকম চোখ আর কারও হয় না। তাঁর ঐ চোখদুটো হল কালচক্র অর্থাৎ কারও মতে তাতে মহাকালের অবস্থান আবার কারও মতে স্বয়ং শনিদেবের অবস্থান সেখানে। তাঁকে দর্শন করার আগে চোখদুটো বুজে করজোড় করতে হয়, এরপরে আস্তে আস্তে করে চোখ খুলে প্রথমে তাঁর দুই অর্ধনির্মিত হাতের দিকে চাইতে হয়, মান্যতা আছে যে তাতে শক্তি হিসাবে সেনাপতি কার্তিক অবস্থান করেন। এরপরে চাইতে হয় তাঁর ঠোঁটের দিকে যেখানে অধিষ্ঠান করছেন স্বয়ং ব্রহ্মা ও সরস্বতী এবং মুখের ভিতরে অবস্থান করছেন মহাকালী, বগলা আর মাতঙ্গী অর্থাৎ তাঁর মুখগহ্বর আর ঠোঁট হল সৃষ্টির শুরু আর শেষের নিদর্শন। এরপরে চাইতে হয় নাকছাবির দিকে যেখানে অবস্থান করছেন মা লক্ষ্মী এবং অলক্ষ্মী হিসাবে ধূমাবতী দু'জনেই। এরপরে চাইতে হয় সেই বিশালাকায় চোখের দিকে যেখানে অবস্থান করছেন স্বয়ং মহাকাল, শনিদেব, ছিন্নমস্তা অর্থাৎ তাঁর চোখ কালচক্র যেখানে মানুষের জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত বিচার্য হয়। এরপরে চোখ ভরে দেখতে হয় তাঁর অঙ্গসজ্জা, আলপনা সবকিছুকে যেখানে অবস্থান করেন কামাখ্যা, ভুবনেশ্বরী আর তাঁর মুকুটে আর মাথায় অবস্থান করেন সিদ্ধিদাতা। তাঁকে সাজানো হয় ষোড়শী বা যৌবনাগত কন্যার মত এবং তাঁর সমস্ত অঙ্গরাগকে কেন্দ্র করে থাকেন দেবী তারা স্বয়ং আর জগন্নাথদেবের গায়ের কালো রং যমের অধিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট করে। শুভদ্রা নিজে কমলাদেবীর অংশ। অর্থাৎ জগন্নাথদেব দর্শন মানে তাঁর দুই চোখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা নয়, তাঁর প্রতিটা অংশে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা জানানো অর্থাৎ আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাঁদের ক্রমানুসারে শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষে সম্পূর্ণ দেবদর্শন সম্পন্ন হয়। শুরুতেই চোখের দিকে তাকালে কাল বা শনিকে আহ্বান করা হয়, এরপরে বাকি দর্শনে সেই কালের বিদায় হয় না। বরং বাকিদের আস্তে আস্তে স্মরণ করে নির্দিষ্ট সময়ে জগন্নাথের চোখের দিকে চাইলে শনিদেব ভারী হন না আর। সবশেষে কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে আবার চোখদুটো বুজে জগন্নাথকে মনে কল্পনা করলে দর্শন পূর্ণ হয়। অর্থাৎ নিয়ম করে দেবদর্শন না করলে মনে মনে স্বস্তি বোধ করলেও কাল আমাদের পিছনে ঠিক ধাওয়া করে। তোর ক্ষেত্রে বলে নয়, অনেকেরই এমন ভুল নিয়মে জগন্নাথ দর্শনে আস্তে আস্তে ক্ষতিই হয় বেশি। জানিস কিনা জানি না, প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি রথের আগে স্নানযাত্রার আগে সারা বিশ্বে একান্ন সতীপীঠে একইসময়ে এক বিশেষ পুজো সম্পন্ন হয়, বিশেষ মহলে মানা হয় যে মহাকালের আগমন ঘটে সেই সময়ে, তাই সেই প্রবল শক্তিকে সাধারণের থেকে এড়ানোর জন্য সাতদিন বন্ধ রাখা হয় জগন্নাথ মন্দির আর রথের চাকা কালচক্র নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এগিয়ে যায়। রথ এলেই নিয়ম মেনে কাঠামোপুজো হয়, আহ্বায়িত সেই মহাকালকে দুর্গাশক্তির অংশ হিসাবে আরাধনা করা হয়। কথায় আছে- রথ টানলে দুর্গা আসে, কথাটা ভুল মোটেই নয়। তাহলে বুঝছিস কি পরিমাণ শক্তি এই জগন্নাথ মন্দির সহ আমাদের প্রতিটা মন্দিরে, এই দুর্গাপুজো জুড়ে এতকাল ছড়িয়ে রয়েছে? আমরা কি প্রবল শক্তির আরাধনা করি! এবারে বলি, কুকুর শ্মশানচারী মহাকাল আর মহামায়াকে, গরু প্রেমময় কৃষ্ণ আর লক্ষ্মীকে এবং কাক শনি সহ সমস্ত দুর্ভাগ্যকে নির্দিষ্ট করে তাই সামনের একমাস তুই রাস্তার যেকোনও কুকুর, গরু আর সকালে ছাদে কাককে খাবার খাওয়াস জগন্নাথের নাম মনে মনে নিয়ে আর প্রতি বুধবার বাড়ির উত্তরদিকে তিলের তেল দিয়ে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে গণেশের নাম নিস এতে দুর্ভাগ্য কমতে থাকবে। সময় আর শ্রদ্ধা দুইই নিয়ে কাজটা করে একমাসের মাথায় প্রদীপ আর এই একমাস যে যে জামাকাপড় ব্যবহার করবি সব গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসিস আর আসার সময়ে রাস্তায় কোনও ভিখারী দেখলে তাকে ভুজ্যি দিয়ে আসিস। জীবনে আর কখনও এভাবে ভুল করিস না, একবার রেহাই মিললেও বারবার মিলবে না'। ইন্দ্রকাকু সব শুনে তাজ্জব বনে আর কোনও কথা বলতে পারেননি। তবে নিয়মগুলো করেছিলেন। শুনেছিলাম এর মধ্যে একটা ফাঁড়া গিয়েছিল তাঁর ওপর দিয়ে, বাড়ির ছাদে রাখা টব ফুটফুটে রোদমাখা এক সকালে তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপরে এসে পড়ে হাড়ে একটু চিড় ধরেছিল কিন্তু আর বড় ক্ষতি হয়নি। কথাটা শুনে কাকা জানিয়েছিলেন, 'কালের কুপ্রভাবে আরও বড় ক্ষতি বরাদ্দ ছিল সেটা অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে, কালকে আটকানো সম্ভব নয়, সে আসলে কিছু ক্ষতি করেই যাবে। এই যেমন তোর শরীর খারাপ আর তারপরে পায়ের আঙুলের হাড় ভাঙ্গা- কপাল ভালো আর বড় কিছু হয়নি'। শুনেছি সেই ইন্দ্রকাকু এখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে একটা স্টেশনারি দোকান চালান। মন্দ চলে না সেটা।

নীলাক্ষের কথা শুনে আমরা তো চমকপ্রদ হয়ে গেলাম। বলেই বসলাম, 'বাপরে! এত কথা তো কেউ কখনও বলেওনি, জানিওনা'। নীলাক্ষ হেসে বলল, 'কাকাও কিভাবে জেনেছেন স্পষ্ট করে কিছু বলেননি, তবে কাকাকে প্রতিবছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে পুরী যেতে দেখেছি। কাকা নিজের আগ্রহে এরকম বহু তথ্য নিজের স্মৃতিতে রেখে দিয়েছেন, পরে গল্পের আকারে সেসব আমাকে গল্পের ছলে বলেছেন আর সেটারই একটা বললাম। রহস্যময় না?' আমাদের সম্মতিদানের সাথে সাথেই অতীন বলে উঠল, 'আচ্ছা, পুরীর মন্দিরের ওপরে পতাকা নিয়ে কিছু জানিস?' কথাটা শুনে মুচকি হেসে নীলাক্ষ উত্তর দিল, 'সব একদিনেই বললে তো আগ্রহ থাকবে না! থাকুক আজ এটুকুই'। সবাই বুঝলাম, গল্পের ভান্ডার ফুরায়নি।